তায়ালা আরোহনের সমস্ত জানোয়ারের উপর আপদ নাযিল করিবেন এবং কোন সওয়ারী বাকি থাকিবে না। কেহ তাহার অতি পছন্দনীয় মূল্যবান বাগানের বিনিময়েও একটি বৃদ্ধ হাওদাহযুক্ত উট খরিদ করিতে চাহিবে, কিন্তু পারিবে না। (আহমাদ)

একটি স্বপ্ন ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর নির্দেশ

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সৎ ভাই তোফায়েল ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন স্বপ্নে দেখিলেন— একদল নাসারার সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা খুবই ভাল লোক, শুধু যদি তোমরা হযরত ঈসা (আঃ)কে খোদার বেটা না বলিতে। তাহারা বলিল, তোমরাও খুবই ভাল লোক যদি তোমরা— 'আল্লাহ যাহা চাহেন মোহাম্মদ (সঃ) যাহা চাহেন' না বলিতে। তারপর একদল ইহুদীর সহিত তাহার দেখা হইল। তিনি বলিলেন, তোমরা খুবই ভাল লোক, শুধু যদি তোমরা হযরত উযায়ের (আঃ)কে আল্লাহর বেটা না বলিতে। তাহারা বলিল, তোমরাও খুবই ভাল লোক যদি তোমরা— 'আল্লাহ যাহা চাহেন ও মোহাম্মাদ (সঃ) যাহা চাহেন' না বলিতে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া স্বপ্ন শুনাইলেন। তিনি বলিলেন, তুমি কি ইতিপূর্বে এই কথা আর কাহাকেও জানাইয়াছ? তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামদ ও সানা পড়িয়া বলিলেন, তোমাদের ভাই এক স্বপ্ন দেখিয়াছে যাহা তোমরা শুনিয়াছ। সুতরাং তোমরা এইরূপ বলিও না বরং বল— আল্লাহ যাহা চাহেন, তিনি এক, তাঁহার সহিত কেহ শরীক নাই।

অপর একটি স্বপ্নের ঘটনা

হযরত হোযাইফা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন একজন মুসলমান স্বপ্নে দেখিলেন যে, আহলে কিতাবের এক ব্যক্তির সহিত তাহার দেখা হইয়াছে। সে বলিল, তোমরা খুবই ভাল লোক যদি তোমরা শিরক না করিতে। কেননা তোমরা বলিয়া থাক— আল্লাহ ও মোহাম্মাদ (সঃ) যাহা চাহেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহা শুনাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য ইহা আগেও অপছন্দ করিতাম। তোমরা এইরকম বল, আল্লাহ যাহা চাহিয়াছেন, তারপর অমুক চাহিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া কোন কাজের ব্যাপারে কথা বলিতেছিল। সে বলিল,'আল্লাহ ও আপনি যাহা চাহেন।' রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি আমাকে আল্লাহ পাকের সমকক্ষ বানাইয়া দিলে! বরং বল, আল্লাহ পাক একাই যাহা চাহেন। (বাইহাক্বী)

এক ইহুদীর প্রশ্ন ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর জবাব

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এক ইহুদী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া মাশীয়াত (এরাদা ও ইচ্ছা) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, মাশীআত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য। সে বলিল, আমি যখন দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি, দাঁড়াই। তিনি বলিলেন, আল্লাহই চাহিয়াছেন যে, তুমি দাঁড়াও। সে বলিল, আমি যখন বসিতে ইচ্ছা করি, বসিয়া যাই। তিনি বলিলেন, আল্লাহই চাহিয়াছেন তুমি বস। সে বলিল, আমি যদি এই খেজুর গাছটি কাটিতে ইচ্ছা করি, কাটিয়া ফেলি। তিনি বলিলেন, আল্লাহই ইচ্ছা করিয়াছেন তুমি উহা কাটিয়া ফেল। সে বলিল, আমি যদি উহা কাটিতে ইচ্ছা না করি তবে কাটি না। তিনি বলিলেন, আল্লাহরই ইচ্ছা হইল যে, তুমি উহা কাটিবে না। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) আসিলেন এবং বলিলেন, আপনাকে আপনার যুক্তি এমনিভাবে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে তাহার যুক্তি শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্ণনাকারী বলেন, এই বিষয়েই কুরআনে পাক নাযিল হইয়াছে ঃ

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ

www.BANGLAKITAB.com

اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ

অর্থ ঃ যে খেজুর বৃক্ষগুলি তোমরা কাটিয়া ফেলিয়াছ অথবা যেগুলিকে উহাদের শিকড়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে দিয়াছ (উভয়েই) আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ীই সম্পন্ন হইয়াছে যেন তিনি অবাধ্যদিগকে লাঞ্ছিত করেন। (বাইহাক্বী)

ফজরের নামায ক্বাজা হওয়ার ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদাইবিয়া হইতে ফিরিবার সময় শেষ রাত্রে এক জায়গায় আরাম করিতে নামিলেন এবং বলিলেন, কে আমাদিগকে পাহারা দিবে? হযরত আবদুল্লাহ বলিলেন,'আমি,আমি।' তিনি দুই বা তিনবার বলিলেন, তুমি! অর্থাৎ তুমি তো ঘুমাইয়া পড়িবে। তারপর আবার বলিলেন, আচ্ছা তুমিই পাহারা দাও। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি পাহারা দিতে লাগিলাম, কিন্তু সকাল হওয়ার কিছু পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই আমাকে পাইয়া বসিল, অর্থাৎ ঘুমাইয়া পড়িলাম। এবং সূর্যের তাপ পিঠে লাগিবার পর জাগিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠিয়া অযূ ইত্যাদি যেমন করিয়া থাকেন করিলেন। এবং ফজরের নামায আদায় করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যদি চাহিতেন তোমরা ঘুমাইয়া পড়িতে না। কিন্তু তিনি তোমাদের পরবর্তী লোকদের জন্য একটি সুন্নাত (নিয়ম) জারি করিতে চাহিলেন, কাজেই যদি কেহ ঘুমাইয়া পড়ে অথবা ভুলিয়া যায় তবে সে এই রকমই করিবে।

হযরত আবু কাতাদাহ (রাঃ) হইতে অযুর পাত্র সম্পর্কিত হাদীসে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন ইচ্ছা করিয়াছেন তোমাদের রূহগুলিকে নিয়া গিয়াছেন এবং যখন ইচ্ছা করিয়াছেন ফিরাইয়া দিয়াছেন। তারপর সাহাবায়ে কেরাম অযূ ইস্তেঞ্জা হইতে ফারেগ হইয়া সূর্য পরিস্কার হওয়ার পর নামায পড়িলেন। (বাইহাক্বী)

এক ইহুদীর প্রশ্ন ও হযরত ওমর (রাঃ)এর জবাব

তারেক ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন, এক ইহুদী হযরত ওমর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

অর্থাৎ এমন জান্নাত যাহার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের সমান। তবে বলুন, দোযখ কোথায়? হযরত ওমর (রাঃ) সাহাবায়ে কেরামদিগকে বলিলেন, তোমরা তাহার উত্তর দাও। কেহ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা বল, যখন রাত্র সমস্ত যমীনের বুকে ছাইয়া যায় তখন দিন কোথায় থাকে? সে বলিল, আল্লাহ যেখানে চাহেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, তেমনি দোযখ সেখানে আছে যেখানে আল্লাহ চাহেন। ইহুদী বলিল, ঐ যাতে পাকের ক্বসম যাহার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ, আমীরুল মুমেনীন! আপনি যেমন উত্তর দিয়াছেন ঠিক এরকমই আল্লাহর নাযিল করা কিতাবে (তাওরাতে) উল্লেখ আছে। (কান্য)

হযরত আলী (রাঃ)এর একটি ঘটনা

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, কেহ তাহাকে বলিল, এখানে একজন লোক আছে যে আল্লাহপাকের মাশীআত সম্পর্কে কথা বলে। হযরত আলী (রাঃ) উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, হে আল্লাহর বান্দা! বল, আল্লাহ পাক তোমাকে তিনি যেমন চাহিয়াছেন সৃষ্টি করিয়াছেন, না তুমি যেমন চাহিয়াছ? সে বলিল, তিনি যেমন চাহিয়াছেন। আলী (রাঃ) বলিলেন, তিনি যখন ইচ্ছা করেন তোমাকে অসুস্থ করেন, না তুমি যখন ইচ্ছা কর? সে বলিল, তিনি যখন ইচ্ছা করেন। বলিলেন, তিনি যখন ইচ্ছা করেন রোগ হইতে মুক্তি দান করেন,না তুমি যখন ইচ্ছা কর? সে বলিল, তিনি যখন ইচ্ছা করেন। বলিলেন, তিনি তোমাকে যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করাইবেন না তুমি যেখানে ইচ্ছা প্রবেশ করিবে। সে বলিল, তিনি যেখানে ইচ্ছা করিবেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, খোদার ক্বসম, যদি তুমি অন্য কোন জবাব

www.BANGLAKITAB.com

দিতে তবে তলওয়ার দ্বারা তোমার ঐ অঙ্গকে উড়াইয়া দিতাম যেখানে তোমার চক্ষুদ্বয় আছে। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

দিলের অবস্থা যাহা নেফাক নহে

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা যখন আপনার নিকট থাকি তখন আমাদের দিলের অবস্থা এক রকম থাকে (অর্থাৎ দিল নরম ও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকে)। আর যখন আপনার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাই তখন দিলের অবস্থা অন্যরকম হয় (অর্থাৎ দিল কঠিন ও গাফেল হইয়া যায়)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের পরওয়ারদেগারের সাথে তোমাদের সম্পর্ক কিরূপ থাকে? তাঁহারা বলিলেন, আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায়ই আমাদের রব মনে করি। তিনি বলিলেন, তবে উহা নেফাক নহে। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

হিসাব সম্পর্কে একটি ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একজন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কেয়ামতের দিন মাখলুকের হিসাব কে নিবেন? তিনি বলিলেন, আল্লাহ আয্যা ও জাল্লা। সে বলিল, রাব্বে কা'বার কসম, তবে তো নাজাত পাইয়া গিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কিরূপে? সে বলিল, মেহেরবান যখন আয়ত্বে পান মাফ করিয়া দেন। (কান্য)

হযরত মুআয (রাঃ)এর ঘটনা

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)কে বনি কিলাব নামক গোত্রের নিকট সদকা ও যাকাত উসুল করিবার জন্য পাঠাইলেন। তিনি তাহা উসুল করিয়া তাহাদেরই গরীব-গোরাবাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন, কিছুই অবশিষ্ট রাখিলেন না। এমনকি তিনি

ঘর হইতে যে কম্বল লইয়া বাহির হইয়াছিলেন উহাই কাঁধে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিলেন, অন্যান্যরা যেমন তাহাদের পরিবার-পরিজনের জন্য হাদিয়া ইত্যাদি আনিয়া থাকে আপনি আমাদের জন্য যাহা আনিয়াছেন তাহা কোথায়? তিনি বলিলেন, আমার সহিত একজন পর্যবেক্ষক ছিল (যদ্দরূন কিছু আনিতে পারি নাই)। স্ত্রী বলিলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আমীন (আমানতদার) হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আর ওমর (রাঃ) (অবিশ্বাস করিয়া) আপনার সহিত পর্যবেক্ষক পাঠাইয়াছে! তাহার স্ত্রী এই কথা অন্যান্য মেয়েদের সহিত আলোচনা করিলেন এবং হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে সমালোচনা করিলেন। এই কথা হযরত ওমর (রাঃ)এর কানে পৌঁছিল। তিনি হযরত মুআয (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিলেন, আমি কি পর্যবেক্ষণের জন্য তোমার সহিত লোক পাঠাইয়াছিলাম? হযরত মুআয (রাঃ) বলিলেন, আমি তাহার নিকট ওজর করিবার মত আর কিছু না পাইয়া এই কথা বলিয়াছি। তিনি ইহা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন ও তাহাকে কিছু দিয়া বলিলেন, যাও ইহা দ্বারা তাহাকে রাজি করিয়া লও। ইবনে জারীর (রহঃ) বলেন, হযরত মুআয (রাঃ) পর্যবেক্ষক বলিতে আল্লাহ তায়ালাকে বুঝাইয়াছেন। (আর তাহার স্ত্রী বুঝিয়াছেন কোন মানুষ)। (কান্য)

হযরত সা'লাবা (রাঃ)এর হাদীস

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যাহার শ্রবণশক্তি সমস্ত আওয়াজকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যখন সেই মেয়েলোকটি আসিয়া নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছিল তখন আমিও ঘরের এক কোণে ছিলাম, আমি তাহার সকল কথা শুনিতেছিলাম না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করিলেন—

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْ إِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ

www.BANGLAKITAB.com

يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ ঐ স্ত্রীলোকটির কথা শুনিয়াছেন, যে স্বীয় স্বামীর ব্যাপারে আপনার নিকট বাদানুবাদ করিতেছিল এবং আল্লাহর সমীপে অভিযোগ করিতেছিল, আর আল্লাহ তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শ্রবণ করিতে ছিলেন, আল্লাহ সব শুনেন সব দেখেন।

অন্য রেওয়ায়াতে আসিয়াছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, বড় বরকতওয়ালা ঐ যাতেপাক যাহার শ্রবণশক্তি সমস্ত জিনিসকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমি খাওলা বিনতে সা'লাবার কথা শুনিতেছিলাম, অবশ্য তাহার অনেক কথা শুনিতে পাই নাই। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতেছিল এবং বলিতেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সমস্ত মাল খাইয়া শেষ করিয়াছে, আমার যৌবন শেষ করিয়াছে, আমার পেট তাহার জন্য সন্তান দিয়াছে। এখন যখন আমার বয়স হইয়াছে, সন্তান সম্ভাবনা শেষ হইয়া গিয়াছে তখন সে আমার সহিত (তুমি আমার জন্য মাতৃতুল্য হারাম বলিয়া) জেহার করিয়াছে। আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট নালিশ করিলাম। তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল (আঃ) এই আয়াত লইয়া অবতীর্ণ হইলেন—

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তাহার স্বামীর নাম আওস ইবনে সামেত (রাঃ) ছিল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর বিভিন্ন উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে লোকসকল, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মাবুদ হইয়া থাকেন, যাহার তোমরা এবাদত করিতে, তবে তিনি মরিয়া গিয়াছেন। আর যদি তোমাদের মাবুদ তিনি হইয়া থাকেন

যিনি আসমানে আছেন, তবে জানিয়া রাখ, তোমাদের মাবুদ অবশ্যই মরেন নাই। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

অর্থ ঃ আর মোহাম্মাদ তো শুধু রসূলই। তাঁহার পূর্বে আরও অনেক রসূল অতীত হইয়াছেন। (কান্য)

পূর্বে হযরত আবু বকর (রাঃ)এর খেলাফতের উপর সাহাবায়ে কেরামগণের একমত হওয়ার বর্ণনায় তাহার খোত্বা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। তিনি আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করিয়াছেন, তাঁহার হুকুমকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও আল্লার রিসালাত ও পয়গামকে পৌঁছাইয়াছেন এবং আল্লার রাস্তায় জেহাদ করিয়াছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে উহার উপর মৃত্যু দান করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে রাস্তায় উঠাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এখন যে ব্যক্তি ধ্বংস হইবে সে দলিল ও শিফা পাইয়াও ধ্বংস হইবে। যে আল্লাহকে নিজের রব বানাইয়াছে, জানিয়া রাখ, আল্লাহ জীবিত, মরিবেন না। আর যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবাদত করিয়াছে এবং তাহাকে মাবুদ বানাইয়াছে, জানিয়া রাখ, তাহার মাবুদ খতম হইয়া গিয়াছে। হে লোকসকল! আল্লাহকে ভয় কর। আপন দ্বীনকে মজবুত করিয়া ধরিয়া থাক এবং তোমাদের পরওয়ারদিগারের উপর ভরসা কর। কারণ আল্লাহর দ্বীন কায়েম থাকিবে। তাহার কলেমা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাহার সাহায্য করিবেন যে তাহাকে সাহায্য করিবে। এবং তিনি তাহার দ্বীনকে উন্নত করিবেন। আল্লাহর কিতাব আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। উহার মধ্যে নূর এবং শিফা রহিয়াছে। উহার দ্বারাই আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়াত দান করিয়াছেন। উহার মধ্যে হালাল-হারাম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। খোদার কসম, আল্লাহর মাখলুকের মধ্য হইতে যে কেহ আমাদের উপর হামলা করিবে আমরা তাহার পরওয়া করিব না। আল্লাহর তলোয়ার আজও উত্তোলিত, আমরা এখনও উহা নামাই নাই। যাহারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদের সহিত অবশ্যই

www.BANGLAKITAB.com

জেহাদ করিব, যেরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থাকাকালীন করিয়াছি।

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আলকামা (রাঃ) তাহার মাতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একজন মেয়েলোক হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘরে আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের নিকট সুস্থাবস্থায় নামায শুরু করিল এবং সেজদায় যাইয়া আর মাথা উঠাইল না, ঐ অবস্থায়ই মারা গেল। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি হায়াত দান করেন ও মউত দান করেন। আমার জন্য এই মৃত্যুতে আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ)এর মৃত্যুর ব্যাপারে যথেষ্ট শিক্ষণীয় জিনিস রহিয়াছে। তিনি কায়লুলার জন্য নিজের বিছানায় শুইয়াছিলেন। লোকেরা যখন জাগাইতে গেল দেখিল, তিনি মারা গিয়াছেন। তাহার এই ধরনের মৃত্যুতে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, হয়ত বা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে জীবিতাবস্থায়ই দ্রুত দাফন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই মেয়েলোকটির মৃত্যুতে তাহার শিক্ষালাভ হইল এবং তাহার সেই সন্দেহও দূর হইয়া গেল। (হাকেম)

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান

ফেরেশতাদের সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ)এর ঈমানী উক্তি

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক বৃষ্টির ফোটা নির্ধারিত ফেরেশতার মাধ্যমে পড়ে। কিন্তু যেদিন নূহ (আঃ)এর কাওমের প্রতি আযাব হিসাবে নাযিল হইয়াছিল সেদিন পানিকে সরাসরি হুকুম দেওয়া হইয়াছিল এবং সেদিন পানি ফেরেশতার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। উহাকেই কোরান পাকে বলা হইয়াছে—

اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ

অর্থাৎ যখন পানি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গেল।

এমনিভাবে বাতাস নির্ধারিত পরিমাণে ফেরেশতার হাতে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কাওমে আ'দের আযাবের দিন বাতাসকে সরাসরি হুকুম দেওয়া হইয়াছিল এবং বাতাস ফেরেশতার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। ইহাই এই আয়াতের অর্থ।

بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

অর্থ ঃ আর আ'দ সম্প্রদায়—তাহাদিগকে এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা বিধ্বস্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ ফেরেশতাদের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। (কান্য)

হযরত সালমান (রাঃ)এর উক্তি

হযরত সালমান (রাঃ)এর স্ত্রী বুকাইরাহ বলেন, যখন হযরত সালমান (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় হইল তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন। তিনি তাহার ঘরের উপরতলায় শুইয়াছিলেন, যাহার চারটি দরজা ছিল। আমাকে বলিলেন, হে বুকাইরাহ, দরজাগুলি খুলিয়া দাও। আজ আমার নিকট কিছু সাক্ষাৎকারী আসিবে ; জানিনা, তাহারা কোন্ দরজা দিয়া প্রবেশ করিবেন। অতঃপর নিজের কিছু মিশ্‌ক ছিল তাহা আনাইয়া বলিলেন, এইগুলি একটি পাত্রে গোল। আমি তাহাই করিলাম। তিনি বলিলেন, এইগুলি আমার বিছানার চারিপার্শ্বে ছিটাইয়া দাও এবং তুমি নীচে যাইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর, তারপর আসিয়া দেখিও আমাকে বিছানার উপর পাইবে। কিছুক্ষণ পর আমি যাইয়া দেখিলাম, তাহার রুহ বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তিনি যেন নিজের বিছানায় ঘুমাইয়া আছেন।

শা'বী হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত সালমান (রাঃ) মৃত্যুর সন্নিকট হইলে স্ত্রীকে বলিলেন, আমার যে আমানত তোমার নিকট রাখিয়াছিলাম, আনিয়া দাও। তাহার স্ত্রী বলেন, মিশ্‌কের একটি থলি আনিয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, একপেয়ালা পানি আন। অতঃপর তিনি উহার মধ্যে মিশ্‌ক গুলিলেন। এবং হাত দিয়া গুলিয়া বলিলেন, এইগুলি আমার চারিপাশে ছিটাইয়া দাও। আমার নিকট আল্লাহর কিছু মাখলুক আসিবে, তাহারা ইহার খুশবু পাইবে। তাহারা

WWW.BANGLAKITAB.COM

খাদ্য খায়না। তারপর তুমি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া নীচে চলিয়া যাও। তাহার স্ত্রী বলেন, আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলাম এবং কিছু অস্পষ্ট আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। কিছুক্ষণ পর উপরে যাইয়া দেখিলাম, তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আজ রাত্রে আমার নিকট কিছু ফেরেশতা আসিবেন। তাঁহারা ইহার সুগন্ধ পাইবেন, তাঁহারা খাদ্য খান না। এই অধ্যায়ের আরো কিছু ঘটনা গায়েবী মদদের অধ্যায়ে ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য-এর বর্ণনায় আসিতেছে। (ইবনে সা'দ)

তাক্বদীরের প্রতি ঈমান

হযরত আয়েশা (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনসারদের একটি বালকের জানাযার জন্য ডাকা হইল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি সৌভাগ্য! সে বেহেশতের চড়ুইদের মধ্য হইতে একটি চড়ুই। কারণ সে কোন গুনাহ করে নাই, আর গুনাহ করিবার বয়সও পায় নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহার বিপরীত অন্য কিছু কি হইতে পারে না? আয়েশা! আল্লাহ তায়ালা বেহেশত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বেহেশতের জন্য উহার বাসিন্দাগণকে পিতার ঔরসে থাকিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে তিনি দোযখ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং দোযখের জন্য উহার বাসিন্দাগণকে পিতার ঔরসে থাকিতেই সৃষ্টি করিয়াছেন। (মুসলিম)

হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর অসিয়ত

ওলীদ ইবনে ওবাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর অসুখের সময় তাহার নিকট গেলাম। আমার ধারণা হইল যে, এই রোগেই তাহার মৃত্যু হইবে। আমি আরজ করিলাম, আব্বাজান! আমাকে কিছু অসিয়ত করুন। আমার জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করুন। তিনি বলিলেন, আমাকে বসাইয়া দাও। তাঁহাকে বসানো হইলে তিনি বলিলেন, হে আমার বেটা, তুমি ঈমানের স্বাদ ও আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রকৃতজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না

যতক্ষণ না ভালমন্দ তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনিবে। আমি বলিলাম, আব্বাজান! আমি ভালমন্দ তাক্বদীর কি, তাহা কিভাবে বুঝিব? তিনি বলিলেন, তুমি জানিয়া রাখ, যাহা তোমার জন্য লেখা হয় নাই তাহা কখনও তোমার নিকট পৌঁছিবে না; আর যাহা তোমার জন্য লেখা হইয়াছে তাহা কখনও তোমার নিকট পৌঁছিতে ভুল হইবে না। হে আমার বেটা! আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, সর্বপ্রথম আল্লাহতায়ালা কলমকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে আদেশ করিয়াছেন, লেখ, সঙ্গে সঙ্গে কলম সেই সময় হইতে কেয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিবে সমস্ত বিষয় লিখিয়া দিয়াছে। হে আমার বেটা, এই ঈমান ব্যতীত যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে তুমি দোযখে যাইবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

একজন সাহাবী (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় কান্না

আবু নাদরাহ (রহঃ) বলেন, আবু আবদুল্লাহ্ নামক একজন সাহাবী (রাঃ) অসুস্থ হইলে তাহার সঙ্গীগন তাহাকে দেখিতে গেলেন। তিনি কাঁদিতেছিলেন। তাহারা বলিলেন, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে এ কথা বলেন নাই যে, তুমি মোচ খাট করিবে এবং আমার সহিত মিলিত হওয়া পর্যন্ত ইহার উপর কায়েম থাকিবে। তিনি উত্তরে বলিলেন, হাঁ, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা আপন ডান হাতে একমুষ্টি লইয়া বলিয়াছেন, "ইহারা বেহেশতের জন্য, আমি কাহারো পরওয়া করি না। এবং অপর হাতে একমুষ্টি লইয়া বলিয়াছেন, ইহারা দোযখের জন্য, আমি কাহারো পরওয়া করি না।" জানিনা আমি কোন্ মুষ্টিতে ছিলাম। (আহমাদ)

হযরত মুআয (রাঃ)এর কান্না

তাবারানীর রেওয়ায়াতে আছে ঃ হযরত মুআয (রাঃ) মৃত্যুর সময় কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, খোদার কসম, আমি মৃত্যুভয়ে অথবা এই দুনিয়া যাহা পিছনে ছাড়িয়া যাইতেছি তাহার জন্য কাঁদিতেছি না। বরং আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

WWW.BANGLAKITAB.COM

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, দুই মুষ্টিমাত্র। এক মুষ্টি বেহেশতের জন্য, অপর মুষ্টি দোযখের জন্য। জানিনা আমি কোন্ মুষ্টিতে হইব।

এই উম্মতের প্রথম শির্ক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহাকে কেহ সংবাদ দিল যে, এখানে একব্যক্তি আসিয়াছে, যে তক্বদীরকে অস্বীকার করে। তিনি বলিলেন, আমাকে তাহার নিকট লইয়া চল। তিনি তখন অন্ধ ছিলেন বিধায় নিজে যাইতে অক্ষম ছিলেন। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন? বলিলেন, সেই যাতে পাকের ক্বসম যাহার কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, যদি আমি তাহাকে ধরিতে পারি তবে কামড়াইয়া তাহার নাক কাটিয়া ফেলিব। আর যদি তাহার ঘাড় ধরিতে পারি তবে তাহা মটকাইয়া দিব। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি যে, বনি ফেহের গোত্রের মেয়েরা নিতম্ব দোলাইয়া 'খাযরাজ'এর তওয়াফ করিতেছে। উহারা মুশরিক। তক্বদীরকে অবিশ্বাস করা এই উম্মতের প্রথম শিরক। সেই যাতে পাকের ক্বসম, যাহার হাতে আমার জান, তাহারা আল্লাহকে অমঙ্গল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে মনে করিবে। তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা একদিন এই পর্যায়ে পৌঁছিবে যে, তাহারা আল্লাহকে মঙ্গল সৃষ্টি হইতেও বাদ দিয়া দিবে। (আহমাদ)

তকদীরে অবিশ্বাসীদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে

আতা ইবনে আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট আসিলাম। তিনি যমযমের পানি উঠাইতেছিলেন। তাহার কাপড় নীচের অংশ ভিজিয়া গিয়াছিল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, তক্বদীর সম্পর্কে সমালোচনা হইতেছে। তিনি বলিলেন, সত্যই কি তাহারা সমালোচনা করিতেছে? বলিলাম, হাঁ, তিনি বলিলেন, খোদার ক্বসম, ইহাদেরই সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে।

ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

অর্থ ঃ তখন তাহাদিগকে বলা হইবে দোযখের স্পর্শ আস্বাদন কর। আমি প্রত্যেক বস্তুকে (এক নির্দিষ্ট) পরিমাণ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছি।

(সূরা কমর ঃ ৪৮–৪৯)

ইহারাই এই উম্মতের সর্বনিকৃষ্ট লোক। ইহাদের রুগীকে দেখিতে যাইও না, ইহাদের মুর্দার জানাযা পড়িও না। আমি যদি ইহাদের কাহাকেও দেখিতে পাই তবে আমার এই দুই আঙ্গুল দ্বারা তাহার চক্ষু উপড়াইয়া দিব। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয়, তক্বদীর অবিশ্বাসীদের কাহাকেও পাই আর তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দেই। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, কেন? তিনি বলিলেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা লওহে মাহ্ফুজকে সাদা মতির দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। উহার উভয় প্রচ্ছদ লাল ইয়াকুত দ্বারা প্রস্তুত। উহার কলম নূরের, উহার লেখাও নূর এবং উহার প্রশস্ততা আসমান যমীন সমতুল্য। তিনি প্রত্যহ উহার প্রতি তিনশত ষাট বার দৃষ্টিপাত করেন। প্রতি দৃষ্টিতে (অসংখ্য) জীবন দান করেন, মৃত্যু দান করেন, ইজ্জত দান করেন ও যিল্লাত দান করেন। এবং যাহা ইচ্ছা করেন। (আবু নুআঈম)

নাফে' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর শাম দেশীয় এক বন্ধু তাঁহার নিকট চিঠিপত্র লিখিত। একবার হযরত আবদুল্লাহ তাহাকে লিখিলেন, আমি সংবাদ পাইয়াছি, তুমি তক্বদীর সম্পর্কে সমালোচনা কর। খবরদার! তুমি আমার নিকট পত্র লিখিবে না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, অতিসত্বর আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোক পয়দা হইবে যাহারা তক্বদীরকে অবিশ্বাস করিবে।

হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি

নাযাল ইবনে সাবরাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আলী (রাঃ)কে বলা হইল, আমীরুল মুমিনীন! এইখানে একদল লোক আছে যাহারা বলে, কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে আল্লাহ্ পাক জানেন না, কি ঘটিবে? তিনি বলিলেন, তাহাদের মা তাহাদিগকে হারাক— তাহারা কোথা হইতে এই কথা বলিতেছে? বলা হইল, তাহারা কুরআনের এই আয়াত হইতে এই অর্থ বাহির করিতেছে।

www.BANGLAKITAB.com

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ

অর্থ ঃ 'আমরা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিব যেন জানিতে পারি কাহারা মুজাহিদ ও কাহারা সবরকারী এবং তোমাদের অবস্থা যাচাই করিব।'

হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, অজ্ঞ লোকেরা ধ্বংস হইয়াছে। অতঃপর মিম্বরে উঠিয়া হামদ ও সানা পড়িয়া বলিলেন, হে লোক সকল, এল্‌ম হাসেল কর, উহার উপর আমল কর ও অপরকে উহা শিক্ষা দাও। যদি কাহারো নিকট আল্লাহ্ পাকের কিতাবের কোন জায়গার অর্থ কঠিন মনে হয় তবে সে যেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয়। আমি সংবাদ পাইয়াছি কুরআনের এই আয়াত—

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ

এর কারণে কিছু লোক বলিতেছে যে, কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে আল্লাহ্ পাক জানেন না যে, কী ঘটিবে। অথচ আল্লাহ্‌র কালামে حَتّٰى نَعْلَمَ এর অর্থ হইল আল্লাহ বলিতেছেন যে, যেন প্রকাশ্যভাবে আমরা ইহা দেখিয়া লই যে, যাহাদের জন্য জিহাদ ও সবর লেখা হইয়াছে তাহারা জিহাদ ও সবর করিয়াছে এবং যাহা লিখিয়া দিয়াছি তাহা পূর্ণ করিয়াছে। (কান্য)

তাওয়াক্কুলের বর্ণনায় হযরত আলী (রাঃ)এর উক্তি আলোচিত হইয়াছে যে, যমীনে যাহা কিছু ঘটে সবই আসমানে ফয়সালা হইয়া থাকে। এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত রহিয়াছে, যাহারা তাহার উপর হইতে বিপদ আপদ দূর করিতে থাকে ও তাহাকে হেফাজত করিতে থাকে, যতক্ষণ না তক্‌দীর উপস্থিত হয়। যখন তক্‌দীরের লিখন উপস্থিত হয় তখন তাহারা তক্‌দীর ও উক্ত ব্যক্তির মধ্য হইতে সরিয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে আমার উপর মজবুত ঢাল রহিয়াছে। যখন আমার সময় আসিবে তখন উহা আমার উপর হইতে সরিয়া যাইবে। ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পাইবে না যে এই কথার উপর বিশ্বাস না রাখিবে যে, যে বিপদ তাহার উপর আসিয়াছে উহা কখনো ভুল হইবার ছিল না। আর যাহা আসে নাই তাহা কখনো আসিবার ছিল না।

হযরত ওমর (রাঃ)এর কবিতা আবৃত্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) প্রায়ই মিম্বরে খোতবা দিবার সময় এই কবিতা পড়িতেন—

خَفِّضْ عَلَيْكَ فَاِنَّ الْاُمُوْرَ بِكَفِّ الْاِلٰهِ مَقَادِيْرُهَا

فَلَيْسَ يَأْتِيْكَ مَنْهِيُّهَا وَلَا قَاصِرٌ عَنْكَ مَأْمُوْرُهَا

অর্থ ঃ নিজেকে সহজ কর, কারণ সর্ব বিষয়ের তক্‌দীর আল্লাহ্‌র হাতে। তিনি যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা তোমার নিকট আসিবে না এবং তিনি যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা তোমার নিকট না আসিয়া পারিবে না। (বাইহাকী)

কেয়ামতের আলামতের প্রতি ঈমান

শিঙ্গা ফুঁক সম্পর্কে হাদীস

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ

অর্থ ঃ যখন শিঙ্গায় ফুক দেওয়া হইবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কী করিয়া আয়েশ করিতে পারি অথচ শিঙ্গাওয়ালা শিঙ্গা মুখে লাগাইয়া ফেলিয়াছে এবং মাথা ঝুঁকাইয়া অপেক্ষা করিতেছে কখন হুকুম হইবে, আর সে ফুঁ দিবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কী বলিব? তিনি বলিলেন বল—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا :

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, সাহাবাদের উপর ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমরা কী করিব? তিনি বলিলেন,

WWW.BANGLAKITAB.COM

তোমরা বল—

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ :

দাজ্জাল সম্পর্কে হযরত সাওদা (রাঃ)এর ভয়

মেয়েদের সহিত আচার-ব্যবহারের বর্ণনায় হযরত হাফসা ও সাওদা (রাঃ)এর ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ) সাওদা (রাঃ)কে বলিলেন, হে সাওদা, কানা দাজ্জাল বাহির হইয়াছে। তিনি বলিলেন, সত্য নাকি? সাওদা (রাঃ) ভীষণ ঘাবড়াইয়া গেলেন ও কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমি কোথায় লুকাইব? হযরত হাফসা (রাঃ) বলিলেন, ঐ ঘরে লুকাইয়া যাও। তাহাকে একটি খেজুর পাতার ঘর দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাইয়া সেই ঘরের ভিতর লুকাইয়া পড়িলেন। ঘরটি ময়লা ও মাকড়সার জাল ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। এই হাদীসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাইয়া দেখিলেন, হযরত সাওদা (রাঃ) কাঁপিতেছেন। বলিলেন, হে সাওদা, তোমার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কানা দাজ্জাল বাহির হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, বাহির হয় নাই, তবে অবশ্যই বাহির হইবে। বাহির হয় নাই, তবে অবশ্যই বাহির হইবে। তারপর তাহাকে বাহির করিয়া আনিলেন ও তাহার শরীর হইতে ধুলাবালি ও মাকড়সার জাল ইত্যাদি ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

হযরত আবু বকর ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর উক্তি

সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেব (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইরাকে কি খোরাসান নামে কোন জায়গা আছে? লোকেরা বলিল, হাঁ আছে। তিনি বলিলেন, সেইখান হইতে দাজ্জাল বাহির হইবে। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, ইহুদীদের মারও মহল্লা হইতে দাজ্জাল বাহির হইবে। (কান্য)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু মুলাইকা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন সকাল বেলা

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন, আমার সারা রাত্রি ঘুম হয় নাই। আমি বলিলাম, কেন? তিনি বলিলেন, লোকেরা বলিয়াছে লেজযুক্ত তারকা বাহির হইয়াছে, তাই আমার ভয় হইল, (কেয়ামতের) সেই ধোঁয়া হয়ত আসিয়া পড়িয়াছে। এইজন্য আমার সারারাত্রি সকাল পর্যন্ত ঘুম হয় নাই। অপর রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলিলেন, আমার ভয় হইল, দাজ্জাল বাহির হইল কি না! (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

কবর ও বারযাখে যাহা হইবে উহার প্রতি ঈমান

মৃত্যুশয্যায় হযরত আবু বকর (রাঃ)এর উক্তি

ওবাদাহ ইবনে নাসি (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর ওফাতের সময় হইল তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলিলেন, আমার এই দুইটি কাপড় ধুইয়া দাও। এবং এই কাপড়েই আমাকে কাফন দিও। কারণ তোমার পিতা দুই ব্যক্তির মধ্যে যে কোন একজন হইবে। হয় তাহাকে উত্তম কাপড় পরিধান করানো হইবে, না হয় অত্যন্ত খারাপ ভাবে তাহার কাপড় ছিনাইয়া নেওয়া হইবে। (মুনতাখাব)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন আবু বকর (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় হইল, তখন আমি বলিলাম—

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتٰى اِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

অর্থ ঃ তোমার জীবনের কসম, জওয়ানের মাল দৌলত কোন কাজে আসিবে না যেদিন প্রাণ ছটফট করিবে এবং বুকে দম আটকাইয়া আসিবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, হে আমার বেটি, এমনভাবে বলিও না, বরং বল—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

অর্থ ঃ সত্যকার মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে, যে মৃত্যু হইতে তুমি পলায়ন করিতে। তারপর বলিলেন, আমার এই দুইখানা কাপড় দেখ, উহা

www.BANGLAKITAB.com

ধুইয়া লও এবং আমাকে উহা দ্বারা কাফন দিবে। কারণ নতুন কাপড়ের প্রয়োজন মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিত ব্যক্তিরই বেশী। আর কাফন তো নষ্ট হইবার জন্যই। অন্য রেওয়ায়াতে আছে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর রোগ যন্ত্রণা বাড়িয়া গেল আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, তখন আমি বলিলাম—

مَنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنِّعًا ؛ فَإِنَّهُ مِنْ دَمْعِهِ مَدْفُوف

অর্থ ঃ যাহার অশ্রু রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে একদিন সে অশ্রুসিক্ত হইবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে বলিলেন, হে বেটি যেমন বলিয়াছ তেমন নহে বরং বল—

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ

অর্থ ঃ আর মৃত্যুকষ্ট প্রকৃতপক্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইহা সেই বস্তু যাহাকে তুমি এড়াইয়া চলিতে।

অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ কোন্ দিন? বলিলাম, সোমবার। বলিলেন, আমি আল্লাহর নিকট আশা করি আজ রাত্রিতেই আমার মৃত্যু হইবে। এবং মঙ্গলবার রাত্রিতেই ইন্তেকাল করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কয়টি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হইয়াছিল? আমি বলিলাম, তিনটি সাদা ও নতুন সহুলী কাপড় দ্বারা তাঁহাকে কাফন দেওয়া হইয়াছিল। যাহার মধ্যে কামিস ও পাগড়ি ছিল না। তিনি বলিলেন, আমার এই কাপড়টি ধুইয়া দাও। উহাতে জাফরানের দাগ লাগিয়াছিল। এবং বলিলেন, এই কাপড়ের সহিত দুইটি নতুন কাপড় দিয়া দিও। আমি বলিলাম, ইহাত পুরানা হইয়া গিয়াছে। বলিলেন, মুর্দা অপেক্ষা জিন্দারই নতুন কাপড়ের প্রয়োজন বেশী। উহা তো নষ্ট হইবার জন্যই। অন্য রেওয়ায়াতে আছে বলিলেন, উহা তো পূঁজযুক্ত হইবে ও পচিয়া যাইবে। (মুনতাখাব)

মৃত্যুশয্যায় হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

ইয়াহইয়া ইবনে আবি রাশেদ নাসরী (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ)এর যখন ইন্তেকালের সময় হইল তিনি নিজের ছেলেকে বলিলেন, হে আমার বেটা, যখন আমার মৃত্যুর সময় সন্নিকট হইবে তখন আমাকে কেবলার দিকে ফিরাইয়া দিও। তোমার হাঁটু দ্বারা আমার পিঠে ঠেস দিও এবং তোমার ডান হাত আমার কপালের উপর ও বাম হাত থুতনির নীচে রাখিও। যখন আমার মৃত্যু হইয়া যাইবে তখন চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া দিও। আমাকে মধ্যম ধরনের কাফন দিও। কারণ যদি আমার জন্য আল্লাহর নিকট মঙ্গল লেখা থাকে তবে উত্তম কাফন দ্বারা উহা বদলাইয়া দেওয়া হইবে। আর যদি বিপরীত হইয়া থাকে তবে অতিশীঘ্র উহা ছিনাইয়া লওয়া হইবে। আমার কবর মধ্যম ধরনের খনন করিও। কারণ যদি আল্লাহর নিকট আমার জন্য মঙ্গল লেখা থাকে তবে উহা আমার জন্য দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে, অন্যথায় আমার উপর উহা এত সংকীর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে যে, পাঁজরের হাড়গুলি একটি অপরটির মধ্যে ঢুকিয়া যাইবে। আমার জানাযার সহিত কোন মেয়েলোককে বাহির করিবে না। আমার এমন প্রশংসা করিও না যাহা আমার মধ্যে নাই। কারণ আল্লাহ পাকই আমার সম্পর্কে ভাল জানেন। যখন আমার জানাযা বাহির করিবে তখন তাড়াতাড়ি চলিবে। কারণ যদি আল্লাহর নিকট আমার জন্য মঙ্গল লেখা থাকে তবে আমার জন্য যাহা উত্তম উহার দিকে তোমরা আমাকে পৌঁছাইয়া দিলে। আর না হয় তোমরা এক আপদ যাহা বহন করিয়া ফিরিতে ছিলে, ঘাড় হইতে ফেলিয়া দিলে। (ইবনে সা'দ)

মঙ্গলাকাঙ্খী উপযুক্ত ব্যক্তিদের উপর পরামর্শের ভার ন্যাস্ত করিবার অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যু সন্নিকট, তখন বলিলেন, এখন যদি আমি সমস্ত দুনিয়ার সম্পদ লাভ করিতাম তবে উহার বিনিময়ে হইলেও আগত ভয়ানক পরিস্থিতি হইতে মুক্তি লাভ করিতাম। অতঃপর নিজের ছেলেকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ আমার গণ্ডদ্বয় যমীনের সহিত লাগাইয়া দাও। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, আমি তাঁহার গণ্ডদ্বয় আমার উরু হইতে নামাইয়া হাঁটুর নিম্নাংশের উপর

WWW.BANGLAKITAB.COM

রাখিলাম। তিনি আবার বলিলেন, আমার গণ্ডদ্বয় যমীনের সহিত মিলাইয়া দাও।

অতঃপর নিজেই দাড়ি ও মাথা এলাইয়া দিলেন এবং মাটির উপর পড়িয়া গেলেন। তারপর বলিলেন, হে ওমর, তোমার ও তোমার মায়ের জন্য ধ্বংস, যদি আল্লাহ পাক তোমাকে মাফ না করেন। ইহার পর তিনি ইন্তেকাল করিলেন। তাহার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হউক।

কবরের সম্মুখে হযরত ওসমান (রাঃ)এর কান্না

সাহাবাদের কান্নাকাটির অধ্যায়ে হানী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন কোন কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইতেন এত কাঁদিতেন যে, তাহার দাড়ি ভিজিয়া যাইত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি বেহেশত দোযখের আলোচনায় এত কাঁদেন, না কবরের আলোচনায় এত কাঁদেন কেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কবর আখেরাতের প্রথম মনযিল। যদি উহা হইতে কেহ নাজাত পাইয়া যায় তবে পরবর্তী মনযিল তাহার জন্য উহা হইতে সহজ হইবে। আর যদি এইখানে কেহ নাজাত না পায় তবে পরবর্তী মনযিল তাহার জন্য আরও কঠিন হইবে।

মৃত্যুশয্যায় হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর উক্তি

খালেদ ইবনে রাবী' (রহঃ) বলেন, যখন হযরত হোযাইফা (রাঃ) অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তাহার আত্মীয়-স্বজন ও আনসারগণ জানিতে পারিয়া রাত্রিতে অথবা সকাল বেলা তাহার নিকট আসিলেন। তিনি বলিলেন, এখন কোন্ সময়? তাঁহারা বলিলেন, রাত্রি অথবা বলিলেন, সকাল। তিনি বলিলেন, আমি দোযখগামী সকাল হইতে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা আমার কাফন আনিয়াছ? আমরা বলিলাম হাঁ। তিনি বলিলেন, তোমরা কাফনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না। কারণ যদি আল্লাহর নিকট আমার জন্য মঙ্গল নির্দিষ্ট হইয়া থাকে তবে উহা উত্তম কাফন দ্বারা বদলাইয়া দেওয়া হইবে। অন্যথায় অতিসত্বর উহা

ছিনাইয়া লওয়া হইবে। (বুখারী-আদব)

আবু ওয়ায়েল (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ)এর অসুস্থতা বাড়িয়া গেলে বানু আবস গোত্রের কিছু লোক তাহার নিকট আসিল। তন্মধ্যে খালেদ ইবনে রাবী' (রহঃ) আমাকে বলিয়াছেন যে, আমরা রাত্রিতে তাঁহার নিকট আসিলাম। তিনি তখন মাদায়েনে ছিলেন। অপর রেওয়ায়াতে আছে, সিলা ইবনে যুফার (রহঃ) বলেন, হযরত হোযাইফা (রাঃ) আমাকে ও আবু মাসউদকে তাঁহার জন্য কাফন কিনিতে পাঠাইলেন। আমরা তাঁহার জন্য তিনশত দেরহামে একখানা ডোরা কাটা চাদর লইয়া আসিলাম। তিনি বলিলেন, তোমরা কেমন কাপড় কিনিয়াছ, আমাকে দেখাও। আমরা তাঁহাকে দেখাইলাম। দেখিয়া বলিলেন, ইহা আমার কাফন হইবে না। আমার জন্য তো কামিস ছাড়া দুইখানা সাদা চাদরই যথেষ্ট। কারণ অতিশীঘ্রই উহা উত্তম অথবা নিকৃষ্ট কাপড় দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং আমরা তাঁহার জন্য সাদা দুইখানা চাদর কিনিয়া আনিলাম।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি কাপড় দেখিয়া বলিলেন, তোমরা ইহা দ্বারা কি করিবে? তোমাদের সাথী যদি নেককার হয় তবে আল্লাহ তায়ালা উহা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। অন্যথায় তাহাকে কবরের কোণায় কেয়ামত পর্যন্ত ফেলিয়া রাখিবেন।

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, অন্যথায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা উহা তাহার মুখের উপর ছুড়িয়া মারিবেন। (আবু নুআঈম)

মৃত্যুর সময় হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর উক্তি

যাহ্হাক ইবনে আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) তাহার মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে নিজের গোলামদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, যাও, কবর খনন কর। কবর প্রশস্ত ও গভীর করিবে। তাহারা আসিয়া বলিল, আমরা কবর খনন করিয়াছি, উহা প্রশস্ত ও গভীর করিয়াছি। অতঃপর তিনি বলিলেন, খোদার কসম, উহা দুই ঠিকানার একটি হইবে। হয় কবর আমার জন্য এত প্রশস্ত করিয়া দেওয়া হইবে যে, উহার প্রত্যেক কোন চল্লিশ হাত হইবে। তারপর আমার জন্য বেহেশতের দরজা খুলিয়া দেওয়া

www.BANGLAKITAB.com

হইবে। আমি আমার বেহেশতী স্ত্রীগণ, আমার ঘরবাড়ী ও যাহা কিছু সম্মান ইত্যাদি আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা দেখিতে থাকিব। অতঃপর আমি আমার (তথাকার) বাড়ীর পথ সম্পর্কে অদ্যকার এই বাড়ীর পথ অপেক্ষা অধিক পরিচিত হইব। এইরূপে আমি বেহেশতের বাতাস ও আরাম কেয়ামত পর্যন্ত ভোগ করিতে থাকিব। আর যদি তাহা না হয়, আমি আল্লাহর নিকট উহা হইতে পানাহ চাহিতেছি, তবে আমার জন্য কবর বর্শার নিম্নের লোহা অপেক্ষা অধিক সংকীর্ণ হইয়া যাইবে। আমার জন্য দোযখের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইবে। আমি আমার শিকল, লৌহ বন্ধনী ও সঙ্গীগণকে দেখিতে থাকিব। অতঃপর আমি আমার দোযখের ঠিকানা সম্পর্কে আমার অদ্যকার বাড়ী হইতে অধিক পরিচিত হইব। এইভাবে আমি কেয়ামত পর্যন্ত দোযখের গরম বাতাস ও গরম পানির কষ্ট ভোগ করিতে থাকিব। (আবু নুআঈম)

হযরত উসায়েদ (রাঃ)এর আকাঙ্খা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) উত্তম ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বলিতেন, যদি মৃত্যুর সময় আমি আমার তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় থাকি তবে আমি বেহেশতী। ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। (এক) যখন আমি কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করি অথবা শুনি। (দুই) যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোতবা শুনি। (তিন) যখন আমি কোন জানাযায় শরীক হই। কারণ যখন আমি কোন জানাযায় শরীক হই তখন আমার মনে সেই কথাই জাগে যাহা আমার সহিত করা হইবে। এবং সেখানকার কথাই চিন্তা করি যেখানে আমাকে যাইতে হইবে। (মুনতাখাব)

আখেরাতের প্রতি ঈমান

বেহেশতের বর্ণনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যখন আমরা আপনাকে দেখি আমাদের অন্তর বিগলিত হইয়া যায় এবং

আমরা আখেরাতের মানুষ হইয়া যাই। কিন্তু যখন আপনার নিকট হইতে পৃথক হই তখন দুনিয়া ভাল লাগিতে থাকে এবং স্ত্রী সন্তানাদির গন্ধ শুকিতে লাগিয়া যাই। (অর্থাৎ উহাদের প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ি।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার নিকট তোমাদের যে অবস্থা হয় যদি তোমরা সর্বদা সেই অবস্থায় থাকিতে তবে ফেরেশতাগণ নিজহাতে তোমাদের সহিত মোসাফাহা করিত এবং তোমাদের ঘরে ঘরে যাইয়া তোমাদের সহিত মোলাকাত করিত। আর যদি তোমরা গুনাহ না কর তবে আল্লাহ তায়ালা এমন জাতি পয়দা করিবেন যাহারা গুনাহ করিবে এবং মাফ চাহিবে যেন তিনি তাহাদিগকে মাফ করিতে পারেন। আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদিগকে বেহেশত সম্পর্কে বলুন, উহার প্রাসাদগুলি কেমন হইবে? তিনি বলিলেন, একটি ইট সোনার ও একটি রূপার এবং উহার মসলা সুবাসিত মেশ্‌ক হইবে। বেহেশতের কঙ্কর মুক্তা ও ইয়াকুত পাথর, এবং উহার মাটি জাফরান হইবে। যে উহাতে প্রবেশ করিবে সে বিলাসী জীবন লাভ করিবে, কখনও কষ্ট পাইবে না। অমর হইবে, কখনও মরিবে না। কাপড় পুরাতন হইবে না, যৌবন ক্ষয় হইবে না। তিন ব্যক্তি যাহাদের দোয়া রদ হয় না। (এক) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (দুই) রোজাদার যখন সে ইফতার করে। (তিন) অত্যাচারিতের দোয়া, যাহা মেঘের উপর উঠাইয়া লওয়া হয়, আসমানসমূহের দরজা উহার জন্য খুলিয়া দেওয়া হয় এবং পাকপরওয়ারদিগার বলেন, আমার ইজ্জতের কসম, আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করিব যদিও কিছু পরে হয়। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত ফাতেমা (রাঃ)এর ঘটনা

হযরত সুয়াইদ ইবনে গাফালা (রাঃ) বলেন, একবার হযরত আলী (রাঃ)এর ঘরে অনাহার শুরু হইল। তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)কে বলিলেন, তুমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাইয়া কিছু চাহিয়া আনিতে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া দরজায় করাঘাত করিলেন। সেখানে হযরত উম্মে আইমান (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইহা নিশ্চয়ই

www.BANGLAKITAB.com

ফাতেমার করাঘাত, সে আজ এমন সময় আসিয়াছে সাধারণতঃ যে সময় আসিতে সে অভ্যস্ত নহে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ফেরেশতাদের খাদ্য তো তাসবীহ–তাহলীল ও তাহমীদ, আমাদের খাদ্য কি? (অর্থাৎ আমাদের খাদ্যের ব্যবস্থা কি?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পাক সত্তার ক্বসম যিনি আমাকে হক্ব দিয়া পাঠাইয়াছেন, মুহাম্মাদ (সাঃ)এর পরিবারের ঘরেও ত্রিশ দিন যাবৎ আগুন জ্বলে নাই। তবে আমাদের নিকট কিছু বকরি আসিয়াছে। যদি চাহ, পাঁচটি বকরি তোমাকে দিতে বলি। আর যদি চাহ, তোমাকে এমন পাঁচটি কলেমা শিখাইয়া দিতে পারি যাহা জিবরাঈল (আঃ) আমাকে শিখাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, তবে সেই পাঁচটি কলেমাই শিখাইয়া দিন যাহা আপনাকে জিবরাঈল (আঃ) শিখাইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বল—

يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ ! يَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ ! يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيْنِ ! وَيَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

হযরত ফাতেমা (রাঃ) ফিরিয়া হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিলেন। তিনি বলিলেন, কি আনিয়াছ? বলিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে দুনিয়ার জন্য গিয়াছিলাম, কিন্তু আখেরাত লইয়া আসিয়াছি। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আজ তোমার জীবনের উত্তম দিন। (কান্য)

কোন্ জিনিস আখেরাত অর্জনে বাধা

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমরা হযরত আবু মূসা (রাঃ)এর সঙ্গে যাইতেছিলাম, তিনি কিছু লোককে বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলিতে শুনিলেন। তিনি বলিলেন, হে আনাস, এখানে আমার কি কাজ ? চল, আমরা আমাদের পরওয়ারদিগারকে স্মরণ করি। ইহারা তো মনে হইতেছে আপন জিহ্বা দ্বারা চামড়া ছিলিতেছে। অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আনাস, কোন জিনিস মানুষকে আখেরাত হইতে পিছনে ফেলিয়া রাখিয়াছে এবং

উহা অর্জনে বাধা দিতেছে? আমি বলিলাম, শাহ্ওয়াত অর্থাৎ কামনা–বাসনা ও শয়তান। তিনি বলিলেন, খোদার ক্বসম, ইহা নহে বরং দুনিয়া তাহাদিগকে অগ্রে দেওয়া হইয়াছে এবং আখেরাত তাহাদের জন্য পশ্চাতে রাখা হইয়াছে। যদি তাহারা আখেরাত দেখিয়া লইত তবে উহা হইতে সরিত না এবং দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকিত না। (আবু নুআঈম)

কেয়ামতের দিন যাহা ঘটিবে উহার প্রতি ঈমান

নাজাত সম্পর্কে একটি হাদীস

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে থাকাকালীন এই আয়াত নাযিল হয়—

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ..... وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْد

অর্থ ঃ হে মানবগণ ! তোমাদের রবকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন বড় ভীষণ ব্যাপার হইবে। যেদিন তোমরা উহা দেখিবে, সেইদিন (এমন অবস্থা হইবে যে,) সমস্ত স্তন্যদায়িনী তাহাদের স্তন্যপায়ীকে ভুলিয়া যাইবে এবং সকল গর্ভবতীরা তাহাদের গর্ভকে নিক্ষেপ করিবে। আর তুমি মানুষকে মাতালের ন্যায় দেখিতে পাইবে। অথচ তাহারা মাতাল হইবে না, বস্তুতঃ আল্লাহর আযাবই বড় কঠোর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি জান, উহা কোন্ দিন? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূলই ভাল জানেন। বলিলেন, উহা সেই দিন হইবে যেদিন আল্লাহ তায়ালা আদম (আঃ)কে বলিবেন, দোযখীদেরকে পৃথক কর। তিনি বলিলেবন, হে পরওয়ারদিগার কতজন? বলিবেন, নয়শত নিরানব্বই জন দোযখের জন্য, একজন বেহেশতের জন্য। (ইহা শুনিয়া) মুসলমানগণ কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করিতে থাক এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর। কারণ প্রত্যেক নবুওয়াতের পূর্বে জাহেলিয়াত

WWW.BANGLAKITAB.COM

ছিল। সুতরাং (নয়শত নিরানব্বই এর) সংখ্যা জাহেলিয়াত হইতে লওয়া হইবে যদি পূরণ হইয়া যায় তবে ভাল, না হয় মুনাফেকীন দ্বারা পূরণ করা হইবে। অন্যান্য উম্মতের তুলনায় তোমরা জানোয়ারের সম্মুখ পায়ের গ্রন্থির মত অথবা উটের পার্শ্বদেশে তিলের মত। অতঃপর বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা বেহেশতীদের এক চতুর্থাংশ হইবে। সাহাবা (রাঃ) তকবীর দিলেন। আবার বলিলেন, আমি আশা করি তোমরা বেহেশতীদের এক তৃতীয়াংশ হইবে। সাহাবা (রাঃ) তকবীর দিলেন। তারপর বলিলেন, আমি আশা করি বেহেশতীদের অর্ধেক তোমরা হইবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি দুই তৃতীয়াংশ বলিয়াছেন কি না আমার স্মরণ নাই। (তিরমিযী)

উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবু সায়ীদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে আদম! তিনি বলিবেন, 'লাব্বায়েকা রাব্বানা ও ছা'দায়েক'। তখন উচ্চস্বরে তাহাকে আওয়াজ দেওয়া হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে তোমার আওলাদ হইতে জাহান্নামীদের পৃথক করিবার আদেশ করিতেছেন। তিনি বলিবেন, জাহান্নামীর সংখ্যা কত? আল্লাহ বলিবেন, প্রতি হাজারে—আমার মনে হয় তিনি বলিয়াছেন, নয়শত নিরানব্বই জন। উহাই সেই সময়, যখন গর্ভবতী গর্ভ ফেলিয়া দিবে, বাচ্চা বুড়া হইয়া যাইবে। 'তুমি লোকদিগকে দেখিবে তাহারা যেন নেশাগ্রস্থ, অথচ তাহারা নেশাগ্রস্থ নহে, বরং আল্লাহ তায়ালার আযাব অত্যন্ত কঠিন হইবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাগুলি তাহাদের (সাহাবাদের) নিকট ভীষণ কঠিন মনে হইল। এবং তাহাদের চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, ইয়াজুজ মাজুজ হইতে নয়শত নিরানব্বই জন হইবে আর তোমাদের মধ্য হইতে একজন। তোমরা সকল মানুষের তুলনায় এমন যেমন সাদা ষাড়ের শরীরে কাল পশমের ছিটা অথবা কাল ষাড়ের শরীরে সাদা পশমের ছিটা। আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের একচতুর্থাংশ হইবে। ইহা শুনিয়া আমরা তাকবীর দিলাম। অতঃপর বলিলেন, তোমরা জান্নাতীদের একতৃতীয়াংশ হইবে। আমরা এবারও তাকবীর দিলাম। তারপর বলিলেন, আমি আশা

করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হইবে। আমরা আবার তাকবীর দিলাম। (বুখারী)

হযরত যুবায়ের (রাঃ)এর প্রশ্ন ও উহার জবাব

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত—

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ

অর্থ ঃ অতঃপর তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের রবের নিকট ঝগড়া করিবে।

নাযিল হইল, হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আবারও কি ঝগড়া বিবাদের উপস্থাপন হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ। হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, তবে তো কঠিন সমস্যা! এমনিভাবে ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, যখন এই আয়াত—

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

অর্থ ঃ 'অতঃপর সেদিন তোমরা নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে।'

নাযিল হইল, হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কোন্ নেয়ামত সম্পর্কে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হইবে? আমাদের নেয়ামত তো শুধু দুই কাল জিনিস—খেজুর আর পানি।

অপর এক রেওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, যখন এই আয়াত—

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ

অর্থ ঃ 'তুমিও মৃত্যুবরণ করিবে তাহারাও মরিবে, অতঃপর কেয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের রবের নিকট ঝগড়া করিবে।'

নাযিল হইল, হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের

www.BANGLAKITAB.com

বিশেষ বিশেষ গুনাহগুলি ছাড়াও দুনিয়াতে যে সকল ঝগড়া–বিবাদ আমাদের মধ্যে হইয়াছিল তাহাও কি আবার উত্থাপিত হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহা আবার উত্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেক হকদারকে তাহার পাওনা বুঝাইয়া দেওয়া হইবে।' হযরত যুবায়ের (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহর কসম! তবে তো বড় কঠিন সমস্যা হইবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর কান্না

কায়েস ইবনে আবী হাযেম (রাঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) অসুস্থাবস্থায় তাহার স্ত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিলেন। হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি কেন কাঁদিতেছ? স্ত্রী বলিলেন, আপনি কাঁদিতেছেন, তাই কাঁদিতেছি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) বলিলেন, আমি আল্লাহ তায়ালার এই কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই তোমরা প্রত্যেকেই দোযখে নামিবে।
আমি জানিনা, নামিবার পর আবার উহা হইতে মুক্তি পাইব কি না।
(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

মৃত্যুর সময় হযরত ওবাদাহ (রাঃ)এর আবেদন

ওবাদাহ ইবনে মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, হযরত ওবাদাহ ইবনে সামেত (রাঃ)–এর যখন মৃত্যু সন্নিকট হইল তখন তিনি বলিলেন, আমার গোলাম, খাদেম ও প্রতিবেশী এবং যাহারা আমার নিকট আসা যাওয়া করিত সকলকে একত্রিত কর। যখন সকলেই একত্রিত হইলেন, তিনি বলিলেন, আমার মনে হয় আজ আমার দুনিয়ার সর্বশেষ দিন ও আগামী রাত্রি আখেরাতের প্রথম রাত্রি হইবে। আমি জানিনা, হয়ত আমার হাত অথবা জিহ্বা দ্বারা তোমাদের কাহারও প্রতি আমার পক্ষ হইতে কোনপ্রকার জুলুম হইয়া থাকিবে ; সেই যাতে পাকের কসম যাহার হাতে আমার জান, কেয়ামতের দিন অবশ্যই

আমাকে উহার বদলা দিতে হইবে।

সুতরাং আমি তোমাদিগকে দৃঢ়চিত্তে বলিতেছি যে, যদি কাহারো মনে কোন কষ্ট থাকিয়া থাকে তবে সে যেন আমার মৃত্যুর পূর্বে উহার বদলা লইয়া লয়। তাহারা বলিলেন, না, বরং আপনি আমাদের পিতৃতুল্য এবং উস্তাদ ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে ওবাদাহ (রহঃ) বলেন, তিনি কখনও কোন খাদেমকে কটুবাক্য বলেন নাই। তারপর হযরত ওবাদাহ বলিলেন, তোমরা কি এ ব্যাপারে সবকিছু মাফ করিয়া দিয়াছ? তাহারা বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, আয় আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন। অতঃপর হযরত ওবাদা (রাঃ) বলিলেন, যখন তোমরা বদলা লইবে না তখন আমার ওসিয়ত স্মরণ রাখ, আমি কঠোরভাবে নিষেধ করিতেছি, 'তোমাদের মধ্যে কেহই আমার জন্য কাঁদিবে না। আমার জান বাহির হইবার পর তোমরা ভালভাবে অজু করিবে ও মসজিদে যাইয়া নামায পড়িয়া ওবাদার জন্য ও নিজের জন্য ইস্তেগফার করিবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

অর্থ ঃ 'তোমরা সবর ও নামাযের মাধ্যমে আমার সাহায্য প্রার্থনা কর।'

আমাকে তাড়াতাড়ি কবরের দিকে লইয়া যাইবে। আমার জানাযার পিছনে আগুন লইয়া চলিবে না। আমার নীচে অর্জুন রংয়ের কোন জিনিস রাখিবে না। (কান্য)

হযরত ওমর (রাঃ)এর আখেরাতে হিসাবের ভয়

বাইতুল মাল হইতে নিজের জন্য খরচ করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের বর্ণনায় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)এর উদ্দেশ্যে হযরত ওমর (রাঃ)এর কথা বর্ণিত হইয়াছে। একবার হযরত ওমর (রাঃ) তাঁহার নিকট চার হাজার দিরহাম করজ চাহিয়া পাঠাইলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহাকে বল, তিনি যেন এই পরিমাণ দেরহাম আপাততঃ বাইতুল মাল হইতে লইয়া পরে পরিশোধ করিয়া দেন।

www.BANGLAKITAB.com

ওমর (রাঃ)এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। অতঃপর হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)এর সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমিই কি বলিয়াছিলে বাইতুল মাল হইতে লইয়া লউক? তারপর মাল আসিবার পূর্বে আমার মৃত্যু হইলে বলিবে, আমীরুল মুমেনীন লইয়াছেন, ছাড়িয়া দাও। আর আমি কেয়ামতের দিন উহার জন্য ধরা পড়িব।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) ও হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর আখেরাতের ভয়

আল্লাহ ও তাঁহার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এলমের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়ার বর্ণনায় হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) সম্পর্কে হাদীস আসিতেছে যে, তিনি যখন কারী, ধনী ও আল্লাহর রাস্তায় শহীদ সম্বন্ধে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের ফয়সালার হাদীস শুনাইতেছিলেন তখন হঠাৎ সজোরে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তারপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেলেন। শফি আসবুহী (রহঃ) অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন, যেন পড়িয়া না যান। এমনিভাবে এই হাদীস শুনিয়া হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এত কাঁদিলেন যে, সকলে মনে করিল হয়ত মরিয়া যাইবেন।

শাফাআতের প্রতি ঈমান

শাফাআত সম্পর্কে একটি হাদীস

হযরত আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একবার সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য থামিলেন। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাহনের গায়ে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রের একাংশে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার বাহনের নিকট নাই। আমি আতঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ও আবু মুসা (রাঃ)কে দেখিলাম, তাঁহারাও আমার মত একই কারণে উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। আমরা খুঁজিতেছিলাম। ইতিমধ্যে ময়দানের অপর প্রান্ত হইতে যাঁতা ঘোরানোর শব্দের মত শব্দ

শুনিতে পাইলাম। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখিয়া আমাদের বৃত্তান্ত শুনাইলাম। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আজ রাত্রিতে আমার পরওয়ারদেগারের পক্ষ হইতে একজন আমার নিকট আসিয়াছেন এবং আমাকে শাফাআত অথবা আমার উম্মতের অর্ধেককে জান্নাতে দাখেল করিবেন, এই দুইয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছেন। আমি শাফাআত পছন্দ করিয়াছি।' আমি বলিলাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ ও আপনার সুহবতের কসম, আমাদেরকে অবশ্যই আপনার শাফাআতপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত রাখিবেন। তিনি বলিলেন, তোমরাও আমার শাফাআতপ্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইবে। আমরা তাঁহার সহিত ফিরিয়া চলিলাম। যখন লোকজনের নিকট পৌঁছিলাম, দেখিলাম, তাহারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে না পাইয়া আতঙ্কিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমার পরওয়ারদিগারের পক্ষ হইতে একজন আসিয়া আমাকে শাফাআত অথবা আমার উম্মতের মধ্য হইতে অর্ধেক জান্নাতে দাখেল করিবেন এই দুই জিনিসের একটি গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছেন, আমি শাফাআত পছন্দ করিয়াছি। তাহারা সকলে বলিল, আমরা আপনাকে আল্লাহ ও আপনার সুহবতের কসম দিতেছি, 'অবশ্যই আমাদিগকে আপনার শাফাআতপ্রাপ্তদের মধ্যে রাখিবেন।' তাহারা যখন খুবই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তখন তিনি বলিলেন, আমি উপস্থিত সকলকে সাক্ষী রাখিতেছি, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের যে কেহ শিরক ব্যতীত মরিবে, সেই আমার শাফাআত লাভ করিবে। (কান্য)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর জন্য একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবি আকীল (রাঃ) বলেন, আমি বনি সাকীফ দলের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমরা যখন দরজার নিকট উট বসাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তখন তিনি আমাদের নিকট সকল মানুষ অপেক্ষা ঘৃণিত ছিলেন, কিন্তু যখন বাহির হইলাম তখন তিনি আমাদের নিকট সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয় হইয়া গেলেন। আমাদের একজন বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহর নিকট সোলাইমান

WWW.BANGLAKITAB.COM

(আঃ)এর মত রাজত্ব কেন চাহিলেন না?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিলেন। অতঃপর বলিলেন, হয়ত তোমাদের সঙ্গী অর্থাৎ নবীর জন্য আল্লাহর নিকট সোলাইমান (আঃ)এর রাজত্ব অপেক্ষা উত্তম জিনিস রহিয়াছে। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার দিয়াছেন। কেহ উহা দ্বারা দুনিয়া চাহিয়াছেন, আল্লাহ তাঁহাকে দুনিয়া দিয়াছেন। আবার কেহ তাঁহার উম্মত যখন নাফরমানী করিয়াছে উহা দ্বারা উম্মতের জন্য বদদোয়া করিয়াছেন, পরিণামে উম্মত ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকেও বিশেষ দোয়ার অধিকার দান করিয়াছেন। আমি উহা কেয়ামতে আমার উম্মতের শাফাআতের জন্য আমার পরওয়ারদিগারের নিকট রক্ষিত রাখিয়াছি। (কান্য)

মন্দলোকদের জন্য শাফাআত

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আমি আমার উম্মতের মন্দ লোকদের জন্য অতি উত্তম ব্যক্তি।' মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি মন্দ লোকদের জন্য এইরূপ, তবে ভাল লোকদের জন্য কেমন? তিনি বলিলেন, আমার উম্মতের ভাল লোকেরা তাহাদের আমল দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আর খারাপ লোকেরা আমার শাফাআতের অপেক্ষায় থাকিবে। অবশ্য কেয়ামতের দিন শাফাআত আমার সকল উম্মতের জন্যই থাকিবে। কিন্তু যে আমার সাহাবা (রাঃ)দের দোষারোপ করিয়াছে সে বঞ্চিত থাকিবে।' (কান্য)

সর্বাধিক আশাজনক আয়াত

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,'আমি (কেয়ামতের দিন) আমার উম্মতের জন্য শাফাআত করিতে থাকিব। অতঃপর আমার পরওয়ারদিগার আমাকে ডাকিয়া বলিবেন, 'হে মুহাম্মদ, তুমি কি সন্তুষ্ট হইয়াছ?' আমি বলিব, 'হাঁ, সন্তুষ্ট হইয়াছি।' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, হে

ইরাকবাসী, তোমাদের ধারণা কুরআনে পাকের এই আয়াত—

يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

অর্থ ঃ 'হে আমার বান্দাগণ, যাহারা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ, তোমরা আল্লাহ তায়ালার রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ (অতীতের) সকল গুনাহ ক্ষমা করিবেন।'

সর্বাপেক্ষা বেশী আশাজনক। আমি বলিলাম, হাঁ, আমরা এমনই বলিয়া থাকি। তিনি বলিলেন, কিন্তু আমরা আহলে বাইতগণ বলি, আল্লাহর কিতাবের মধ্যে—

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

অর্থ ঃ 'আর অতিসত্বর আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে (এইরূপ বস্তু) দান করিবেন যে, আপনি (উহা পাইয়া) সন্তুষ্ট হইবেন।'

এই আয়াতই সর্বাপেক্ষা বেশী আশাজনক। আর ইহাই শাফাআত। (কান্য)

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ)এর হাদীস

হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একবার হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ)এর নিকট যাইয়া দেখিলেন, তাহার কাছে এক ব্যক্তি (হযরত আলী (রাঃ)এর প্রসঙ্গে) কথা বলিতেছে। তিনি বলিলেন, হে মুআবিয়া, আমাকে কি কথা বলিবার অনুমতি দিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ, তাহার ধারণা ছিল তিনি হয়ত পূর্ব ব্যক্তির মতই বলিবেন। কিন্তু হযরত বুরাইদাহ (রাঃ) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি,যমীনের বুকে যত পরিমাণ গাছ ও মাটির ডেলা আছে, আশা করি কেয়ামতের দিন তত পরিমাণ মানুষের আমি শাফাআত করিব। হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলিলেন, 'হে মুআবিয়া, আপনি সেই শাফাআতের আশা করেন, আর আলী (রাঃ) কি উহার আশা করেন না?' (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

www.BANGLAKITAB.com

শাফায়াত অস্বীকারকারীর জবাব

তল্‌ক ইবনে হাবিব (রহঃ) বলেন, আমি শাফাআতকে সর্বাপেক্ষা বেশী অস্বীকার করিতাম। একবার হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি আমার সাধ্যমত কতকগুলি আয়াত তাহাকে শুনাইয়া দিলাম, যাহাতে আল্লাহ পাক জাহান্নামীদের চিরকাল জাহান্নামে থাকার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিলেন, হে তল্‌ক! তুমি কি মনে করিতেছ যে, তুমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সম্পর্কে আমার অপেক্ষা বেশী জান? তুমি যাহাদের সম্পর্কে আয়াত পড়িয়াছ তাহারা তো মুশরিক, কিন্তু যাহারা শাফাআত লাভ করিবে তাহারা ঐ সকল লোক হইবে যাহারা গুনাহ করিয়াছে। তাহারা আযাব ভোগ করিবে। অতঃপর তাহাদিগকে জাহান্নাম হইতে বাহির করা হইবে। তারপর তিনি নিজের কানের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, আমার এই দুই কান যেন বধির হইয়া যায়, যদি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে না শুনিয়া থাকি। তিনি বলিয়াছেন, 'জাহান্নামে প্রবেশ করিবার পর তাহাদিগকে পুনরায় বাহির করা হইবে।" অথচ আমরাও তেমনই পড়ি যেমন তুমি পড়িয়াছ।

ইয়াযিদ ফকীর (রহঃ) বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ)এর নিকট বসিয়াছিলাম। তিনি হাদীস শুনাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, কিছু লোক জাহান্নাম হইতে বাহির হইবে। আমি সেই সময় উহা অস্বীকার করিতাম, সুতরাং আমি খুবই রাগান্বিত হইয়া বলিলাম, আমি লোকদের উপর আশ্চর্য হই না, কিন্তু হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা, তোমাদের উপর আশ্চর্য হই। তোমরা বলিতেছ, আল্লাহ তায়ালা কিছু লোককে জাহান্নাম হইতে বাহির করিবেন। অথচ আল্লাহ বলেন—

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا

অর্থ ঃ তাহারা জাহান্নাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে কিন্তু তাহারা তথা হইতে কখনও বাহির হইতে পারিবে না।

তাঁহার সঙ্গীগণ আমাকে ধমক দিয়া উঠিলেন, কিন্তু তিনি তাহাদের অপেক্ষা অধিক ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি বলিলেন, ছাড় লোকটিকে, উক্ত আয়াতে বর্ণিত কথাটি কাফেরদের জন্য। অতঃপর তিনি নিম্নের দুইটি আয়াত পড়িলেন—

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ..... وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ

অর্থ ঃ 'নিশ্চয়, যাহারা কুফর করিয়াছে যদি তাহাদের নিকট বিশ্বের সমস্ত দ্রব্য থাকে এবং উহার সহিত তৎপরিমাণ আরও হয়, যেন তাহারা উহা প্রদান করিয়া কেয়ামতের শাস্তি হইতে মুক্ত হইয়া যায়, তবুও এই দ্রব্যসমূহ কখনও তাহাদের নিকট হইতে কবুল করা হইবে না। এবং তাহাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হইবে। তাহারা ইহা কামনা করিবে যে, জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া যায় অথচ তাহারা উহা হইতে কখনও বাহির হইতে পারিবে না।' বস্তুতঃ তাহাদের শাস্তি চিরস্থায়ী হইবে।

এবং বলিলেন, 'তুমি কি কুরআন পড় না?' আমি বলিলাম, হাঁ, আমি তো হেফজ করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা কি বলেন নাই—

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

অর্থ ঃ আর রাত্রের কিছু অংশের মধ্যেও, অনন্তর উহাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন, যাহা আপনার জন্য অতিরিক্ত হইবে। অতিসত্বর আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে 'মাকামে মাহমুদে' স্থান দিবেন।

ইহাই সেই (শাফাআতের) মাকাম। আল্লাহ তায়ালা একদল লোককে তাহাদের গুনাহের কারণে যতদিন ইচ্ছা জাহান্নামে আটকাইয়া রাখিবেন। তাহাদের সহিত কোন কথা বলিবেন না। অতঃপর যখন তাহাদিগকে বাহির করিতে চাহিবেন বাহির করিয়া দিবেন। 'ইয়াযীদ' বলেন, এই ঘটনার পর আমি আর কখনও (শাফাআতের) অস্বীকার করি নাই।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

www.BANGLAKITAB.com

জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান

সাহাবা (রাঃ)এর ঈমান

হযরত হানযালা উসাইদী (রাঃ) যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহী লেখক ছিলেন—বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে এমনভাবে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা শুনাইলেন যে, উহার দৃশ্য যেন আমাদের চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল। অতঃপর আমি আমার পরিবার পরিজনের নিকট যাইয়া তাহাদের সহিত হাসিলাম, খেলিলাম। পরক্ষণেই পূর্বেকার অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আবার ঘর হইতে বাহির হইলাম। (পথিমধ্যে) হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সহিত দেখা হইলে বলিলাম, 'হে আবু বকর, আমি তো মুনাফেক হইয়া গিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'কি হইয়াছে?' আমি বলিলাম, 'আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থাকি এবং তিনি জান্নাত জাহান্নামের কথা শুনান, তখন উহার দৃশ্য স্পষ্ট চোখের সামনে ভাসিতে থাকে। আবার যখন তাঁহার নিকট হইতে বাহির হইয়া স্ত্রী–পুত্র ও কাজ–কারবারে লিপ্ত হই তখন সবকিছু ভুলিয়া যাই।' হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আমাদেরও তো এমনই হয়। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া উহা আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'হে হানযালাহ, আমার নিকট থাকাকালীন তোমাদের যে অবস্থা হয় যদি পরিবার পরিজনের নিকট থাকাকালীন তোমরা একই অবস্থায় থাকিতে, তবে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও রাস্তায় তোমাদের সহিত মুসাফাহা করিত। হে হানযালা! কখনও কখনও এমন অবস্থা হইয়া থাকে। (সর্বদা একই অবস্থা বিদ্যমান থাকে না)' (কানয)

বিনা হিসাবে জান্নাতে গমনকারী দল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, আমরা একবার রাত্রিবেলায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত কথাবার্তা বলিলাম। পরদিন সকালে আবার তাহার নিকট হাজির হইলে তিনি বলিলেন, 'আমার সম্মুখে সমস্ত নবী ও তাহাদের অনুসারীসহ উম্মতগণকে উপস্থিত করা হইয়াছে।

কোন নবী আমার সম্মুখ দিয়া এমনও অতিক্রম করিয়াছেন.....। কোন নবী ক্ষুদ্র এক জামাতের সহিত। কোন নবী তিনজনসহ, কোন নবী এমন যে, তাহার সহিত কেহই নাই। বর্ণনাকারী কাতাদাহ (রাঃ) এই স্থলে—

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন।

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে কি কোন সুবোধ লোক নাই?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অতঃপর হযরত মুসা ইবনে এমরান (আঃ) বনী ইসরাঈলের এক বিরাট জামাতের সহিত আমার সম্মুখ দিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি বলিলাম, 'আয় পরওয়ারদিগার ইনি কে? বলিলেন, 'ইনি আপনার ভাই মুসা ইবনে এমরান ও তাহার অনুসারী বনী ইসরাঈল।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমি বলিলাম, 'আয় পরওয়ারদিগার, আমার উম্মত কোথায়?' বলিলেন, 'আপনি আপনার ডান দিকে টিলার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। তিনি বলেন, আমি অনেক মানুষের চেহারা দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, 'আপনি কি সন্তুষ্ট হইয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'হাঁ আয় পরওয়ারদিগার, সন্তুষ্ট হইয়াছি?' আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, আপনি বাম দিকে দিগন্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি সেখানেও অনেক মানুষের চেহারা দেখিতে পাইলাম। আল্লাহ বলিলেন, আপনি কি সন্তুষ্ট হইয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, আয় পরওয়ারদিগার, আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।' আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ইহাদের সহিত আরও সত্তর হাজার এমনও রহিয়াছে যাহারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাইবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ওক্কাশাহ ইবনে মেহসান (রাঃ) দাড়াইলেন। বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন, তিনি একজন বদরী সাহাবী। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহর নবী! 'আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে উহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন।' তিনি বলিলেন, 'আয় আল্লাহ তাহাকে উহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন।' (ইহা দেখিয়া) অপর একজন দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে আল্লাহর নবী, দোয়া করুন যেন আল্লাহপাক আমাকেও উহাদের অন্তর্ভুক্ত

WWW.BANGLAKITAB.COM

করিয়া দিন।' তিনি বলিলেন, 'ওক্কাশাহ তোমার পূর্বে উহা লইয়া ফেলিয়াছে।' হযরত আবদুল্লাহ বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তোমাদের প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হউক। যদি পার তবে তোমরা সত্তরের দলভুক্ত হইয়া যাইও নতুবা ঐ টিলাওয়ালাদের, না হয় (অন্ততপক্ষে) দিগন্তওয়ালাদের অন্তর্ভুক্ত থাকিও। কারণ আমি অনেক লোককে দেখিয়াছি, তাহাদের অবস্থা ভাল নহে।' তারপর বলিলেন, 'আমি আশা করি জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ তোমরা হইবে।' হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আমরা তকবীর দিলাম।' আবার বলিলেন, 'আমি আশা করি এক তৃতীয়াংশ তোমরা হইবে।' আমরা আবার তকবীর দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আমি আশা করি জান্নাতীদের অর্ধেক তোমরা হইবে। আবদুল্লাহ(রাঃ) বলেন, আমরা তকবীর দিলাম।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

অর্থ ঃ তাহাদের একটি বৃহৎ দল পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে হইবে। আর একটি বৃহৎ দল পরবর্তীদের মধ্য হইতে হইবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'সত্তর হাজার কাহারা হইবে আমরা এই সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিলাম।' এবং বলিলাম, যাহারা ইসলামের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং শির্ক করে নাই তাহারাই হইবে। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, 'তাহা নহে, বরং উহারাই হইবে যাহারা শরীরে দাগ দেয় নাই, মন্ত্রের পিছনে পড়ে নাই ও অশুভ লক্ষণের প্রতি বিশ্বাস রাখে নাই, বরং আল্লাহর উপর ভরসা করিয়াছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

জান্নাতের গাছ

সালীম ইবনে আমের (রহঃ) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিতেন, আল্লাহ তায়ালা বেদুঈনদের ও তাহাদের প্রশ্নাদির দ্বারা আমাদিগকে উপকৃত

করিতেন। একবার এক বেদুঈন আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে এমন এক গাছের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা মানুষকে কষ্ট দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'উহা কি?' সে বলিল, 'কুলগাছ, উহাতে কষ্টদায়ক কাঁটা রহিয়াছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা কি সিদ্‌রিম মাখ্‌দুদ অর্থাৎ কাঁটাবিহীন কুলগাছ বলেন নাই?' আল্লাহ তায়ালা উহার কাঁটাকে মিটাইয়া দিয়াছেন এবং প্রতিটি কাঁটার জায়গায় ফল লাগাইয়া দিয়াছেন। উহা ফল দিবে এবং প্রত্যেক ফলের ভিতর বাহাত্তর প্রকারের স্বাদ হইবে। প্রত্যেক স্বাদ অপর স্বাদ হইতে ভিন্নরূপ হইবে।

ওতবা ইবনে আব্‌দ সুলামী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় একজন বেদুঈন আসিয়া বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনাকে জান্নাতে একগাছের কথা বলিতে শুনিয়াছি যাহা সর্বাধিক কাঁটাযুক্ত গাছ বলিয়া জানি। অর্থাৎ তাল্‌হ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা উহার প্রত্যেক কাঁটার জায়গায় মোটাতাজা ছাগলের বিচির ন্যায় বড় ফল পয়দা করিবেন। উহাতে সত্তর প্রকার স্বাদ থাকিবে।' যাহার প্রত্যেকটি অপরটি হইতে ভিন্নরূপ হইবে।

জান্নাতের ফল

হযরত ওতবা ইবনে আব্‌দ সুলামী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, একজন আরব বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাউজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং জান্নাতের কথাও আলোচনা করিল। অতঃপর সে বলিল, জান্নাতে কি ফল হইবে? তিনি বলিলেন, হাঁ, আর সেইখানে একটি গাছ হইবে যাহার নাম তূ'বা। তিনি আরও কিছু বলিলেন, কিন্তু আমি জানি না উহা কি? বেদুঈন জিজ্ঞাসা করিল, উহা আমাদের এলাকার কোন্ গাছের মত?' তিনি বলিলেন, 'তোমাদের এই এলাকার কোন গাছের সহিত উহার তুলনা হয় না।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি শাম দেশে গিয়াছ?' সে বলিল, 'না।' বলিলেন, উহা দেখিতে শাম দেশের একটি গাছের মত

www.BANGLAKITAB.com

যাহাকে 'জাওযাহ' বলা হয়। উহা এককাণ্ডের উপর দাঁড়ায় এবং উহার উপরাংশে পাতা বিস্তৃত থাকে। সে জিজ্ঞাসা করিল, উহার ছড়া কত বড় হইবে?' বলিলেন, 'ধূসর বর্ণের শক্তিশালী কাকের একমাস উড়িবার দূরত্ব পরিমাণ।' সে বলিল, উহার মূল কত বড় হইবে?' বলিলেন, 'যদি তোমার ঘরের তিন বৎসর বয়সের উটে চড়িয়া রওয়ানা হও তবে সেই উট বৃদ্ধ হইয়া তাহার ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গিয়া যাইবে কিন্তু উহার মূল ঘুরিয়া শেষ করিতে পারিবে না। সে বলিল, সেইখানে কি আঙ্গুর হইবে? বলিলেন, 'হাঁ'। বলিল, আঙ্গুর কত বড় হইবে? বলিলেন, 'তোমার পিতা কি কখনো পালের বড় ছাগলটি জবাই করিয়াছেন?' বলিল, 'হা'। বলিলেন, অতঃপর উহার চামড়া ছিলিয়া তোমার মাকে দিয়া বলিয়াছেন যে, উহা দ্বারা আমাদের জন্য বড় বালতি বানাইয়া নিও। বলিল, 'হাঁ'। তারপর বলিল, তবে তো এক আঙ্গুরের দ্বারা আমার ও আমার পরিবারের পেট ভরিয়া যাইবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ এবং তোমার খান্দানের অধিকাংশ লোকের পেট ভরিয়া যাইবে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

জান্নাতের বর্ণনা শুনিয়া একজন হাবশী ব্যক্তির মৃত্যু

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, হাবশা হইতে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, জিজ্ঞাসা কর ও জওয়াব বুঝিয়া লও। সে বলিল, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনারা চেহারা, রং ও নবুওয়াতের দরুন আমাদের অপেক্ষা উত্তম হইয়াছেন। আপনি যাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছেন ও যাহা আমল করিয়াছেন যদি আমিও তাহার প্রতি ঈমান আনি ও তাহা আমল করি তবে কি আমি আপনার সহিত জান্নাতে থাকিতে পারিব?' তিনি বলিলেন, 'হাঁ, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার জান, জান্নাতে কাল লোকের সৌন্দর্য এক হাজার বৎসরের দূরত্ব হইতে দেখা যাইবে। অতঃপর বলিলেন, যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলিবে তাহার জন্য আল্লাহর নিকট একটি ওয়াদা রহিল, আর যে ব্যক্তি সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহী বলিবে তাহার জন্য এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নেকী লেখা হইবে।' এক ব্যক্তি বলিল,

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, এতদসত্ত্বেও আমরা কি করিয়া ধ্বংস হইব?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'এক ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এত পরিমাণ আমল লইয়া আসিবে যে, যদি উহা পাহাড়ের উপর রাখা হয় তবে পাহাড়ের জন্যও তাহা ভারী বোধ হইবে। কিন্তু নেয়ামত অথবা বলিলেন, আল্লাহ পাকের নেয়ামতসমূহ উপস্থিত হইবে, তখন তাহার সমস্ত আমল নেয়ামতের মুকাবেলায় নিঃশেষ হইয়া যাইবে, যদি-না আল্লাহ তায়ালা আপন রহমতের দ্বারা তাহাকে ঢাকিয়া লন।

উক্ত বিষয়ের উপর সূরা দাহারের প্রথম হইতে পর্যন্ত নাযিল হইয়াছে। অতঃপর সেই হাবশী বলিলেন, আমার চক্ষু কি জান্নাতে উহাই দেখিবে যাহা আপনার চক্ষু দেখিবে? তিনি বলিলেন, 'হাঁ'। হাবশী কাঁদিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি দেখিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাহাকে কবরে নামাইতেছেন।

ইবনে যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা দাহার পড়িলেন। তাঁহার নিকট একজন কালো ব্যক্তি বসিয়াছিল। যখন তিনি জান্নাতের বর্ণনায় পৌঁছিলেন, সে একটি দীর্ঘশ্বাস লইল এবং তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, জান্নাতের আগ্রহ তোমাদের সাথীর (অথবা বলিলেন—তোমাদের ভাইয়ের) প্রাণবায়ু বাহির করিয়া দিয়াছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক হযরত ওমর (রাঃ)কে জান্নাতের সুসংবাদ দান

আবু মাতার (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আলী (রাঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, 'যখন আবু লু'লু' হযরত ওমর (রাঃ)কে জখম করিল, তখন আমি তাহার নিকট যাইয়া দেখিলাম, তিনি কাঁদিতেছেন। আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমেনীন, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, আসমানের খবর আমাকে কাঁদাইতেছে। জানি না,আমাকে কি জান্নাতের দিকে লইয়া যাওয়া হইবে না জাহান্নামের দিকে?' আমি বলিলাম, আপনি জান্নাতের সুসংবাদ নিন। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা

WWW.BANGLAKITAB.COM

এতবার বলিতে শুনিয়াছি যাহা আমি গণনা করিতে পারিব না যে, 'আবু বকর ও ওমর মধ্যবয়সী জান্নাতীদের সরদার। আল্লাহ পাক তাহাদিগকে সুখী করুন।' হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, হে আলী, তুমি কি আমার জান্নাতের সাক্ষী হইবে। আমি বলিলাম, 'হাঁ। তিনি বলিলেন, হে হাসান তুমিও তোমার পিতার কথার উপর সাক্ষী থাক যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন—ওমর জান্নাতী। (মুনতাখাব)

জান্নাতের কথায় হযরত ওমর (রাঃ)এর কান্না

হযরত ওমর (রাঃ)এর দুনিয়া ত্যাগ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কোন এক নিমন্ত্রণে তিনি বলিয়াছিলেন, 'এই উত্তম খাদ্য যদি আমাদের জন্য হয়, তবে গরীব মুসলমানগণ যাহারা মরিয়া গিয়াছেন অথচ যবের রুটিও পেট ভরিয়া খাইতে পান নাই তাহারা কি পাইলেন?' ওমর ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) বলিলেন, তাঁহাদের জন্য জান্নাত রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া হযরত ওমর (রাঃ)এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন, যদি এই সকল পার্থিব ধনসম্পদ আমাদের অংশ হয়, আর তাহারা জান্নাত লইয়া যায়, তবে তো আমাদের ও তাহাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য হইয়া গেল।

হযরত সা'দ (রাঃ)এর জান্নাতের প্রতি আশা

মুসআব ইবনে সা'দ (রহঃ) বলেন, আমার পিতার ইন্তেকালের সময় তাঁহার মাথা আমার কোলের উপর ছিল। আমার চোখে পানি আসিয়া গেল। তিনি আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'হে আমার বেটা! তুমি কেন কাঁদিতেছ?' আমি বলিলাম, 'আপনার পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য করিয়া ও আপনার এই অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতেছি।' তিনি বলিলেন, কাঁদিও না। আল্লাহ আমাকে কখনও আযাব দিবেন না বরং আমি জান্নাতী। আল্লাহ তায়ালা মুমেনীনদেরকে তাহাদের সকল নেক আমলের বদলা দান করিবেন, যাহা তাহারা আল্লাহর জন্য করিয়াছে। আর কাফেরদের ভাল আমলের কারণে আযাবকে হালকা করিয়া দিবেন। অতঃপর যখন তাহাদের নেক আমল শেষ হইয়া যাইবে তখন বলিবেন, প্রত্যেকে তাহাদের নেক আমলের প্রতিদান যেন ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে লইয়া লয় যাহাদের (মনতুষ্টির) উদ্দেশ্যে তাহারা আমল করিয়াছিল। (ইবনে সা'দ)

হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর আশঙ্কা

ইবনে শিমাসাহ মাহরী (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর নিকট তাহার ইন্তেকালের সময় হাজির হইলাম। তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া দীর্ঘ সময় যাবৎ কাঁদিতেছিলেন। তাঁহার ছেলে তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কাঁদিতেছেন কেন? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন-এমন সুসংবাদ দেন নাই? বলেন, তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কাঁদিতে থাকিলেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'তোমাদের হিসাব অনুযায়ী আমার জন্য সর্বোত্তম আমল হইল—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এর শাহাদাত। কিন্তু আমার জীবনে তিন যুগ কাটিয়াছে। একসময় আমার অবস্থা এই ছিল যে, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা ঘৃণিত আর কেহ ছিল না। নাগালে পাইলেই আমি তাহাকে কতল করিয়া দিব। ইহাই ছিল আমার একমাত্র কাম্য। ঐ সময় আমার মৃত্যু হইলে আমি জাহান্নামী হইতাম। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার অন্তরে ইসলামকে প্রবেশ করাইয়া দিলেন, আমি বাইআতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং বলিলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হাত দিন আমি বাইআত হইব। তিনি হাত বাড়াইলেন, কিন্তু আমি হাত গুটাইয়া নিলাম। তিনি বলিলেন, হে আমর! ব্যাপার কি? আমি বলিলাম, আমার কিছু শর্ত আছে। বলিলেন, কি শর্ত? বলিলাম, এই শর্ত যে, আমার গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হউক। বলিলেন, 'হে আমর, তুমি কি জাননা ইসলাম পূর্বের সকল গুনাহ মিটাইয়া দেয়। এবং হিজরত পূর্বেকার সকল গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। আর হজ্ব ও পূর্বের সকল গুনাহ মিটাইয়া দেয়।' আমার অবস্থা তখন এমন হইয়া গেল যে, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা অধিক প্রিয় আর কেহ ছিল না এবং আমার চোখে তাঁহার ন্যায় সম্মানিত আর কেহ ছিল না। যদি তুমি আমাকে তাহার আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর তবে আমি সঠিকভাবে বলিতে পারিব না। কারণ তাহার বুযুর্গির দরুন আমি কখনও তাঁহার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে পারি নাই। আমি যদি সেই অবস্থায় মরিয়া যাইতাম তবে জান্নাতী হইবার

www.BANGLAKITAB.com

আশা করিতাম। ইহার পর এমন অনেক কাজ করিয়াছি, উহা কেমন হইয়াছে আমার জানা নাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার কি অবস্থা হইবে জানিনা। মৃত্যুর পর আমার জানাযার সঙ্গে যেন কোন বিলাপকারিনী ও আগুন না থাকে। যখন তোমরা আমাকে দাফন করিবে তখন আমার উপর মাটি ধীরে ধীরে ফেলিবে। দাফন শেষ করিয়া আমার কবরের নিকট উট জবেহ করিয়া উহার গোশত বন্টন করা পরিমাণ সময় অপেক্ষা করিবে। যেন তোমাদের দ্বারা আমি একটু সাহস সঞ্চয় করিতে পারি ও আমার পরওয়ারদিগারের প্রেরিত ব্যক্তিদের আমি কি জওয়াব দিব, তাহা চিন্তা করিয়া লইতে পারি। (ইবনে সা'দ)

আবদুর রহমান ইবনে শিমাসাহ (রহঃ) বলেন, যখন হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ)এর ইন্তেকালের সময় হইল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ বলিলেন, 'আপনি কেন কাঁদিতেছেন? মৃত্যুর ভয়ে? তিনি বলিলেন, আল্লাহর কসম, সেজন্য নহে বরং মৃত্যুর পরের ব্যাপারে। আবদুল্লাহ বলিলেন, 'আপনি নেক কাজে জীবন কাটাইয়াছেন। এবং তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ লাভের ও তাঁহার শাম বিজয়ের কথা স্মরণ করাইতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'সর্বাপেক্ষা উত্তম জিনিসটি বলিলে না।' অর্থাৎ কালেমায়ে শাহাদাত। অন্য রেওয়ায়াতে আরও একটু বিস্তারিত বলা হইয়াছে যে, তারপর তিনি বলিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর কেহ আমার জন্য কাঁদিবে না, আমার জানাযার পিছনে কোন প্রশংসাকারী ও আগুন নিয়া চলিবে না। আমার লুঙ্গী শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিবে কারণ, আমি জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হইব। এবং আমার উপর আস্তে করিয়া মাটি ফেলিবে। কারণ, আমার ডান পাশ বামপাশ অপেক্ষা মাটির জন্য অধিক যোগ্য নহে। আমার কবরে কাঠ ও পাথর লাগাইবে না।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহার পর তিনি দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আয় আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে হুকুম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অমান্য করিয়াছি। আপনি নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিরত থাকি নাই। আপনার ক্ষমা ব্যতীত আমার কোনই উপায় নাই।

অন্য রেওয়ায়াতে আসিয়াছে যে, তিনি স্বহস্তে আপন গলা ধরিয়া মাথা

উঁচু করিলেন এবং বলিলেন, আয় আল্লাহ! আপনি ব্যতীত শক্তিশালী আর কেহ নাই যে, সাহায্য প্রার্থনা করিব। আপনি ব্যতীত নির্দোষ আর কেহ নাই যে, দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিব। আমি অস্বীকারকারী নহি, ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এইকথা বলিতে বলিতে তিনি ইন্তেকাল করিলেন। আল্লাহ তাঁহার উপর রাজী থাকুন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতের শেষে যাহাতে হযরত আমরের ওসিয়ত ও উল্লেখিত হইয়াছে—এইরূপ বলা হইয়াছে যে, তিনি বলিলেন, 'আয় আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে হুকুম করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহা অমান্য করিয়াছি, নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপেক্ষা করিয়াছি। আপনি ব্যতীত নির্দোষ আর কেহ নাই যে, সাহায্য প্রার্থনা করিব। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এই কথা বলিতে বলিতে ইন্তেকাল করিলেন। (আহমাদ, মুসলিম)

সাহাবা (রাঃ)দের পূর্ব বর্ণিত বিভিন্ন উক্তি

নুসরত ও মদদের বয়ানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদিগকে বলিলেন, 'তোমরা আমাদের প্রতি তোমাদের যে কর্তব্য ছিল তাহা আদায় করিয়া দিয়াছ। খাইবারে তোমাদের পাওনা অংশ যদি তোমরা লইতে চাহ এবং উহার ফলাদি তোমাদের ভাল লাগে তবে লইতে পার।' তাহারা বলিলেন, আমাদের উপর আপনার কিছু শর্ত ছিল এবং আপনার উপরও আমাদের একটি শর্ত ছিল, অর্থাৎ আমরা জান্নাত লাভ করিব। আমরা আমাদের পাওনা শর্তের আশায় আপনার আকাঙ্খিত শর্ত পুরা করিয়াছি।' তিনি বলিলেন, 'তবে তোমাদের প্রাপ্য তোমাদের জন্য রহিল।'

জেহাদের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধে সাহাবাগণকে জেহাদের জন্য উৎসাহ দিলেন তখন হযরত ওমায়ের ইবনে হুমাম (রাঃ) বলিলেন, বাহবা! বাহবা! ইহারা আমাকে কতল করা পর্যন্তই কি আমার জান্নাতে প্রবেশ করিতে দেরী? অতঃপর হাতের খেজুরগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন এবং তলওয়ার লইয়া দুশমনের

www.BANGLAKITAB.com

সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি বাহবা! বাহবা! কেন বলিয়াছ? বলিলেন, আল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শুধু জান্নাতবাসী হইবার আশায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমি জান্নাতী'। ইহার পর তিনি থলি হইতে খেজুর বাহির করিয়া খাইতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন, যদি আমি এই খেজুরগুলি খাওয়া পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি তবে তো উহা অনেক দীর্ঘ জীবন। তিনি বাকী খেজুরগুলি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন।

জেহাদের ময়দানে বর্শা ও তলওয়ারের আঘাত সহ্য করিবার বর্ণনায় হযরত আনাস ইবনে নযর (রাঃ)এর এই কথা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন 'বাহ! আমি ওহোদ প্রান্ত হইতে জান্নাতের খুশবু পাইতেছি। এই বলিয়া তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং শহীদ হইয়া গেলেন। অনুরূপ সাহাবাদের আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হইবার আগ্রহের বর্ণনায় হযরত সাদ ইবনে খাইসামা (রাঃ) সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনকে অবশ্যই বাড়ীতে থাকিতে হইবে।' তখন তিনি বলিলেন, 'যদি জান্নাত ব্যতীত অন্য কিছু হইত তবে আমি আপনাকে অগ্রাধিকার দিতাম। কিন্তু আমি এইপথে শাহাদাত কামনা করি।'

ওহোদের যুদ্ধে সা'দ ইবনে রাবী' (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে, যখন যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) তাঁহাকে বলিলেন, তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম জানাইয়াছেন এবং তোমার অবস্থা আমাকে জানাইতে বলিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইয়া দাও, আমার অবস্থা এই যে, আমি জান্নাতের খুশবু পাইতেছি। বীরে মা'উনার যুদ্ধে হযরত হারাম ইবনে মিলহাম (রাঃ)এর উক্তিও উল্লেখিত হইয়াছে যে, (মৃত্যুর পূর্বক্ষণে) তিনি বলিলেন, কাবার রবের কসম, আমি কামিয়াব হইয়া গিয়াছি—অর্থাৎ জান্নাত লাভ করিয়াছি।

হযরত আম্মার (রাঃ)এর বীরত্বের বর্ণনায় তাঁহার সম্পর্কে বর্ণিত

হইয়াছে,— তিনি বলিলেন, 'হে হাশেম, অগ্রসর হও। তলওয়ারের ছায়াতলে জান্নাত। আর বর্শার অগ্রভাগে মৃত্যু। জান্নাতের দরজা খুলিয়া গিয়াছে। ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরগণ সুসজ্জিত হইয়াছে। আজ প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (সঃ) ও তাঁহার দলের সহিত মিলিত হইব। অতঃপর তাঁহারা উভয়েই আক্রমণ করিলেন এবং শহীদ হইলেন। এইরূপভাবে তাঁহার এই কথাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, 'হে মুসলমানগণ, তোমরা কি জান্নাত হইতে পলায়ন করিতেছ? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসের। তোমরা কি জান্নাত হইতে পলায়ন করিতেছ? আমি আম্মার ইবনে ইয়াসের। আমার নিকট আস।

আমীর হইতে অস্বীকার করিবার বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, 'পূর্বে কখনও আমার মনে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ জাগে নাই কিন্তু যেদিন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) 'দুমাতুল জান্দাল' নামক জায়গায় বলিলেন, 'কাহারা এই আমীরী গ্রহণ করিতে লালায়িত ও ইহা পাইবার আশা করে?' সেইদিন মনে চাহিয়াছিল তাঁহাকে বলি যে, যাহারা তোমাকে ও তোমার পিতাকে পিটাইয়া ইসলামে দাখেল করিয়াছে তাহারা ইহার আশা করে।' কিন্তু জান্নাত ও উহার নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়া বিরত রহিলাম। অনুরূপভাবে হযরত সায়ীদ ইবনে আমের (রাঃ)এর সম্পর্কে পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি যখন সদকা করিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে বলিল, আপনার প্রতি আপনার পরিবারের হক রহিয়াছে, এবং আপনার শ্বশুরালয়েরও হক রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'আমি তাহাদিগকে প্রাধান্য দিব না এবং আমি কোন মানুষের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সেই সকল সুন্দর ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুর লাভের আশা ছাড়িতে পারিনা, যাহাদের একজনও যদি পৃথিবীতে উঁকি দেয় তবে সূর্য যেমন পৃথিবীকে আলোকিত করে তেমনি সমস্ত পৃথিবী আলোকজ্জ্বল হইয়া যাইবে।'

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি তাহার স্ত্রীকে বলিলেন, 'দাঁড়াও, আমার কতিপয় সহচর কিছুদিন পূর্বে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি সমস্ত দুনিয়ার বিনিময়েও তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতে চাহিনা। যদি তথাকার সুন্দরী রমণীগণের মধ্য হইতে কেহ আসমানে উঁকি দেয় তবে সমস্ত দুনিয়াবাসী আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া যাইবে। তাহাদের চেহারার জ্যোতি

www.BANGLAKITAB.com

চন্দ্র–সূর্যকেও ম্লান করিয়া দিবে। তাহাদের পরিধেয় ওড়না দুনিয়া ও দুনিয়াতে যাহা কিছু আছে সবকিছু অপেক্ষা উত্তম। তোমার জন্য তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা তাহাদের জন্য তোমাকে পরিত্যাগ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। এই কথা শুনিয়া তাহার স্ত্রী নিশ্চুপ হইয়া গেলেন এবং এই কথা মানিয়া নিলেন।

রোগ–শোকের সময় সবর করিবার বয়ানে একজন আনসারী মেয়েলোকের কথা বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, 'কোন্‌টি তোমার নিকট অধিক পছন্দনীয়—আমি তোমার জন্য দোয়া করিব তোমার রোগ ভাল হইয়া যাইবে, অথবা তুমি যদি সবর কর তবে তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইবে।' তিনি বলিলেন, না, আল্লাহর ক্বসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বরং সবরই করিব। তিনবার এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আল্লাহর ক্বসম, আমি কোন জিনিসকে জান্নাতের সমতুল্য মনে করি না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তিনি যখন অসুস্থ হইলেন, তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কী আশা করেন? তিনি উত্তর করিলেন, আমি জান্নাতের আশা করি।

সন্তানাদির মৃত্যুর উপর সবর করার বর্ণনায় হযরত উম্মে হারেসাহ (রাঃ)এর কথা বর্ণিত হইয়াছে যে, বদরের যুদ্ধে যখন তাঁহার পুত্র শহীদ হইলেন, তিনি বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে হারেসাহ-সম্পর্কে অবগত করুন। সে যদি জান্নাতবাসী হইয়া থাকে তবে আমি সবর করিব, অন্যথায় আল্লাহ পাক দেখিবেন আমি কি করি। অর্থাৎ বিলাপ করিব।' বিলাপ করা তখনও হারাম ছিল না।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সে জান্নাতবাসী হইয়া থাকে তবে আমি কাঁদিব না, এবং দুঃখও করিব না। আর যদি জাহান্নামী হইয়া থাকে তবে সারাজীবন কাঁদিতে থাকিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'হে উম্মে হারেসাহ! উহা একটি জান্নাত নহে বরং অনেক জান্নাতের মধ্য হইতে একটি জান্নাত। আর হারেস সর্বোচ্চ ফেরদাউসে স্থান পাইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি হাসিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, বাহবা, হে হারেস!

জাহান্নামের আলোচনায় হযরত আয়েশা (রাঃ)এর কান্না

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি একবার জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলাম, 'হে আয়েশা! তোমার কি হইয়াছে?' আমি বলিলাম, 'জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেছি। কেয়ামতের দিন আপনার পরিবারের কথা কি স্মরণ থাকিবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তবে তিন জায়গায় কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না। (এক) মিজানের নিকট; যতক্ষণ না সে জানিতে পারিবে যে, তাহার পাল্লা ভারী হইল কি হালকা হইল। (দুই) আমলনামা বিতরণের সময়, যতক্ষন না বলিবে যে, আস, আমার আমলনামা পড়িয়া দেখ, এবং যতক্ষণ না জানিতে পারে যে, তাহার আমলনামা ডান হাতে পড়িল না বা বামহাতে আর না পিঠের দিক হইতে পড়িল। (তিন) পুলসিরাতের নিকট, যখন উহা জাহান্নামের উপর রাখা হইবে। উহার উভয় পার্শ্বে বহু বক্র মাথাযুক্ত লোহার শিকও অসংখ্য কাঁটা থাকিবে। আল্লাহ পাক যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে সেখানে আটকাইয়া রাখিবেন। ঐ মুহূর্তে কেহ কাহাকেও স্মরণ করিবে না যতক্ষণ না জানিতে পারে যে, তাহার নাজাত হইল। (হাকেম)

জাহান্নামের বর্ণনা শুনিয়া একজন বৃদ্ধ ও একজন যুবকের মৃত্যু

ইবনে আবি রাওয়াদ (রহঃ) বলেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়াত পৌঁছিয়াছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

অর্থ ঃ 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও নিজ পরিবারবর্গকে সেই অগ্নি হইতে রক্ষা কর যাহার ইন্ধন হইবে মানুষ ও পাথর।'

তাঁহার নিকট কয়েকজন সাহাবা (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধও ছিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহান্নামের পাথর কি দুনিয়ার মত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পাকযাতের

WWW.BANGLAKITAB.COM

কসম যাঁহার কুদরতী হাতে আমার জান, জাহান্নামের এক একটি পাথর সারা দুনিয়ার সমস্ত পাহাড়পর্বত অপেক্ষা বড়। ইহা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্যক্তিটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার বুকের উপর হাত রাখিয়া দেখিলেন জীবিত আছেন। অতঃপর বলিলেন, 'হে বৃদ্ধ, বল, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বৃদ্ধ উহা বলিলেন। তিনি তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দান করিলেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সকলের জন্যও কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। আল্লাহ তায়ালা বলিতেছেন—

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ

অর্থ ঃ উহা তাহাদের জন্য যাহারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ও আমার সতর্কবাণীকে ভয় করিয়াছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত রেওয়ায়াতে 'বৃদ্ধটি'এর পরিবর্তে 'যুবকটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন' আছে।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লাহ ভীতির বর্ণনায় এক আনসারী যুবকের ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহার অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইয়া গেল। তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতেন এবং কখনও ঘরে বসিয়া থাকিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন তিনি উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সঙ্গীকে জানাযার নামাযের জন্য প্রস্তুত কর। জাহান্নামের ভয় তাহার কলিজাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে।

জাহান্নামের ভয় সম্পর্কিত সাহবা (রাঃ)দের বিভিন্ন উক্তি

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাঃ)এর বিছনায় বারংবার পার্শ্ব পরিবর্তন করা সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে। সেই সাথে তাহার এই কথাও উল্লেখ হইয়াছে যে, 'আয় আল্লাহ! জাহান্নামের আগুন আমার ঘুম উড়াইয়া

দিয়াছে।' তারপর উঠিয়া নামায পড়িতে পড়িতে সকাল করিয়া দিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)দের কান্নাকাটির বর্ণনায় এই অধ্যায়ের আরও অনেক ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং মূতার যুদ্ধের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)এর ক্রন্দন ও তাঁহার উক্তি বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিলেন, 'শুন, আল্লাহর কসম, আমি দুনিয়ার মহব্বত বা তোমাদের প্রতি ভালবাসার কারণে কাঁদিতেছি না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত পড়িতে শুনিয়াছি, যাহাতে তিনি জাহান্নামের কথা বলিতেছেন—

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

অর্থ ঃ 'তোমার প্রতিপালকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, তোমরা প্রত্যেকে উহার মধ্যে অবতরণ করিবে।'

আমি জানিনা, অবতরণের পর পুনরায় কিরূপে বাহির হইব।

আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার প্রতি একীন

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একীন

হযরত নাইয়ার ইবনে মুকরাম আসলামী (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল—

الٓمّٓ غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ

অর্থ ঃ আলিফ, লাম, মীম, রুমীগণ এক নিকটবর্তী স্থানে পরাজিত হইল। এবং তাহারা তাহাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই জয়লাভ করিবে, তিন হইতে নয় বৎসরের মধ্যে।

তখন ইরানীরা রুমীদের উপর বিজয় লাভ করিয়াছিল। মুসলমানগণ রুমীদের বিজয়কে ভালবাসিতেন। কারণ তাহারা উভয়ই আহলে কেতাব। উক্ত বিষয়েই আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

www.BANGLAKITAB.com

يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

অর্থ ঃ সেইদিন ঈমানদারগণ আনন্দিত হইবে আল্লাহর সাহায্যের দরুন। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করিয়া থাকেন, তিনি মহাপরাক্রমশালী ও অতি দয়াবান।

কোরাইশগণ পারস্যদের বিজয়কে ভালবাসিত। কারণ তাহারা কেহই আহলে কেতাব নহে এবং উভয়ই পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস করে না।

যখন আল্লাহ পাক উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করিলেন, তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) মক্কায় উচ্চস্বরে এই আয়াত তেলাওয়াত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোরাইশদের কিছু লোক তাঁহাকে বলিল; আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এইবার ফয়সালা হইয়া যাইবে। তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিতেছেন যে, রুমীগণ কয়েক বৎসরের মধ্যে ইরানীদের উপর জয় লাভ করিবে। আস, আমরা তোমার সহিত উহার উপর বাজি ধরি? তিনি বলিলেন, নিশ্চয়ই! ইহা বাজি ধরা নিষিদ্ধ হইবার পূর্বের ঘটনা ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও মুশরিকগণ বাজি ধরিল। তাহারা বলিল, বিদ্উন শব্দটি আরবীতে তিন হইতে নয় সংখ্যা পর্যন্ত বুঝায়। সুতরাং তুমি উহার মধ্য হইতে মাঝামাঝি একটি সংখ্যা নির্ধারণ করিয়া দাও, আমরা ততদিন অপেক্ষা করিব। অতঃপর উভয় পক্ষ মিলিয়া ছয় বৎসর নির্ধারণ করিল। যখন ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, কিন্তু রুমীগণ জয়লাভ করিল না, তখন মুশরিকগন হযরত আবু বকর (রাঃ)এর মাল লইয়া গেল। সপ্তম বৎসর রুমীগণ ইরানীদের উপর জয়লাভ করিল। তখন মুসলমানগণ হযরত আবু বকর (রাঃ)কে ছয় বৎসর নির্ধারণের দরুন দোষারোপ করিলে তিনি বলিলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তো বিদ্ই সিনীন অর্থাৎ কয়েক বৎসর বলিয়াছেন।' সেই সময় অনেকেই মুসলমান হইয়া গিয়াছিল।

অপর এক রেওয়ায়াতে হযরত বারা' (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হইল তখন মুশরিকগণ হযরত আবু বকর

(রাঃ)কে বলিল, 'তুমি কি দেখিতেছ না, তোমার সঙ্গী কি বলিতেছেন?' তিনি বলিতেছেন, 'রুমীগণ ইরানীদের উপর জয়লাভ করিবে।' হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, 'আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, 'তুমি কি আমাদের সহিত বাজি ধরিবে?' সুতরাং তিনি তাহাদের সহিত একটি সময় নির্ধারিত করিয়া বাজি ধরিলেন। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রুমীগণ জয়লাভ করিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনিয়া অপছন্দ করিলেন ও তাহার নিকট উহা অপ্রিয় লাগিল। হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিলেন, 'কি কারণে তুমি এইরূপ করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছ?' তিনি বলিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি সত্য বিশ্বাস আমাকে এইরূপ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তাহাদের নিকট আবার যাও এবং বাজির পরিমাণ বাড়াইয়া দাও। এবং বিদ্ই সিনীন এর শেষ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করিবে।' তিনি তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, তোমরা কি পুনরায় বাজি ধরিবে? পুনরায় করা অবশ্য ভাল হইবে। তাহারা বলিল, আমরা প্রস্তুত। এইবার বৎসরগুলি অতিবাহিত হইবার পূর্বেই রুমীগণ ইরানীদের উপর জয়লাভ করিল। এবং মাদায়েন শহরে আসিয়া তাহারা ঘোড়া বাঁধিল ও রোমা শহরের ভিত্তি স্থাপন করিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (বাজিতে পাওয়া মাল লইয়া) আসিলেন। তিনি বলিলেন, ইহা হারাম। তারপর বলিলেন, সদকা করিয়া দাও। (তিরমিযী)

হযরত কা'ব (রাঃ)এর একীন

হযরত কা'ব ইবনে আদি (রাঃ) বলেন, আমি হীরাবাসী একদল লোকের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদের নিকট ইসলাম পেশ করিলেন। আমরা মুসলমান হইয়া গেলাম। অতঃপর আমরা হীরায় ফিরিয়া গেলাম। কিছুদিন পর আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সংবাদ আসিল। আমার সঙ্গীগণ সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া গেল, তাহারা বলিল, তিনি যদি নবী হইতেন তবে মরিতেন না। আমি বলিলাম, তাঁহার পূর্বেও নবীগণ মারা গিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

সুতরাং আমি ইসলামের উপর মজবুত থাকিলাম। কিছুদিন পর আমি মদীনার দিকে রওয়ানা হইলে পথিমধ্যে একজন ইহুদী আলেমের দেখা পাইলাম। ইসলামের পূর্বে তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমরা কোন কাজ করিতাম না। তাহার নিকট যাইয়া বলিলাম, আমি একটি কাজের ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু মনে একটু খটকা লাগিতেছে, আপনি উহা সম্পর্কে কিছু বলিয়া দিন। সে বলিল, তোমার নামের অর্থে কোন জিনিস নিয়া আস। (তাঁহার নাম কা'ব, আরবীতে উহার অর্থ গোড়ালির হাঁড়) আমি একটি গোড়ালির হাঁড় লইয়া আসিলাম। সে কিছু চুল বাহির করিয়া রাখিয়াছিল, আমাকে বলিল, হাঁড়খানা এই চুলের মধ্যে ফেলিয়া দাও। আমি ফেলিয়া দিলাম। তৎক্ষণাৎ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমন দেখিয়াছিলাম তেমনি দেখিতে লাগিলাম, এবং তাঁহার ইন্তেকালের সময় ইন্তেকাল হইতেছে উহাও দেখিতে পাইলাম। ইহাতে আমার ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি পাইল। আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিয়া তাঁহাকে এই ব্যাপারে অবহিত করিলাম ও তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে মিসরের বাদশাহ মকাওকেসের নিকট পাঠাইলেন। আমি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মদীনাতে অবস্থান করিতে লাগিলাম। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ)ও আমাকে তাহার নিকট চিঠি দিয়া পাঠাইলেন। আমি চিঠি লইয়া তাহার নিকট ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর পৌছিলাম। এই যুদ্ধ সম্পর্কে আমার জানা ছিল না। বাদশাহ আমাকে বলিল, 'তুমি কি শুনিয়াছ? রুমীগণ আরবদিগকে কতল করিয়াছে ও পরাজিত করিয়াছে।' আমি বলিলাম, ইহা হইতে পারে না। সে বলিল, কেন? আমি বলিলাম, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত ওয়াদা করিয়াছেন যে, দ্বীনে হককে সকল দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করিবেন। আল্লাহ তায়ালা কখনও ওয়াদা খেলাফ করিবেন না। সে বলিল, খোদার কসম, আরবগণ রুমীদিগকে কাওমে আদের ন্যায় করিয়াছে, এবং তোমাদের নবীই সত্য বলিয়াছেন। অতঃপর সে বিশিষ্ট সাহাবাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল এবং তাহাদের জন্য হাদিয়া দিল। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ) জীবিত আছেন, তাঁহার সহিত সৎসম্পর্ক কায়েম করুন।' হযরত কা'ব

(রাঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)এর সহিত বিভিন্ন কাজে শরীক ছিলাম। যখন তিনি মুজাহিদদের জন্য ভাতার রেজিষ্টার তৈয়ার করিলেন তখন আদি ইবনে কাব গোত্রের সহিত আমার জন্যও ভাতা নির্ধারিত করিয়া দিলেন। (এসাবাহ)

আল্লাহর ওয়াদা সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের একীন ও উক্তি

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, খোদার কসম, আমি আল্লাহ পাকের হুকুমের উপর কায়েম থাকিব ও আল্লাহর রাহে জেহাদ করিতে থাকিব, যতক্ষণ না তিনি আমাদের সহিত তাঁহার কৃত ওয়াদা পুরা করেন। আমাদের মধ্যে যাহারা এই কাজে নিহত হইবে, তাহারা শহীদ হইয়া জান্নাতে প্রবেশ করিবে আর যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা আল্লাহর যমীনে তাঁহার খলিফা হিসাবে ও তাঁহার বান্দাগণের প্রকৃত উত্তরসূরী হিসাবে জীবিত থাকিবে। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বলিয়াছেন, তাঁহার কথার খেলাফ হয় না।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

অর্থ ঃ তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিবে এবং সৎকার্যসমূহ করিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে ওয়াদা দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ববর্তীদিগকে রাজত্ব দিয়াছিলেন।'

(সূরা নূর আয়াত ৫৫)

এইরূপে জেহাদের প্রতি উৎসাহিত করিবার সময় হযরত ওমর (রাঃ) বলিয়াছিলেন, 'নবাগত মুহাজিরগণ আল্লাহর ওয়াদা হইতে গাফেল হইয়া কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে? আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কিতাবে তোমাদিগকে যে যমীনের অধিকারী করিবেন বলিয়াছেন, উহার দিকে চল। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

www.BANGLAKITAB.com

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

অর্থাৎ 'যেহেতু তিনি উহাকে সকল দ্বীনের উপর প্রাধান্য দান করিবেন।' আল্লাহ তাঁহার দ্বীনকে বিজয়ী করিবেন, উহার সাহায্যকারীকে সম্মান দিবেন, উহার বাহককে সকল জাতির সম্পদের অধিকারী করিবেন। আল্লাহর নেক বান্দাগণ কোথায়?'

জেহাদের প্রতি উৎসাহ দান প্রসঙ্গে হযরত সা'দ (রাঃ)এর এই কথাও পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ হক, তাঁহার সহিত রাজত্বে কেহ শরীক নাই, তাহার কথার বরখেলাফ হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصّٰلِحُوْنَ

অর্থাৎ—আর আমরা যাবুর কিতাবে নসীহতের পর লিখিয়া দিয়াছি যে, নিশ্চয়, এই যমীনের মালিক একমাত্র আমার নেক বান্দাগণই হইবে।

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত ১০৫)

নিশ্চয়ই ইহা তোমাদের জন্য তোমাদের পরওয়ারদিগারের ওয়াদা কৃত উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। তিনি তিন বৎসর যাবৎ তোমাদিগকে অত্র এলাকার উপর সুযোগ দিয়া রাখিয়াছেন। তোমরা উহা হইতে ভোগ করিতেছ, খাইতেছ, যাহা তোমাদের পূর্ববর্তী মুজাহিদগণ ভোগ করিয়াছেন। উপরন্তু অদ্যবধি তোমরা ইহার অধিবাসীদিগকে কতল করিতেছ, তাহাদিগকে পরাজিত করিতেছ এবং বন্দী করিতেছ। আজ তোমাদের সম্মুখে তাহাদের এই সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা আরবের সম্ভ্রান্ত লোক, উহাদের সরদার, প্রত্যেক গোত্রের বাছাই করা ব্যক্তিবর্গ, এবং পশ্চাতে অবস্থানকারীদিগের ইজ্জত। যদি তোমরা দুনিয়ার মহব্বত পরিত্যাগ কর ও আখেরাতের প্রতি আগ্রহ রাখ, তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাদিগকে দুনিয়া আখেরাত উভয়ই দান করিবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া খবরের প্রতি একীন

হযরত খুযাইমাহ (রাঃ)এর একীন

ওমারাহ ইবনে খুযাইমাহ ইবনে সাবেত তাঁহার চাচা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আরব বেদুঈনের নিকট হইতে একটি ঘোড়া খরিদ করিলেন এবং তাহাকে উহার দাম দিবার জন্য সঙ্গে লইয়া চলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাড়াতাড়ি হাঁটিয়া আগাইয়া গেলেন। বেদুইন ধীরে হাঁটিতেছিল। সে পিছনে পড়িয়া গেল। পথিমধ্যে লোকজন বেদুঈনের সহিত ঘোড়া লইয়া দরাদরি করিতে লাগিল। তাহারা জানিত না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহা খরিদ করিয়াছেন। কেহ কেহ ঘোড়ার দাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা বেশী বলিল। ইহা দেখিয়া সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকিয়া বলিল, যদি আপনি এই ঘোড়াটি খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে করেন, নতুবা আমি বিক্রয় করিয়া দিলাম। তাহার আওয়াজ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া গেলেন এবং সে নিকটে আসিলে বলিলেন, আমি কি তোমার নিকট হইতে ইহা খরিদ করি নাই? সে বলিল, না খোদার কসম, আমি আপনার নিকট ইহা বিক্রয় করি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হাঁ, অবশ্যই আমি তোমার নিকট হইতে ইহা খরিদ করিয়াছি। লোকজন আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বেদুঈনের নিকট ভীড় করিতে লাগিল, তাহারা কথা কাটাকাটি করিতেছিলেন। বেদুঈন বলিয়া উঠিল, আমি আপনার নিকট বিক্রয় করিয়াছি ইহার সাক্ষী লইয়া আসুন। উপস্থিত মুসলমানগণ বেদুঈনকে বলিলেন, তোমার সর্বনাশ হউক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও সত্য ব্যতীত বলেন না। ইতিমধ্যে হযরত খুযাইমাহ ইবনে সাবেত (রাঃ) ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বেদুঈনের কথা কাটাকাটি শুনিলেন। বেদুঈন বলিল, আমি আপনার নিকট উহা বিক্রয় করিয়াছি উহার সাক্ষী লইয়া আসুন। হযরত খুযাইমাহ বলিলেন, আমি সাক্ষ্য দিতেছি

WWW.BANGLAKITAB.COM

যে, তুমি উহা তাঁহার নিকট বিক্রয় করিয়াছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খুযাইমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিরূপে সাক্ষ্য দিতেছ? তিনি বলিলেন, আপনার প্রতি সত্য বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। সুতরাং, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খুযাইমার সাক্ষ্যকে দুই সাক্ষ্যের সমতুল্য সাব্যস্ত করিয়া দিলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে ওমারা (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কিরূপে সাক্ষ্য দিতেছ? তুমি তো আমাদের সহিত ছিলে না। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে আসমানী খবরের ব্যাপারে সত্য মানিয়াছি, আর আপনার এই কথাকে কি সত্য মানিব না? সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সাক্ষ্যকে দুই সাক্ষের সমতুল্য সাব্যস্ত করিলেন। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিলেন, আমি জানি, আপনি সত্য ব্যতীত বলেন না, আমরা ইহা হইতে উত্তম জিনিস—আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর সিদ্দীক হইবার ঘটনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, মে'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে আকসায় লইয়া যাওয়া হয়। সকাল বেলা যখন তিনি উহা লোকদের নিকট বর্ণনা করিলেন, তখন এমন কিছু লোক যাহারা পূর্বে তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছিল এবং তাঁহাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল, মোরতাদ হইয়া গেল, এবং তাহারা এই সংবাদ লইয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিল, আপনার সঙ্গীর কথা শুনিয়াছেন? তিনি বলিতেছেন, তাঁহাকে গতরাত্রিতে বায়তুল মুকাদ্দাসে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। বলিলেন, সত্যই কি তিনি উহা বলিয়াছেন? তাহারা বলিল হাঁ। বলিলেন, যদি তিনি উহা বলিয়া থাকেন তবে সত্য বলিয়াছেন। তাহারা বলিল, আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করিতেছেন যে, তিনি এক রাত্রিতে বায়তুল মুকাদ্দাসে যাইয়া সকাল হইবার পূর্বেই আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন? বলিলেন,

হাঁ। যদি তিনি ইহা হইতে দূরের কথাও বলেন, তথাপি আমি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব। সকাল সন্ধ্যা তাহার আসমানী খবরের উপরও তো বিশ্বাস করিতেছি। এই কারণেই তাঁহাকে আবু বকর সিদ্দীক বলা হয়। (বাইহাকী)

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, কিছু লোক মোরতাদ হইয়া গেল এবং ফেতনায় পড়িয়া গেল, তাহারা পূর্বে ঈমান আনিয়াছিল। আর কিছু লোক উহাকে সত্য বলিয়া মানিল। অনুরূপ একটি রেওয়ায়াত হযরত আনাস (রাঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি শবে মেরাজের দীর্ঘ ঘটনা আলোচনার পর বলেন, মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ)এর নিকট আসিল এবং বলিল, তোমার সঙ্গীর কথা শুনিয়াছ? তিনি বলিতেছেন, বিগত রাত্রিতে তিনি নাকি একমাসের দূরত্বে গিয়াছেন এবং আবার রাত্রিতেই ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহার পর উপরোক্ত রেওয়ায়াত অনুযায়ী হযরত আবু বকর (রাঃ)এর জবাব উল্লেখ করা হইয়াছে।

হাদীসের প্রতি হযরত ওমর (রাঃ)এর একীন

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একবার হযরত ওমর (রাঃ)এর খেলাফত কালে জারাদ (একপ্রকার ফড়িং জাতীয় প্রাণী যাহা হালাল) কম হইয়া গেল। তিনি উহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তিনি চিন্তিত হইয়া উহার খোঁজে চারিদিকে অশ্বারোহী পাঠাইলেন। সিরিয়া ও ইরাকের দিকেও লোক পাঠাইলেন যে, কোথাও জারাদ দেখা গিয়াছে কিনা। ইয়ামান হইতে একজন অশ্বারোহী এক মুষ্টি জারাদ আনিয়া তাহার সম্মুখে ছাড়িয়া দিল। তিনি উহা দেখিয়া তিনবার তকবীর দিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা এক হাজার উম্মাত (প্রাণী) সৃষ্টি করিয়াছেন। তন্মধ্যে ছয়শত সমুদ্রে এবং চার শত ডাঙ্গায়। ইহার মধ্যে জারাদই সর্বপ্রথম ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। উহা ধ্বংস হইবার পর বাকীগুলি একের পর এক এমনভাবে ধ্বংস হইতে আরম্ভ করিবে যেমন মালার সুতা ছিঁড়িয়া গেলে উহার দানাগুলি ঝরিতে থাকে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত আলী (রাঃ)এর একীন

ফাযালাহ ইবনে আবি ফাযালাহ আনসারী (রাঃ) বলেন, আমি আমার পিতার সহিত ইয়াম্বুতে হযরত আলী (রাঃ)কে দেখিতে গেলাম। তিনি সেখানে খুব বেশী অসুস্থ ছিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এইখানে কেন অবস্থান করিতেছেন? যদি এইখানে আপনার ইন্তেকাল হয় তবে জুহাইনা গোত্রের এই সকল বেদুঈন ব্যতীত আর কেহ আপনার ব্যবস্থা করিবার মত থাকিবে না। একটু কষ্ট করিয়া মদীনায় চলিয়া আসুন। যদি সেইখানে আপনার ইন্তেকাল হয় তবে আপনার সঙ্গীগণ আপনার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করিবেন ও আপনার জানাযা পড়িবেন। হযরত আবু ফাযালাহ একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, আমি এই রোগে মরিব না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আমি ততক্ষণ মরিব না যতক্ষণ আমি আমীর না হইব এবং ইহা (দাড়ি) ইহার (মাথার) রক্তে (অর্থাৎ দাড়ি মাথার রক্তে) রঞ্জিত না হইবে।

হযরত আলী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি যখন আরোহনের জন্য পা দানীতে পা রাখিয়াছি। এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, কোথায় যাইতেছেন? আমি বলিলাম, ইরাক। তিনি বলিলেন, শুনিয়া রাখুন, আপনি যদি ইরাক যান তবে অবশ্যই আপনার শরীরে তলোয়ারের ধারের আঘাত লাগিবে। হযরত আলী (রাঃ) বলিলেন, খোদার কসম, আমি পূর্বেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে ইহা শুনিয়াছি।

মুআবিয়া ইবনে জারীর হাযরামী (রহঃ) বলেন, হযরত আলী (রাঃ) একটি অশ্বারোহী দল পরিদর্শন করিলেন। যখন ইবনে মুলজাম তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল তিনি তাহার নাম অথবা তাহার বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে আপন পিতার নাম মিথ্যা বলিল। তিনি বলিলেন, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। অতঃপর সে নিজের পিতার নাম সঠিক করিয়া বলিল। তিনি বলিলেন, সত্য বলিয়াছ। জানিয়া রাখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার হত্যাকারী ইহুদীর ন্যায় হইবে

অথবা ইহুদী হইবে। আচ্ছা তুমি যাও।

আবিদাহ বলেন, হযরত আলী (রাঃ) যখনই ইবনে মুলজামকে দেখিতেন এই কবিতা আবৃত্তি করিতেন—

أُرِيدُ حِبَاءَه وَيُرِيدُ قَتْلِى ؛ عَذِيرَكَ مِن خَلِيلِكَ مِن مُرَادِ

অর্থ ঃ আমি তাহার প্রতি করুণা করিতে চাহিতেছি। কিন্তু সে আমাকে হত্যা করিতে চাহিতেছে। তোমার মুরাদ গোত্রীয় কোন্ বন্ধু তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইবে, (আন দেখি)।

আবু তোফায়েল (রহঃ) বলেন, আমি একবার হযরত আলী ইবনে আবি তালেব (রাঃ)এর নিকট ছিলাম। এমন সময় আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম তাহার নিকট আসিল। তিনি তাহার ভাতা তাহাকে দিবার হুকুম করিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'ইহাকে উপরের অংশ দ্বারা রঞ্জিত করিতে এই গোত্রের সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে কেহ নিবৃত করিতে পারিবে না। সে ইহার (অর্থাৎ মাথার রক্ত) দ্বারা ইহাকে (অর্থাৎ দাড়িকে) রঞ্জিত করিয়া ছাড়িবে।'—এই বলিয়া নিজের দাড়ির প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তারপর তিনি নিম্নের কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন—

أَشْدُدْ حِيَازِيمَكَ لِلْمَوْتِ فَإِنَّ الْمَوْتَ آتِيكَا
وَلَا تَجْزَعْ مِنَ الْقَتْلِ إِذَا حَلَّ بِوَادِيكَا

অর্থ ঃ মৃত্যুর জন্য তোমার বক্ষকে প্রস্তুত করিয়া লও। নিশ্চয়ই মৃত্যু তোমার নিকট আসিবে। কতলকে ভয় করিও না যখন উহা তোমার আঙ্গিনায় সংঘটিত হয়। (মুনতাখাব)

হযরত আম্মার (রাঃ)এর একীন

হযরত উম্মে আম্মার (রাঃ) যিনি হযরত আম্মার (রাঃ)কে লালন পালন করিয়াছেন, তিনি বলেন, একবার হযরত আম্মার (রাঃ) অসুস্থ হইলেন। তিনি বলিলেন, আমি এই রোগে মরিব না, কারণ আমার হাবীব—রাসূলুল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন, আমি মুমেনীনদের দুই দলের মাঝখানে শহীদ হইয়া মরিব।

আল্লাহর রাস্তায় সাহাবাদের কতল হইবার আগ্রহের বর্ণনায় হযরত আম্মার (রাঃ)এর কথা উল্লেখ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়াতে তোমার সর্বশেষ খাদ্য দুধের শরবত হইবে। ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, সিফফীনের যুদ্ধের দিন তিনি যখন লড়াই করিয়াও শহীদ হইতেছিলেন না তখন তিনি হযরত আলী (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিলেন, হে আমিরুল মুমেনীন, অমুক দিনের কথা স্মরণ করুন। তিনবার এই কথা বলিলেন। তারপর তাহার সম্মুখে দুধ আনা হইল। তিনি উহা পান করিলেন। এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন যে, ইহাই সর্বশেষ পানীয় যাহা আমি দুনিয়াতে পান করিব। অতঃপর তিনি লড়াই করিতে করিতে শাহাদাৎ বরন করিলেন।

হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন, হেশাম ইবনে ওলীদের বেটি যিনি হযরত আম্মার (রাঃ)এর শুশ্রূষা করিতেন, তিনি বলিয়াছেন, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হযরত আম্মার (রাঃ)কে দেখিতে আসিলেন। ফিরিয়া যাইবার সময় বলিলেন, হে আল্লাহ তাহার মৃত্যু আমাদের হাতে করিও না। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, বিদ্রোহী দল আম্মারকে কতল করিবে। (মুনতাখাব)

হযরত আবু যার (রাঃ)এর একীন

ইবরাহীম ইবনে আশতার (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, হযরত আবু যার (রাঃ)এর মৃত্যুর সময় তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, কেন কাঁদিতেছ? তাহার স্ত্রী বলিলেন, এই জন্য কাঁদিতেছি যে, আপনাকে দাফন করিবার মত শক্তি আমার নাই এবং আমার নিকট আপনাকে কাফন দিবার মত কাপড়ও নাই। তিনি বলিলেন, কাঁদিও না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, তিনি কিছু লোককে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম যে, 'তোমাদের

মধ্যে এক ব্যক্তি নির্জন ময়দানে মৃত্যুবরণ করিবে এবং মুমেনীনদের এক জামাত তথায় উপস্থিত হইবে।' সেই সকল লোকদের প্রত্যেকেই কোন–না–কোন গ্রাম অথবা মুসলমানদের জামাতের মধ্যে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। শুধু আমিই নির্জন ময়দানে মরিতেছি। খোদার কসম, আমি মিথ্যা বলি নাই, আমার সম্পর্কেও মিথ্যা বলা হয় নাই। তুমি রাস্তার দিকে লক্ষ্য রাখ। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন, কোথায় লোকজন! হাজীদের চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, রাস্তাও জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তিনি একবার দৌড়াইয়া টিলার উপর উঠিয়া দেখিতেন, আবার তাহার নিকট আসিয়া শুশ্রূষা করিতেন। আবার টিলার দিকে যাইতেন। এইরূপ করিতে করিতে একবার বহুদূরে একদল আরোহী দেখিতে পাইলেন যে, তাহারা পথ অতিক্রম করিতেছে। তাহারা এতদূরে ছিল যে, তাহাদিগকে ছোট পাখীর ন্যায় মনে হইতেছিল। তিনি কাপড় নাড়িয়া তাহাদিগকে ইশারা করিলেন। তাহারা ফিরিয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল তোমার কি হইয়াছে? তিনি বলিলেন, একজন মুসলমানের মৃত্যু হইতেছে, তোমরা তাহার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করিবে। তাহারা বলিল, তিনি কে? বলিলেন, আবু যার (রাঃ)। তাহারা বলিয়া উঠিল,আমাদের পিতা–মাতা তাহার প্রতি কোরবান হউক। এবং তাহারা চাবুক ইত্যাদি উটের পিঠে রাখিয়াই দৌড়াইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। হযরত আবু যার (রাঃ) বলিলেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যে হাদীস শুনিয়াছিলেন উহা তাহাদিগকে শুনাইলেন। অতঃপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যদি কোন মুসলমান পিতামাতার দুইটি সন্তান অথবা তিনটি সন্তান মারা যায় এবং তাহারা সওয়াবের নিয়ত করে ও সবর করে তবে তাহারা কখনও জাহান্নাম দেখিবে না। তোমরা শুনিতেছ কি? যদি আমার নিকট কাফনের পরিমাণ কাপড় থাকিত তবে আমি নিজের কাপড়েই কাফন গ্রহণ করিতাম। অথবা যদি আমার স্ত্রীর নিকট কাফনের পরিমাণ কাপড় থাকিত তবে আমি তাহার কাপড়েই কাফন গ্রহণ করিতাম। আমি তোমাদিগকে খোদা ও ইসলমের দোহাই দিতেছি যে, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন সময় আমীর অথবা কোন গোত্রের পরিচালনা

WWW.BANGLAKITAB.COM

বা প্রতিনিধিত্বের কাজ করিয়াছে অথবা কোন গোত্রের সংবাদবাহকের কাজ করিয়াছে সে যেন আমার কাফন না দেয়। দেখা গেল উহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই উপরোক্ত কোন–না–কোন কাজ করিয়াছে, শুধু একজন আনসারী যুবক পাওয়া গেল যে কোনটাই করে নাই। সে বলিল, আমি আপনাকে কাফন দিব। আপনার উল্লেখিত কোন কাজ আমি জীবনে করি নাই। আমি আপনাকে আমার গায়ের এই চাদর দ্বারা কাফন দিব। এবং আমার জিনিসপত্রের মধ্যে আরো দুইটি কাপড় আছে যাহা আমার মা আমার জন্য বুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, হাঁ, তুমিই আমার কাফন দিবে। সুতরাং উপস্থিত সকলের মধ্যে সেই আনসারী যুবকই তাহাকে কাফন দিলেন। উক্ত দলের মধ্যে হাজর ইবনে আদবার, মালেক আশতার (রহঃ) প্রমুখ সহ সকলেই ইয়ামানবাসী ছিলেন। (মুনতাখাব)

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, যখন হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবু যার (রাঃ)কে রাবাযাতে নির্বাসিত করিলেন এবং সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার স্ত্রী ও গোলাম ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তিনি তাহাদিগকে অসিয়ত করিলেন যে, তোমরা দুইজন আমাকে গোসল দিয়া ও কাফন পরাইয়া রাস্তার মাঝখানে রাখিয়া দিবে। প্রথম যে কাফেলা আসিবে তাহাদিগকে বলিবে, ইনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু যার (রাঃ)। তোমরা তাঁহার দাফন কার্যে আমাদের সাহায্য কর। সুতরাং যখন মৃত্যু হইল তাহারা তাহাই করিলেন এবং তাঁহাকে রাস্তার উপর রাখিয়া দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ইরাকী এক কাফেলার সহিত ওমরার উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন। হঠাৎ রাস্তার উপর জানাযা দেখিয়া তাহারা আতঙ্কিত হইলেন। তাহারা এত নিকটে পৌঁছিয়া গিয়াছিলেন যে, জানাযা উটের পায়ের নীচে পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। গোলাম আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং বলিল, ইনি, আবু যার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। তাহার দাফন কার্যে আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। ইহা শুনিয়া হযরত আবদুল্লাহ উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য বলিয়াছেন যে, তুমি একাকী চলিতেছ, একাকী মরিবে ও (কেয়ামতের ময়দানে) একাকী

উঠিবে। অতঃপর তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ উঠের পিঠ হইতে নামিয়া তাঁহাকে দাফন করিলেন। এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাহার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করিলেন ও তবুকের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনাইলেন। (ইবনে সা'দ)

হযরত খুরাইম (রাঃ)এর একীন

হুমায়েদ ইবনে মুনহাব (রহঃ) বলেন, আমার দাদা খুরাইম ইবনে আওস (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তবুক হইতে ফিরিবার পর আমি তাঁহার নিকট গেলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করিলাম। শুনিলাম তিনি বলিতেছেন, এই শ্বেতবর্ণের হীরা শহর আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়াছে। আর এই যে, শায়মা বিনতে বুকায়লাহ আযদিয়াহকে দেখিতেছি কালো চাদরে আবৃত হইয়া সাদা খচ্চরে চড়িয়া আসিতেছে। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যদি হীরাতে প্রবেশ করি এবং তাহাকে আপনার বর্ণনা অনুযায়ী পাই তবে কি সে আমার হইবে? তিনি বলিলেন, সে তোমার রহিল। তিনি বলেন, পরে যখন চারিদিকে লোক মোরতাদ হইয়া গেল তখন আমার গোত্রের কেহ মোরতাদ হয় নাই। আমরা হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ)এর সহিত হীরার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলাম। (বিজয়ের পর) যখন আমরা হীরা শহরে প্রবেশ করিলাম তখন সর্বপ্রথম শায়মা বিনতে বুকাইলাহ–এর সহিত আমাদের দেখা হইল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন বলিয়াছিলেন ঠিক তেমনি সে কালো চাদরে আবৃত হইয়া সাদা খচ্চরে চড়িয়া আসিতেছিল। আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, সে আমার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে আমার জন্য দিয়াছেন। হযরত খালেদ (রাঃ) সাক্ষী চাহিলেন। আমি সাক্ষী উপস্থিত করিলাম। মোহাম্মাদ ইবনে মাসলামা ও মুহাম্মাদ ইবনে বশীর (রাঃ) দুই আনসারী সাক্ষ্য দিলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) আমাকে দিয়া দিলেন। শায়মার নিকট তাহার ভাই আবদুল মসীহ আপোষ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং আমাকে বলিল, তুমি তাহাকে আমার নিকট বিক্রয় করিয়া দাও। আমি বলিলাম, খোদার কসম, আমি দশ শতের কম লইব না। সে আমাকে এক হাজার দিয়া দিল

www.BANGLAKITAB.com

এবং আমি উহাকে তাহার সোপর্দ করিয়া দিলাম। আমার সঙ্গীগণ আমাকে বলিল, তুমি যদি একশ হাজার বলিতে তবে সে তাহাই দিত। আমি বলিলাম, আমি তো দশ শতের ঊর্ধ্বে কোন সংখ্যা আছে বলিয়াই জানিতাম না। (আবু নুআঈম)

হযরত মুগীরাহ (রাঃ)এর একীন

যুবাইর ইবনে হাইয়াহ (রহঃ) বলেন, কাফের বাদশাহ—বিন্দার সংবাদ পাঠাইল যে, হে আরববাসী, তোমাদের একজন লোক আমার নিকট পাঠাও, আমি তাহার সহিত কথা বলিব। এই কাজের জন্য সকলে হযরত মুগীরাহ ইবনে শোবাহ (রাঃ)কে নির্বাচন করিল। যুবাইর (রহঃ) বলেন, আমি তাহার দিকে দেখিতেছিলাম, তিনি লম্বা চুলধারী ও একচক্ষুহীন ছিলেন। তিনি বাদশাহের নিকট গেলেন। যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন আমরা তাহাকে কি বলিয়াছেন, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি হামদ ও সানা পড়িয়া বলিয়াছি যে, আমরা সকলের তুলনায় দূরের বাসিন্দা ছিলাম। সর্বাপেক্ষা ক্ষুধার্ত ও সর্বাধিক কষ্টময় জীবন-যাপন করিতে ছিলাম। সর্বপ্রকার উত্তম ও ভাল জিনিস হইতে সর্বাধিক দূরে পড়িয়া ছিলাম। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের নিকট একজন রাসূল পাঠাইলেন। তিনি আমাদের সহিত দুনিয়াতে সাহায্যের ও আখেরাতে জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসার পর হইতেই আমরা আমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে বিজয় ও সাহায্য দেখিয়া আসিতেছি এবং পরিশেষে তোমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। খোদার কসম, আমরা এইখানে রাজত্ব ও আয়েশ দেখিতেছি। আমরা ইহা ছাড়িয়া কখনও পূর্বেকার কষ্টময় জীবনের দিকে ফিরিয়া যাইব না, যতক্ষণ না তোমাদের হাতের এই রাজত্ব কাড়িয়া লইব অথবা তোমাদিগকে তোমাদের যমীনে কতল করিব। (আবু নুআঈম)

বায়হাকী আল আসমা ওয়াস সিফাত কিতাবে যুবাইর ইবনে হাইয়াহ (রহঃ) হইতে আহওয়াজবাসীদের নিকট প্রেরিত নো'মান ইবনে মুকাররেন (রাঃ)এর জামাত প্রসঙ্গে দীর্ঘ হাদীস আলোচনা করিয়া বলেন, তাহারা

মুসলমানদের মধ্য হইতে একজনকে ডাকিয়া পাঠাইল। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)কে পাঠানো হইল। তাহাদের দোভাষী বলিল, তোমরা কাহারা? হযরত মুগীরাহ (রাঃ) বলিলেন, আমরা আরবের বাসিন্দা, আমরা এক কঠিন দুর্ভাগ্য ও দীর্ঘ মুসিবতের মধ্যে জীবন কাটাইতে ছিলাম। ক্ষুধার জ্বালায় চামড়া ও খেজুর দানা চুষিতাম, পশমের কাপড় পরিধান করিতাম, বৃক্ষ ও পাথর পূজা করিতাম। এমন সময় আসমান ও যমীনের প্রভু আমাদের মধ্য হইতে আমাদের জন্য একজন নবী পাঠাইলেন। যাহার পিতা-মাতাকে আমরা জানি। আমাদের নবী ও আমাদের প্রভুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন। আমরা যেন তোমাদের সহিত যুদ্ধ করি, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর এবাদত কর অথবা জিজিয়া প্রদান কর। আমাদের নবী ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে আমাদের প্রভুর পয়গাম শুনাইয়াছেন যে, আমাদের মধ্যে যে নিহত হইবে সে বেহেশতে প্রবেশ করিবে এবং এমন নেয়ামতের ভাগী হইবে যাহা সে কখনও দেখে নাই। আর যে বাঁচিয়া থাকিবে সে তোমাদের গর্দানের মালিক হইবে।

হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর একীন

তাল্‌ক (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা (রাঃ)এর নিকট আসিয়া বলিল, হে আবু দারদা, আপনার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, পুড়ে নাই। কিছুক্ষণ পর অপর একজন আসিয়া একই কথা বলিল। তিনি বলিলেন, পুড়ে নাই। কিছুক্ষণ পর অন্য একজন আসিয়া একই কথা বলিল। তিনি বলিলেন, পুড়ে নাই। ইহার পর একজন আসিয়া বলিল, হে আবু দারদা, আগুন লাগিয়াছিল, কিন্তু আপনার ঘর পর্যন্ত আসিয়া নিভিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি জানি আল্লাহ পাক কখনো এমন করিবেন না। তাল্‌ক (রহঃ) বলেন, আমি বলিলাম, হে আবু দারদা! আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আপনার কোন কথা বেশি আশ্চর্যজনক—এই কথা যে 'পুড়ে নাই' না এই কথা যে, 'আমি জানি আল্লাহ পাক কখনো এমন করিবেন না'। তিনি বলিলেন, আসল কথা হইল, কয়েকটি কলেমা যাহা আমি

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সকালবেলা ঐ কালেমাগুলি পড়িবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহার কোন মুসিবত আসিবে না। কলেমাগুলি এই—

اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ رَبِّيْ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيْمِ مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ
قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَ
مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ! আপনি আমার রব্ব, আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, আপনারই উপর ভরসা করিতেছি। আর আপনি সম্মানিত আরশের রব্ব। আল্লাহ যাহা চাহেন তাহা ঘটে। তিনি যাহা না চাহেন তাহা ঘটিতে পারে না। আল্লাহর তৌফিক ব্যতীত না গুনাহ হইতে কেহ বাঁচিতে পারে না এবাদতে শক্তি লাভ করিতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ সকল জিনিসের উপর ক্ষমতাবান এবং সকল জিনিস আল্লাহর এল্‌ম দ্বারা পরিবেষ্টিত। আয় আল্লাহ, আমি আমার নফসের খারাবী ও সকল প্রাণীর খারাবী হইতে যাহাদের চুলের ঝুটি আপনি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। নিশ্চয়ই আমার রব্ব সরল পথের উপর বিদ্যমান আছেন। (বাইহাকী)

পূর্ববর্ণিত সাহাবা (রাঃ)দের বিভিন্ন উক্তি

দাওয়াতের অধ্যায়ে আদি ইবনে হাতেম (রাঃ)এর উক্তি পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সেই পাক যাতের কসম, যাহার কুদরতী

হাতে আমার প্রাণ, তৃতীয় কথাটিও অবশ্যই সংঘটিত হইবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা বলিয়াছেন। এমনিভাবে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে সাহাবা (রাঃ)দের জামাত প্রেরণের বর্ণনায় জাবালা ইবনে আইহামের এর সম্মুখে হেশাম ইবনে আস (রাঃ) ও অন্যান্যদের এই উক্তিও উল্লেখ হইয়াছে যে, খোদার কসম, তোমার এই সিংহাসন ও আমরা তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইব এবং বড় বাদশাহ (কায়সার)এর রাজত্বও লইব। ইনশাআল্লাহ! আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর শাম দেশের উদ্দেশ্যে সৈন্য প্রেরণের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাঃ) তাঁহাকে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহাও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, উহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযানে আপনি স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন অথবা সৈন্য প্রেরণ করেন, উভয় অবস্থায়ই আপনি (আল্লাহর) সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন। ইনশাআল্লাহ! হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, আল্লাহ আপনাকে সুসংবাদ দান করুন, আপনি উহা কিরূপে অবগত হইলেন? তিনি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এই দ্বীন উহার সকল শত্রুর উপর জয়লাভ করিতে থাকিবে। অবশেষে উহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও উহার অনুসারীগণ বিজয়ী হইবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! কত সুন্দর কথা! আপনি আমাকে আনন্দিত করিয়াছেন, আল্লাহ আপনাকে আনন্দিত করুন।

গায়বী মদদ ও সাহায্যের বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর কথা উল্লেখ হইয়াছে যে, যখন তিনি সিংহের কান মলিয়া দিলেন ও তাহাকে রাস্তা হইতে সরাইয়া দিলেন, বলিলেন, তোমার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলেন নাই। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, বনি আদম যাহাকে ভয় করে আল্লাহ পাক উহাকে তাহার উপর ক্ষমতা প্রদান করেন। যদি বনি আদম আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও ভয় না করে তবে তিনি কখনও অপরকে তাহার উপর ক্ষমতা প্রদান করেন না।

www.BANGLAKITAB.com

আমলের প্রতিদান এর প্রতি একীন

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর একীন

আবু আসমা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত দ্বিপ্রহরের খানা খাইতেছিলেন। এমন সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হইল—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ـ

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ ভাল আমল করিবে সে উহা দেখিতে পাইবে এবং যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ খারাপ আমল করিবে সে উহা দেখিতে পাইবে। (সূরা যিলযাল)

হযরত আবু বকর (রাঃ) খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা যে সকল খারাপ আমল করি সবই কি দেখিতে পাইব? তিনি বলিলেন, (দুনিয়াতে) অপছন্দনীয় যাহা কিছু দেখিতে পাও উহাই সেই সকল খারাপ আমলের প্রতিদান দেওয়া হইতেছে। আর নেক আমলকারীর নেক আমলগুলি আখেরাতের জন্য রক্ষিত থাকিবে। আবু ইদ্রীস খাওলানী (রহঃ)এর রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর অপ্রিয় যাহা দেখিতেছ উহা সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? উহাই গুনাহের বোঝা। আর তোমার নেক আমলের বোঝা রক্ষিত থাকিবে। কেয়ামতের দিন তুমি উহা পাইবে। ইহার সত্যতা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থ ঃ যে সকল বিপদ আপদ আসে উহা তোমাদেরই হাতের উপার্জন এবং আল্লাহ অনেক কিছু ক্ষমা করিয়া দেন। (সূরা শূরা) (কান্য)

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম এমতাবস্থায় এই আয়াত নাযিল হইল।

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا

অর্থ ঃ যে গুনাহের কাজ করিবে সে উহার প্রতিদান পাইবে এবং সে আল্লাহ ব্যতীত কাহাকেও দোস্ত ও সাহায্যকারী পাইবে না।

(সূরা নেসা, আয়াত ১২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, আমি কি তোমাকে একটি আয়াত শুনাইব না যাহা আমার উপর নাযিল হইয়াছে? আমি বলিলাম, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমাকে উক্ত আয়াতটি পড়িয়া শুনাইলেন। শুনিয়া আর কিছু তো বলিতে পারি না, তবে মনে হইল যেন পিঠের হাড় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি আড়মোড়া দিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, হে আবুবকর, তোমার কি হইয়াছে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, অবশ্য হে আবু বকর, তুমি এবং মোমেনগণ দুনিয়াতেই উহার প্রতিদান পাইয়া যাইবে এবং (কেয়ামতের দিন) আমার সহিত এমনভাবে সাক্ষাৎ করিবে যে, তোমাদের কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকিবে না। অন্যান্যদের গুনাহগুলি আল্লাহ পাক জমা করিয়া রাখিবেন এবং কেয়ামতের দিন তাহারা উহার প্রতিদান পাইবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আয়াত—

مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا يُّجْزَ بِهٖ

নাযিল হইবার পর নিষ্কৃতি পাইবার আর কি উপায় রহিল? প্রত্যেক বদ আমলেরই কি প্রতিদান দেওয়া হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন, তুমি কি রোগাক্রান্ত হও না? পরিশ্রান্ত হও না? তুমি কি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হও না? দুঃখ-কষ্ট সহ্য কর না? তুমি কি আঘাত পাওনা? তিনি বলিলেন, অবশ্যই! বলিলেন, দুনিয়াতে উহাই তাহার প্রতিদান। (কান্য)

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ওমর (রাঃ)এর একীন

মুহাম্মাদ ইবনে মুনতাশির (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)কে বলিল, আল্লাহর কিতাবে কোন্ আয়াতটি বেশী কঠিন আমি তাহা জানি। হযরত ওমর (রাঃ) উঠিয়া তাহাকে চাবুক মারিলেন এবং বলিলেন, তোমার এত কি প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে যে, এইরূপ আয়াত তালাশ করিয়া জানিতে চেষ্টা করিতেছ। সে চলিয়া গেল। পরদিন হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে বলিলেন, গতকল্য যে আয়াতের কথা বলিয়াছ উহা কোন্ আয়াত? সে বলিল—

مَنْ يَعْمَلْ سُوْءً يُجْزَبِهٖ

আমাদের মধ্যে যে কেহ গুনাহ করিবে তাহাকে উহার বদলা দেওয়া হইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলিলেন, এই আয়াত নাযিল হইবার পর আমাদের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, খানা-পিনা ভাল লাগিতেছিল না। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করিয়া আমাদের ভার লাঘব করিয়া দিলেন।

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি গুনাহ করে অথবা নিজের নফসের উপর জুলুম করে অতঃপর আল্লাহর নিকট মাফ চায় সে আল্লাহকে অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়াবান পাইবে। (কান্য)

হযরত আমর ইবনে সামুরা (রাঃ)এর একীন

আবদুর রহমান ইবনে সা'লাবাহ আনসারী (রাঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আমর ইবনে সামুরা ইবনে হাবিব ইবনে আবদে শামস (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ,আমি অমুক গোত্রের একটি উট চুরি করিয়াছি, আমাকে পবিত্র করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তাহারা বলিল, আমরা আমাদের একটি উট

হারাইয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশে তাহার হাত কাটিয়া দেওয়া হইলে তিনি (নিজের হাতকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিতে লাগিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার যিনি আমাকে তোমা হইতে পবিত্র করিয়াছেন। তুমি তো আমার শরীরকে আগুনে প্রবেশ করাইতে চাহিয়াছিলে।

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন(রাঃ)এর একীন

হযরত এমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,তাহার কতিপয় সঙ্গী তাহার নিকট আসিলেন। তিনি অসুস্থ ছিলেন। একজন বলিলেন, আপনার যে অবস্থা দেখিতেছি উহাতে আমরা মর্মাহত। তিনি বলিলেন, যাহা দেখিতেছ উহা গুনাহের প্রতিদান। আর যাহা আল্লাহ মাফ করিয়া দিয়াছেন উহা অনেক বেশী। অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন—

وَمَا اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

অর্থ ঃ যে সকল বিপদ আপদ আসে উহা তোমাদেরই হাতের উপার্জন এবং আল্লাহ তায়ালা অনেক কিছু ক্ষমা করিয়া দেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও একজন সাহাবীর দুইটি ঘটনা

পূর্বে দুনিয়া ত্যাগের বর্ণনায় উল্লেখ হইয়াছে যে, আবু যামরা (রহঃ) বলিয়াছেন, আমি হযরত আবু বকর (রাঃ)এর এক ছেলের ইন্তেকালের সময় উপস্থিত ছিলাম। ছেলেটি বারংবার বালিশের দিকে তাকাইতেছিল। যখন তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। লোকেরা হযরত আবু বকর (রাঃ)কে বলিল, আমরা আপনার ছেলেকে বালিশের দিকে তাকাইতে দেখিয়াছি। সকলে বালিশ উঠাইয়া দেখিল উহার নিচে পাঁচটি অথবা ছয়টি দীনার পড়িয়া আছে। ইহা দেখিয়া হযরত আবু বকর (রাঃ) হাতের উপর হাত মারিয়া ইন্নালিল্লাহ পড়িলেন এবং বলিলেন, আমার মনে হয় না তোমার চামড়া উহার শাস্তি সহ্য করিতে পারিবে।

মুসলমানকে গালি দেওয়ার বর্ণনায় পূর্বে উল্লেখ হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি

WWW.BANGLAKITAB.COM

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাহার গোলামদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, কেয়ামতের দিন তাহাদের খেয়ানত, নাফরমানী ও মিথ্যা কথা এবং তাহাদিগকে দেওয়া তোমার শাস্তি হিসাব করা হইবে। যদি তোমার দেওয়া শাস্তি ও তাহাদের অন্যায় সমান সমান হয় তবে তোমার না লাভ হইল না ক্ষতি হইল। আর যদি তোমার দেওয়া শাস্তি তাহাদের অন্যায় অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে তবে অতিরিক্তের জন্য তোমার নিকট হইতে তাহাদিগকে বদলা দেওয়া হইবে। ইহা শুনিয়া সে ব্যক্তি এক পার্শ্বে যাইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি কি আল্লাহর কালাম পড় নাই।

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

অর্থ ঃ 'আমরা কেয়ামতের দিন ইনসাফের দাড়িপাল্লা স্থাপন করিব।'

সে ব্যক্তি বলিল, তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া ব্যতীত আমার ও তাহাদের জন্য মঙ্গলজনক আর কিছু দেখিতেছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী রাখিতেছি যে, উহারা সকলেই স্বাধীন।

সাহাবা (রাঃ)দের ঈমানী শক্তি

একটি আয়াতের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের ঈমান

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই আয়াত নাযিল হইল—

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অর্থ ঃ আল্লাহরই জন্য আসমান যমীনের সকল জিনিস, তোমরা তোমাদের অন্তরের যাহা কিছু প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ আল্লাহ তোমাদের নিকট হইতে উহার হিসাব লইবেন। অতঃপর তিনি যাহাকে ইচ্ছা মাফ করিয়া দিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন। আল্লাহ সব জিনিসের উপর ক্ষমতাশালী।

তখন উহা সাহাবাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হইয়া দেখা দিল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদিগকে এমন সমস্ত আমলের হুকুম করা হইয়াছে যাহার আমরা শক্তি রাখি যেমন—নামায,রোযা, জেহাদ ও সদকা। কিন্তু এখন আপনার উপর যে আয়াত নাযিল হইয়াছে, ইহার উপর আমল করার তো আমরা শক্তি রাখি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের পূর্বে আহলে কিতাবগণ যেমন বলিয়াছে তোমরাও কি তেমনই বলিতে চাও? অর্থাৎ আমরা শুনিলাম কিন্তু মানিলাম না। বরং তোমরা বল—

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ ঃ আমরা শুনিলাম ও মানিয়া লইলাম। হে পরওয়ারদেগার, আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনারই নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

যখন সকলেই উহা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং তাহাদের মুখে উক্ত বাক্য উচ্চারিত হইল, তখন আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াত নাযিল করিলেন।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থ ঃ বিশ্বাস রাখেন রসূল সেই বিষয়ের প্রতি, যাহা তাহার প্রতি নাযেল করা হইয়াছে তাহার প্রভুর পক্ষ হইতে আর মোমেনগণও ; সকলেই

WWW.BANGLAKITAB.COM

বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর প্রতি এবং তাহার ফেরেশতাগণের প্রতি ও তাহার কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাহার পয়গাম্বরগণের প্রতি (এই মর্মে যে) আমরা তাহার পয়গাম্বরগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করিনা। আর তাহারা সকলেই বলিল, আমরা শুনিলাম ও আনুগত্য স্বীকার করিলাম। আমরা আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আর আপনারই দিকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

যখন তাহারা উক্ত কাজ করিলেন, আল্লাহ পাক উপরোক্ত আয়াত মানসুখ করিয়া নাযিল করিলেন—

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا

অর্থ ঃ আল্লাহ তায়ালা কাহাকেও নির্দেশ পালনে বাধ্য করেন না উহা ব্যতীত যাহা তাহার সামর্থে আছে। সে সাওয়াব ও উহারই পাইবে যাহা সে স্বেচ্ছায় করে এবং শাস্তি ও উহারই ভোগ করিবে যাহা স্বেচ্ছায় করে। হে আমাদের রব্ব, আমাদিগকে পাকড়াও করিবেন না যদি আমরা ভুলিয়া যাই কিম্বা ভুল করিয়া বসি। হে আমাদের রব্ব, আমাদের প্রতি এমন কোন কঠোর ব্যবস্থা পাঠাইবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর পাঠাইয়াছিলেন। হে আমাদের রব্ব, এবং আমাদের উপর এমন কোন গুরুভার চাপাইবেন না যাহা বহন করার শক্তি আমাদের নাই। আর ক্ষমা করিয়া দিন, আমাদিগকে মার্জনা করিয়া দিন। আমাদের প্রতি রহম করুন, আপনি আমাদের কর্মসম্পাদক। সুতরাং আমাদিগকে কাফেরদের উপর প্রাবল্য দান করুন। (আহমাদ)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)এর নিকট যাইয়া বলিলাম, হে আবু আব্বাস, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি এই আয়াত পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, কোন্ আয়াত? আমি বলিলাম,

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইয়াছিল তখন উহা সাহাবাদিগকে অত্যন্ত বিষন্ন করিয়া দিয়াছিল ও তাহাদের অন্তরে চিন্তার ঝড় তুলিয়াছিল। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা তো ধ্বংস হইয়া গেলাম। আমাদের কথা ও কার্যের হিসাব লওয়া হইবে বুঝিলাম। কিন্তু অন্তর তো আমাদের আয়ত্তে নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা বল, 'আমরা শুনিলা ম ও মানিলাম।' তাহারা বলিলেন, 'আমরা শুনিলাম ও মানিলাম।' হযরত ইবনে আব্বাস বলেন, অতঃপর আল্লাহ তায়ালা উহা মানসুখ (বাতিল) করিয়া اٰمَنَ الرَّسُوْلُ হইতে সুরার শেষ পর্যন্ত নাযিল করিলেন। সুতরাং তাহাদের মনের ওয়াস ওয়াসা মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুধু আমলের হিসাব লওয়া হইবে।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা বল, আমরা শুনিলাম ও মানিলাম এবং নিজেকে সোপর্দ করিলাম। যখন তাহারা উহা বলিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাহাদের অন্তরে ঈমান ঢালিয়া দিলেন। (আহমাদ)

অপর একটি আয়াত সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের ঈমান

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাযেল হইল—

وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ

অর্থাৎ যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সহিত মিশ্রিত করে নাই তাহাদের জন্যই নিরাপত্তা রহিয়াছে এবং তাহারাই হেদায়াতপ্রাপ্ত।

সাহাবাদের উপর উহা কঠিন হইয়া দেখা দিল। তাহারা বলিলেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, নিজের নফসের উপর জুলুম করে নাই? (অর্থাৎ গুনাহ করে নাই।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যেমন বুঝিয়াছ তেমন নহে। লোকমান (আঃ) নিজ ছেলেকে বলিয়াছিলেন, হে বেটা, আল্লাহর সহিত শিরক করিও না। নিশ্চয়ই শিরক

WWW.BANGLAKITAB.COM

বড় জুলুম। (সুতরাং উক্ত আয়াতে জুলুম দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য, সাধারণ গুনাহ নহে)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, আপনি উহাদের অন্তর্ভুক্ত। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

আনসারী মেয়েদের ঈমান

সফিয়্যা বিনতে শাইবাহ (রহঃ) বলেন, আমরা একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট বসিয়া কোরাইশী মেয়েদের মর্তবা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন, নিঃসন্দেহে কোরাইশী মেয়েদের বড় মর্তবা রহিয়াছে ; কিন্তু আল্লাহর কিতাবের প্রতি অত্যাধিক দৃঢ় একীন ও কুরআনের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে আনসারী মেয়েদের অপেক্ষা অধিক উত্তম আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। সুরায়ে নূরের আয়াত—

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ

অর্থ ঃ আর যেন নিজের চাদর স্বীয় বক্ষের উপর জড়াইয়া রাখে।

নাযিল হওয়ার পর তাহাদের পুরুষগণ তাহাদের নিকট যাইয়া উক্ত আয়াত শুনাইতে লাগিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নি ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে শুনাইল। মেয়েরা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কিতাবের প্রতি সত্য একীন ও ঈমান প্রদর্শনের খাতিরে নিজ নিজ হাওদা অংকিত অর্থাৎ নকশাদার চাদরে আবৃত হইয়া গেল। তাহারা সকাল হইতেই (অর্থাৎ ফজরের নামাযে) এমনভাবে চাদর আবৃত হইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাঁড়াইল যেন তাহাদের মাথার উপর কাক অপেক্ষা করিতেছে। (মাথার কাপড় সরিলেই ঠোকর মারিবে) (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

একজন বৃদ্ধ ও হযরত আবু ফারওয়া (রাঃ)এর ঘটনা

মাকহুল (রহঃ) বলেন, একজন অত্যন্ত বৃদ্ধলোক, বার্ধক্যের দরুন যাহার ভ্রূদ্বয় চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ,

একব্যক্তি ওয়াদা ভঙ্গ করিয়াছে এবং গুনাহ করিয়াছে। কোন সাধ আহলাদ সে ছাড়ে নাই, সবই সে মিটাইয়াছে। যদি তাহার গুনাহ সমস্ত দুনিয়াবাসীকে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলকে ধ্বংস করিয়া দিবে। এমন ব্যক্তির জন্য তওবার কি কোন পথ আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ? সে বলিল, অবশ্য আমি এই সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি একা, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মদ তাঁহার বান্দা ও তাঁহার রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তোমার সকল ওয়াদাভঙ্গ ও গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন। এবং তোমার সকল গুনাহকে নেকীর দ্বারা পরিবর্তন করিয়া তোমাকে পূর্বের ন্যায় (নিষ্পাপ) করিয়া দিবেন। সে বলিল, আমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও সকল গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন? তিনি বলিলেন, সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও সকল গুনাহ (মাফ করিয়া দিবেন) অতঃপর সে ব্যক্তি তাকবীর ও কলেমা পড়িতে পড়িতে চলিয়া গেল।

আবু ফারওয়া (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন যে সর্বপ্রকার গুনাহের কাজ করিয়াছে, কোন সাধ-আহলাদ বাকি রাখে নাই। তাহার জন্য কি তওবার কোন পথ আছে। তিনি বলিলেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ? সে বলিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, নেক কাজ করিতে থাক, খারাপ কাজ ছাড়িয়া দাও, আল্লাহ তায়ালা তোমার সকল গুনাহকে তোমার জন্য নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। সে বলিল, আমার সমস্ত ওয়াদা ভঙ্গ ও গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। সে তাকবীর দিতে দিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

একজন গুনাহগার মহিলার ঘটনা

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন মেয়েলোক আমার নিকট আসিয়া বলিল, আমার জন্য কি তওবার কোন পথ আছে? আমি যেনা করিয়াছি এবং একটি সন্তান প্রসব করিয়াছি, অতঃপর আমি উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি। আমি বলিলাম, না। তোমার চক্ষু শীতল না হউক। তোমার

www.BANGLAKITAB.com

কোন সম্মান না হউক। সে আফসোস করিতে করিতে চলিয়া গেল। আমি ফজরের নামায রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত পড়িয়া তাঁহাকে আমার ও মেয়েলোকটির সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি খুবই খারাপ কথা বলিয়াছ। তুমি কি এই আয়াত পড় নাই?

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ..... الا من تاب

অর্থ ঃ 'আর যাহারা আল্লাহর সহিত অন্য কোন মাবুদের এবাদত করে না এবং আল্লাহ যাহাকে (হত্যা করিতে) হারাম করিয়া দিয়াছেন, তাহাকে হত্যা করে না শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতীত এবং তাহারা যেনা করে না। আর যে ব্যক্তি এইরূপ কাজ করিবে তাহাকে শাস্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। কেয়ামতের দিন তাহার শাস্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং উহাতে অনন্তকাল লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকিবে। কিন্তু যাহারা তওবা করিয়া লয় এবং ঈমান আনয়ন করে এবং নেক কাজ করিতে থাকে তাহাদের গুনাহসমূহকে আল্লাহ পাক নেকী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া দিবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি যাইয়া উক্ত মেয়েলোকটিকে এই আয়াত পড়িয়া শুনাইলাম। সে সেজদায় পড়িয়া গেল এবং বলিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমার জন্য নাজাতের পথ করিয়া দিয়াছেন।

অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, মেয়েলোকটি হায় হায় করিতে লাগিল এবং বলিল, হায় এই সৌন্দর্য কি আগুনের জন্য সৃষ্টি হইল! এই রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া মেয়েলোকটিকে মদীনার ঘরে ঘরে তালাশ করিলেন, কিন্তু কোথায়ও পাইলেন না। পরদিন রাত্রিবেলায় সে আসিল। তিনি তাহাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছেন, শুনাইলেন, সে তৎক্ষণাৎ সেজদায় পড়িয়া গেল এবং বলিল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমার জন্য কৃত আমল হইতে নাজাত ও তওবার পথ করিয়া দিয়াছেন। অতঃপর সে তাহার সঙ্গের বাঁদী

ও উহার মেয়েকে আযাদ করিয়া দিল এবং আল্লাহর নিকট তওবা করিল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কবিদের ঘটনা

হযরত তামীম দারী (রাঃ)এর গোলাম আবুল হাসান বলেন, যখন–

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

অর্থ ঃ 'আর কবিদের পথে তো পথভ্রষ্টরাই চলে।'

নাযেল হইল তখন হযরত হাসসান ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ও কা'ব ইবেন মালেক (রাঃ) কাঁদিতে কাঁদিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, এই আয়াত নাযিল করিবার সময় আল্লাহ তো জানেন আমরা কবি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেলাওয়াত করিলেন—

اِلَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

অর্থ ঃ 'কিন্তু হাঁ, যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক আমল করে'। বলিলেন, উহারা তোমরাই। অতঃপর পড়িলেন—

وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا

অর্থ ঃ (আপন কবিতায় দ্বীনের প্রচার দ্বারা) অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে। বলিলেন, উহারা তোমরাই।

তারপর পড়িলেন—

وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

অর্থ ঃ আর যাহারা অত্যাচারিত হইবার পর (নিন্দাসূচক কবিতার দ্বারা) উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। বলিলেন, উহারা তোমরাই।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করা ও অপছন্দ করার প্রকৃত অর্থ

আতা ইবনে সায়েব (রহঃ) বলেন, যেদিন আমি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (রহঃ)কে প্রথম চিনিতে পারিলাম, দেখিলাম, সাদা চুল দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ গাধায় চড়িয়া একটি জানাযার পিছনে যাইতেছেন। আমি শুনিলাম, তিনি বলিতেছেন যে, অমুকের ছেলে অমুক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে পছন্দ করে আল্লাহও তাহার সাক্ষাৎকে পছন্দ করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে আল্লাহও তাহার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। তিনি বলেন, ইহা শুনিয়া সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাঁদিতেছ কেন? তাহারা বলিলেন, আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বলিলেন, ব্যাপার এরূপ নহে। কিন্তু হাঁ, যখন মৃত্যুর সময় হইবে যদি সে নৈকট্যলাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাহাকে এই সুসংবাদ দেওয়া হইবে।

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ

অর্থ ঃ অতঃপর যে ব্যক্তি নৈকট্যলাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইবে তাহার জন্য শান্তি রহিয়াছে আর (নানাবিধ) খাদ্যসামগ্রী, এবং আরামের বেহেশত।

ইহা শুনিবার পর সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে পছন্দ করিবে এবং আল্লাহ তায়ালা তাহার সাক্ষাৎকে তাহা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করিবেন। আর যদি সে অবিশ্বাসী ও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তাহাকে বলা হইবে—

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ

অর্থ ঃ আর যে অবিশ্বাসী পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হইবে তবে ফুটন্ত পানি দ্বারা তাহার মেহমানদারী করা হইবে এবং তাহাকে দোযখে যাইতে হইবে।

ইহা শুনিয়া সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করিবে এবং আল্লাহ তাহার সহিত সাক্ষাৎকে তাহা অপেক্ষা অধিক অপছন্দ করিবেন।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর)

হযরত আবু বকর (রাঃ)এর কান্না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বলেন, যখন সূরা যিল্যাল নাযিল হইল হযরত আবু বকর (রাঃ) বসিয়াছিলেন, কাঁদিয়া উঠিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে আবু বকর, কেন কাঁদিতেছ? তিনি বলিলেন, এই সূরা আমাকে কাঁদাইতেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যদি এমন না হয় যে, তোমরা ভুল কর ও গুনাহ কর আর আল্লাহ পাক উহা মাফ করেন, তবে আল্লাহ তায়ালা এমন জাতি পয়দা করিবেন যাহারা ভুল করিবে ও গুনাহ করিবে অতঃপর তিনি তাহাদিগকে মাফ করিবেন।

কবরে হযরত ওমর (রাঃ)এর অবস্থা

হযরত ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে ওমর যখন তুমি দুই হাত চওড়া ও চার হাত লম্বা যমীনের মধ্যে (অর্থাৎ কবরে) যাইবে এবং মুনকার নাকীরকে দেখিবে তখন তোমার কী অবস্থা হইবে? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, মুনকার ও নাকীর কি? বলিলেন, কবরের দুই পরীক্ষক। দাঁত দ্বারা কবর খুঁড়িয়া আসিবে। আপন চুলের উপর হাঁটিয়া আসিবে। (অর্থাৎ পা সমান লম্বা চুল হইবে।) তাহাদের আওয়াজ বজ্রের ন্যায় ও চাহনী বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্টিকাড়া হইবে। তাহাদের সহিত এতভারী মুগুর থাকিবে যে, যদি সমস্ত মিনাবাসী একত্রিত হয় তথাপি উহা উঠাইতে পারিবে না। কিন্তু তাহাদের জন্য উহা এত হালকা হইবে যেন আমার হাতের এই ছড়ি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি ছড়ি ছিল যাহা তিনি নাড়াইতে ছিলেন। তাহারা তোমার পরীক্ষা লইবে। যদি তুমি উত্তর দিতে অপারগ হও অথবা ব্যতিক্রম কর তবে তোমাকে সেই মুগুর দ্বারা

www.BANGLAKITAB.com

এমনভাবে মারিবে যে, তুমি ছাই হইয়া যাইবে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি তখন আমার এই অবস্থায় থাকিব? (অর্থাৎ আমার ঈমানী অবস্থা কি বর্তমান অবস্থায় ন্যায় থাকিবে?) তিনি বলিলেন, হাঁ। আমি বলিলাম, তবে আমি উহাদের দুইজনের জন্য যথেষ্ট। আবদুল ওয়াহেদ মুকাদ্দাসী (রহঃ) 'তাবসীর' নামক কিতাবে আরো একটু বাড়াইয়া বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সেই পাক যাতের ক্বসম যিনি আমাকে হক দিয়া নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন। জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলিয়াছেন, তাহারা তোমার নিকট আসিয়া প্রশ্ন করিবে। তুমি বলিবে,আমার রব্ব তো আল্লাহ। তোমাদের রব্ব কে? মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমার নবী, তোমাদের নবী কে? আমার দ্বীন তো ইসলাম, তোমাদের দ্বীন কি? তাহারা বলিবে, হায় আশ্চর্য! আমরা বুঝিতে পারিতেছি না আমরা তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছি না তুমি আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছ? (রিয়াদুন নাদরাহ)

হযরত ওসমান (রাঃ)এর ঈমানী শক্তি সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

আবু বাহরিয়া কিন্দি (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রাঃ) ঘর হইতে বাহির হইয়া একটি মজলিস দেখিলেন যেখানে হযরত ওসমান (রাঃ)ও বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমাদের মাঝে এমন এক ব্যক্তি আছেন যদি তাহার ঈমান এক বিরাট বাহিনীর মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইয়া যাইবে। তাহার উদ্দেশ্য ছিল হযরত ওসমান (রাঃ)। (মুনতাখাব)

সাহাবা (রাঃ)দের পূর্ব বর্ণিত বিভিন্ন উক্তি

পূর্বে 'সাহাবা (রাঃ)দের গুণাবলী'এর বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা কি হাসিতেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন হাঁ, তবে তাহাদের অন্তরে ঈমান পাহাড় হইতেও ভারী ছিল।

হযরত আম্মার (রাঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত হইয়াছে যে, মোশরেকগণ তাহাকে ধরিয়া শাস্তি দিল এবং ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়িল না, যতক্ষণ না তিনি তাহাদের মাবুদগুলিকে ভাল বলিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন অনুভব করিতেছ? তিনি বলিলেন, আমার অন্তরকে ঈমানের উপর শান্ত অনুভব করিতেছি।

হযরত আবুবকর (রাঃ)এর পরবর্তী খলীফা নিযুক্তকরণ প্রসঙ্গে তাঁহার এই উক্তিও পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, তোমরা আমাকে আমার পরওয়ারদিগার সম্পর্কে ভয় দেখাইতেছ? (তিনি যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে) আমি বলিব, আয় আল্লাহ, আমি আপনার নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তিকে তাহাদের খলীফা নিযুক্ত করিয়াছি। অন্য রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ ও ওমরকে তোমাদের অপেক্ষা বেশী জানি।

হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তিনি বায়তুল মালের সমস্ত মাল বন্টন করিয়া দিতে বলিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলিল, কিছু মাল শত্রুর মুকাবিলা ও আকস্মিক বিপদ আপদের জন্য জমা রাখুন। তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার মুখে শয়তান কথা বলিতেছে। আল্লাহ তায়ালা আমাকে উহার জওয়াব শিখাইয়া দিয়াছেন এবং উহার খারাবী হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি এরূপ অবস্থার জন্য উহাই প্রস্তুত রাখিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ অবস্থার জন্য রাখিতেন অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য।

অপর রেওয়ায়াতে আছে তিনি বলিয়াছেন, খোদার কসম, আমি আগামীকল্যের জন্য (আজ) খোদার নাফরমানী করিব না।

অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তাহাদের জন্য আল্লাহর তাকওয়া তৈয়ার রাখিব।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করিবে তাহার জন্য তিনি (মুক্তির) পথ করিয়া দিবেন।

সাহাবা (রাঃ)দের 'আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার উৎসাহ'এর বর্ণনায়

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন তিনি ভিক্ষুককে কিছু সদকা করিতে চাহিলেন তখন হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলিলেন, আপনি তো ছয়টি দেরহাম আটা খরিদ করিবার জন্য রাখিয়াছিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, বান্দার ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য বলিয়া পরিগণিত হয় না যতক্ষণ তাহার নিজের কাছে যাহা আছে উহার তুলনায় আল্লাহর নিকট যাহা আছে উহার উপর তাহার ভরসা বেশী না হয়।

সাহাবা (রাঃ)দের মাল-দৌলত প্রত্যাখ্যান এর বর্ণনায় হযরত আমের ইবনে রাবিয়াহ (রাঃ)এর সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, (তাহাকে যখন আরব বেদুঈন বলিল, আমি আপনাকে উক্ত জায়গীর হইতে একটুকরা জমি দিতে ইচ্ছা করিয়াছি, যাহা আপনি ও আপনার পরবর্তী বংশধরগণ ভোগ করিবেন) তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার জায়গীরের আমার প্রয়োজন নাই, কারণ আজ এমন একটি সূরা নাযিল হইয়াছে যাহা আমাদিগকে দুনিয়া ভুলাইয়া দিয়াছে—

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

অর্থ ঃ মানুষের জন্য হিসাব নিকটবর্তী হইয়া গিয়াছে অথচ তাহারা গাফেল ও বিমুখ হইয়া রহিয়াছে।

পূর্বে হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন যে, হযরত উসায়েদ ইবনে হুযায়ের (রাঃ) উত্তম ব্যক্তিদের একজন ছিলেন, তিনি বলিতেন, যদি (মৃত্যুর সময়) আমি আমার তিন অবস্থার যে কোন এক অবস্থায় থাকি তবে আমি বেহেশতী হইব, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। (এক) যখন আমি কুরআন তেলাওয়াত করি অথবা কুরআন শুনি। (দুই) যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খোতবা শুনি। (তিন) যখন আমি কোন জানাযায় শরীক হই। কারণ যখন আমি কোন জানাযায় শরীক হই তখন আমার সেই অবস্থার কথা মনে হয় যে অবস্থা আমার হইবে এবং সেই জায়গার কথা মনে জাগে যেখানে আমাকে যাইতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

নামাযের জন্য সাহাবাদের একত্রিত হওয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা (রাঃ) নামাযের জন্য মসজিদে কিরূপ একত্রিত হইতেন এবং উহার প্রতি উৎসাহ রাখিতেন ও অপরকে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহারা এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের সময় উপস্থিত হওয়াকে (এরূপ গুরুত্ব দিতেন যে, আল্লাহর) এক হুকুমের পর আরেক হুকুম এবং (বান্দার) এক আমলের পর আরেক আমল উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন, আর ঐসকল আদিষ্ট আমলের জন্য তাহারা কিরূপ নিজেদের যাবতীয় কাজকর্ম পরিত্যাগ করিতেন, যেগুলির দ্বারা ঈমান ও ঈমানী গুণাবলী বৃদ্ধি হয়, এলম ও আমলের প্রচার হয়, আল্লাহ তায়ালার যিকির পুনরুজ্জীবিত হয় এবং দোয়া ও উহার আনুষঙ্গিক শর্তসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা তাঁহারা যেন বাহ্যিক সৃষ্টবস্তুর প্রতি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপই করিতেন না, বরং উহার সৃষ্টিকর্তা ও সর্ববিদ কর্তার নিকট হইতে লাভবান হইতে চাহিতেন।

www.BANGLAKITAB.com

নামাযের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উৎসাহ প্রদান

হযরত ওসমান ও হযরত সালমান (রাঃ)এর হাদীস

হযরত ওসমান (রাঃ)এর গোলাম হারেস (রহঃ) বলেন, একদিন হযরত ওসমান (রাঃ) বসিয়াছিলেন, আমরাও তাঁহার সহিত বসিয়া ছিলাম। এমন সময় মোয়াযযিন আসিয়া নামাযের জন্য বলিলে তিনি একটি পাত্রে পানি আনাইলেন। বর্ণনকারী বলেন, আমার মনে হয় উহার পরিমাণ এক মুদ অর্থাৎ চৌদ্দ ছটাক হইবে। তিনি অযু করিলেন। তারপর বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার এই অযূর ন্যায় অযূ করিতে দেখিয়াছি, অতঃপর তিনি বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এই অযূর ন্যায় অযূ করিবে এবং উঠিয়া জোহরের নামায আদায় করিবে, তাহার সকাল হইতে জোহর পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। অতঃপর যখন সে আছরের নামায পড়িবে, তাহার জোহর হইতে আছর পর্যন্ত সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। অতঃপর যখন সে মাগরিবের নামায পড়িবে, আছর হইেত মাগরিব পর্যন্ত তাহার সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। তারপর যখন এশার নামায পড়িবে, মাগরিব হইতে এশা পর্যন্ত তাহার সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। তারপর হয়ত সে এপাশ ওপাশ করিয়া (কোন গুনাহের কাজে) রাত্রি কাটাইবে। কিন্তু যদি সে উঠিয়া অযূ করে ও ফজরের নামায আদায় করে তবে এশা হইতে ফজর পর্যন্ত তাহার সকল গুনাহ মাফ হইয়া যাইবে। ইহাই সেই হাসানাত (নেকীসমূহ) যাহা গুনাহসমূহকে দূর করিয়া দেয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, হে ওসমান, এইগুলি যদি হাসানাত হয় তবে (কুরআন পাকে উল্লেখিত) বাকীয়াত কোন্‌গুলি? তিনি বলিলেন, তাহা হইল—

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

আবু ওসমান (রহঃ) বলেন, আমি হযরত সালমান (রাঃ)এর সহিত একটি গাছের নীচে ছিলাম। তিনি সেই গাছের একটি শুষ্ক ডাল হাতে

লইয়া নাড়িলেন, ফলে উহার পাতাগুলি ঝরিয়া গেল। তারপর তিনি আমাকে বলিলেন, আবু ওসমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করিলে না যে, আমি কেন এমন করিলাম? আমি বলিলাম, বলুন, কেন এমন করিলেন? তিনি বলিলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত একটি গাছের নীচে ছিলাম তিনিও আমার সহিত এমনই করিলেন। গাছের একটি শুষ্ক ডাল লইয়া নাড়িলেন, ফলে উহার পাতাগুলি ঝরিয়া গেল। তারপর তিনি বলিলেন, 'হে সালমান, তুমি জিজ্ঞাসা করিলে না যে, আমি কেন এমন করিলাম?' আমি বলিলাম, 'বলিয়া দিন কেন এমন করিলেন?' তিনি বলিলেন, 'হে সালমান, একজন মুসলমান যখন অযূ করে এবং তাহা উত্তমরূপে করে। অতঃপর সে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, তাহার গুনাহগুলি এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন এই পাতাগুলি ঝরিতেছে। তারপর তিনি (কুরআন পাকের এই আয়াত) তেলাওয়াত করিলেন—

اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ .

অর্থ ঃ দিনের উভয় প্রান্তে (অর্থাৎ সকাল ও সন্ধ্যায়) এবং রাত্রের একাংশে নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নেক কাজসমূহ গুনাহগুলিকে দূর করিয়া দেয়। যাহারা নসীহত মানিয়া চলে তাহাদের জন্য ইহা একটি নসীহত।

(আহমদ, নাসায়ী)

দুই ভাইয়ের ঘটনা

আমের ইবনে সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রহঃ) বলেন, হযরত সা'দ (রাঃ)ও সাহাবা (রাঃ)দের এক জামাতকে আমি বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় দুইভাই ছিলেন। তন্মধ্যে একজন অপরজন অপেক্ষা উত্তম ছিলেন। উত্তমজন প্রথমে মারা গেলেন এবং অপরজন আরো কিছুদিন জীবিত থাকিয়া পরে মারা গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কেহ দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর প্রথম

www.BANGLAKITAB.com

ব্যক্তির ফজীলত নিয়া আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, সে (দ্বিতীয় ভাই) কি নামায পড়ে নাই? সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কী জান, তাহার নামায তাহাকে কোথায় পৌছাইয়া দিয়াছে? তারপর তিনি এই উপলক্ষে বলিলেন, নামাযের উদাহরণ এইরূপ যেমন কাহারো ঘরের সম্মুখে একটি সুমিষ্ট ও গভীর নহর প্রবাহিত থাকে, আর সে উহাতে প্রত্যহ পাঁচ বার গোসল করে। তবে কী ধারণা তোমাদের? তাহার শরীরে কোন ময়লা থাকিবে কি? অন্য রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, দ্বিতীয়জন প্রথমজনের চল্লিশ দিন পর মারা গিয়াছিলেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, কুজাআহ বংশের দুই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া একত্রে মুসলমান হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একব্যক্তি (কোন জেহাদে) শহীদ হইলেন এবং অপরজন একবৎসর পর মারা গেলেন। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যিনি পরে মারা গেলেন তাঁহাকে শহীদের পূর্বে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইল। ইহাতে আমি আশ্চর্যান্বিত হইলাম। আমি সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহা আলোচনা করিলাম। অথবা অন্য কেহ আলোচনা করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে কি তাহার (অর্থাৎ শহীদের) পর এক রমজানের রোযা রাখে নাই? ছয় হাজার রাকাত নামায পড়ে নাই এবং এক বৎসরে এত এত রাকাত নামায (বেশী) পড়ে নাই?' অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তবে তো উভয়ের মধ্যে আসমান যমীনের পার্থক্য হইয়া গিয়াছে।' (আহমাদ)

নামায গুনাহের কাফ্ফারা

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত মসজিদে নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলাম এমন সময় একব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল, আমি একটি গুনাহ করিয়া ফেলিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরাইয়া নিলেন। তারপর

যখন নামায শেষ করিলেন, সে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আবার সেই কথা বলিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তুমি কি আমাদের সহিত এই নামায পড় নাই এবং ভাল করিয়া অযূ কর নাই? সে বলিল, অবশ্যই। বলিলেন, 'এই নামায তোমার গুনাহের জন্য কাফফারা হইয়া গিয়াছে।' (তাবরানী)

নামায সর্বোত্তম আমল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'নামায'। সে বলিল, 'তারপর কোন্ আমল?' বলিলেন, 'নামায'। তিনবারের পর সে আবার জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, 'আল্লাহর রাহে জেহাদ'। সে ব্যক্তি বলিল, 'আমার পিতা-মাতা আছেন'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আমি তোমাকে পিতা-মাতার সহিত সদ্ব্যবহারের আদেশ করিতেছি। সে বলিল, সেই পাক যাতের কসম যিনি আপনাকে হক দিয়া নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন, আমি অবশ্যই জেহাদ করিব এবং তাঁহাদিগকে ছাড়িব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'তুমিই ভাল জান।' (আহমাদ)

সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত হইবার বর্ণনা

হযরত আমর ইবনে মুররাহ জুহানী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ও আপনি আল্লাহর রাসূল ইহার সাক্ষ্য দেই এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ি, যাকাত দান করি ও রমযান মাসে রোযা রাখি ও তারাবীহ পড়ি তবে আমি কোন্ দলভুক্ত হইব? তিনি বলিলেন, 'সিদ্দীক ও শহীদগণের দলভুক্ত হইবে।' (বায্যার)

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নামাযের অসিয়ত

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, ইন্তেকালের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অসিয়ত এই ছিল যে, নামায ও গোলামদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিও। এমনকি যখন রুহ মোবারক সিনাতে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং আওয়াজ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে তখনও একই কথা বলিতে–ছিলেন। (বাইহাকী)

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখিবার একটা কিছু আনিতে বলিলেন, যাহাতে তিনি এমন কিছু কথা লিখিয়া দিবেন যেন, তাঁহার উম্মাত তাঁহার পর গোমরাহ না হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমার ভয় হইল যে, উহা আনিতে যাইয়া তাঁহাকে না হারাইয়া ফেলি। সুতরাং বলিলাম, আমি মুখস্থ রাখিব ও উত্তমরূপে স্মরণ রাখিব। বলিলেন, আমি নামায যাকাত ও তোমাদের গোলামদের সম্পর্কে অসিয়ত করিতেছি। অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, উক্ত কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহার ইন্তেকাল হইয়া গেল। এবং তিনি লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁহার রসূল এর শাহাদাতের আদেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি উক্ত দুই কথার সাক্ষ্য দিবে সে দোযখের জন্য হারাম হইবে। হযরত আলী (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ কথা ছিল, নামায, নামায, গোলামদের সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করিও।

নামাযের প্রতি সাহাবা (রাঃ)দের উৎসাহ প্রদান

হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাঃ)এর উক্তি

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, নামায যমীনের বুকে আল্লাহর দেওয়া আমান বা নিরাপত্তা।

আবু মালীহ (রহঃ) বলেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)কে এই মিম্বারের উপর বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ে না তাহার ইসলামে কোন অংশ নাই।

অন্যান্য সাহাবা (রাঃ)দের উক্তি

যায়েদ ইবনে সাবেত (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আপন ঘরে নামায পড়ে উহা তাহার জন্য নূর হইবে। যখন কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন তাহার গুনাহগুলি তাহার মাথার উপর ঝুলন্ত থাকে। যখনই সে কোন সেজদা করে উহার বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দেন।

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, যখন বান্দা সুন্দররূপে অযূ করে। অতঃপর সে নামাযের জন্য দাঁড়ায়, আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে ফিরিয়া তাহার সহিত চুপি চুপি কথা বলেন। তিনি তাহার দিক হইতে ফিরেন না যতক্ষণ না সে ফিরে অথবা ডানে বামে তাকায়।

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নামায অর্থই নেকী। সুতরাং এই নেক কাজে যে কেহ আমার সহিত অংশগ্রহণ করে আমি উহার পরওয়া করি না।

হযরত ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, যখন কোন মুসলমান কোন উঁচু জায়গায় অথবা পাথরের তৈরী কোন মসজিদে আসিয়া নামায পড়ে তখন সেই যমীন বলে, আল্লাহর যমীনে তাঁহার জন্য নামায পড়। যেদিন তাহার সহিত তোমার দেখা হইবে সেদিন আমি তোমার জন্য সাক্ষ্য দিব।

অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আদম (আঃ)এর ঘাড়ে একটি ফোড়া বাহির হইলে তিনি নামায পড়িলেন। ফোড়াটি নামিয়া বুক পর্যন্ত আসিল। তিনি আবার নামায পড়িলেন উহা নামিয়া কোমর পর্যন্ত আসিল। আবার নামায পড়িলেন। এইবার উহা গোড়ালির গিঁট পর্যন্ত নামিয়া আসিল। আবার নামায পড়িলে উহা পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী পর্যন্ত আসিল। তিনি পুনরায় নামায পড়িলে উহা দূর হইয়া গেল। (কান্য)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, তুমি যতক্ষণ নামাযে থাক ততক্ষণ তুমি বাদশাহ এর দরজায় করাঘাত করিতেছ। যে ব্যক্তি বাদশাহের দরজায় করাঘাত করে তাহার জন্য উহা খুলিয়া দেওয়া হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন—তোমরা আপন প্রয়োজনসমূহ ফরজ নামাযের জন্য রক্ষিত রাখ। (অর্থাৎ ফরজ নামাযের পরই নিজের প্রয়োজন ইত্যাদির জন্য

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহর নিকট দোয়া কর।)

অপর এক রেওয়ায়াতে তিনি বলিয়াছেন, যদি কবীরা গুনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকে তবে নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহের জন্য নামায কাফফারা হইয়া যাইবে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, নামায উহার পরবর্তী গুনাহের জন্য কাফফারা। আদম (আঃ)এর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলীতে একটি ফোড়া হইল। অতঃপর উহা গোড়ালিতে আসিল। তারপর উহা হাটুতে উঠিয়া আসিল। ইহার পর কোমরে আসিল, কোমর হইতে ঘাড়ে আসিল। তিনি নামায পড়িলেন। উহা ঘাড় হইতে নামিয়া গেল। আবার নামায পড়িলেন। উহা কোমরে নামিয়া আসিল। পুনরায় নামায পড়িলে উহা হাটুতে নামিল। আবার নামায পড়িলেন। উহা পায়ে নামিয়া আসিল। তারপর নামায পড়িলে উহা দূর হইয়া গেল। (কান্য)

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'বান্দা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন তাহার গুনাহসমূহ তাহার মাথার উপর রাখা হয়। নামায শেষ করিবার পূর্বেই তাহার গুনাহসমূহ এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন খেজুরের ছড়া ডাইনে বামে ঝরিয়া পড়ে।'

অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, 'যখন বান্দা নামায পড়ে তখন তাহার গুনাহসমূহ তাহার মাথার উপর একত্রিত হয়। যখন সে সেজদা করে তখন উহা এমনভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন গাছের পাতা ঝরিয়া পড়ে।'

তারেক ইবনে শেহাব (রহঃ) বলেন, তিনি একবার হযরত সালমান (রাঃ)এর রাত্রের (এবাদতে) মেহনত দেখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট রাত্রি যাপন করিলেন। তিনি রাত্রের শেষ ভাগে উঠিয়া নামায পড়িলেন। অর্থাৎ যেমন আশা করিয়াছিলেন। তাঁহার তেমন কোন মেহনত দেখিতে পাইলেন না। এই বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তদুত্তরে তিনি বলিলেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায় করিতে থাক। কারণ, ইহা ছোট ছোট গুনাহের জন্য কাফফারা, যতক্ষণ না কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। যখন রাত্র হয় মানুষ তিন দলে বিভক্ত হইয়া যায়। একদল যাহাদের জন্য রাত্রি লাভজনক,

ক্ষতিকর নহে। দ্বিতীয়, যাহাদের জন্য রাত্রি ক্ষতিকর, লাভজনক নহে। তৃতীয়, যাহাদের জন্য রাত্রি না লাভজনক না ক্ষতিকর। যে ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকার ও মানুষের গাফলতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া সকাল পর্যন্ত নামাযে মশগুল থাকে, তাহার জন্য রাত্রি লাভজনক, ক্ষতিকর নহে। যে ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকার ও মানুষের গাফলতিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া গুনাহে লিপ্ত হয়। রাত্রি তাহার জন্য ক্ষতিকর, লাভজনক নহে। আর যে ব্যক্তি এশার নামায পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে তাহার জন্য রাত্রি না লাভজনক, না ক্ষতিকর। এমন দ্রুত চলিও না যে, ক্লান্ত হইয়া পড়। মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর ও নিয়মিত করিতে থাক।

আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, আমরা নিজেদের জন্য (গুনাহের) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে থাকি। কিন্তু যখন ফরজ নামায আদায় করি তখন উহা পূর্বেকার গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। অতঃপর আবার নিজেদের জন্য (গুনাহের) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে থাকি, কিন্তু যখন ফরজ নামায আদায় করি তখন নামায পূর্বেকার গুনাহকে মিটাইয়া দেয়। (কান্য)

নামাযের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর আগ্রহ ও উহার প্রতি অত্যাধিক যত্নবান হওয়া

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, 'খুশবু ও মেয়েলোক আমার জন্য প্রিয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং নামাযকে আমার চক্ষু শীতলকারী বানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।'

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, নামাযকে আপনার নিকট প্রিয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং আপনি উহা হইতে যত ইচ্ছা অংশগ্রহণ করুন। (অর্থাৎ অধিক পরিমাণে নামায পড়ুন।) (বিদায়াহ)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসিয়াছিলেন এবং তাঁহার চতুর্দিকে সাহাবা (রাঃ)ও বসিয়াছিলেন। এমন সময় তিনি বলিলেন, আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক

www.BANGLAKITAB.com

নবীকে আত্মতৃপ্তির বস্তু দান করিয়াছেন। আমার আত্মতৃপ্তি হইল রাত্রের নামাযের মধ্যে। আমি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হই কেহ আমার পিছনে দাঁড়াইবে না। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে খোরাক দিয়াছেন। আমার খোরাক হইল খুমুছ অর্থাৎ গনীমতের পঞ্চমাংশ। আমার মৃত্যুর পর উহা আমার পরবর্তী মুসলমান শাসকদের জন্য। (তাবরানী)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর রাত্রের নামায সম্পর্কে সাহাবা (রাঃ)দের বর্ণনা

হযরত আনাস (রাঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অধিক নামায পড়িলেন যে, তাঁহার পা ফুলিয়া গেল। অথবা বলিয়াছেন, তাঁহার হাটুর নিচের অংশ ফুলিয়া গেল। তাঁহাকে বলা হইল, আল্লাহ তায়ালা কি আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন নাই? তিনি বলিলেন, আমি কি শোকর গুজার বান্দা হইব না?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত অধিক নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে এত অধিক নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত।

হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে এত অধিক নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা ফাটিয়া যাইত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রিতে এত অধিক নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা ফাটিয়া যাইত। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কেন এমন করেন? অথচ আপনার সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে? পরবর্তী অংশ পূর্বের মতই উল্লেখ করিয়াছেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত নামায পড়িতেন যে, তাঁহার পা ফাটিয়া যাইত।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত এবাদত করিতেন যে, পুরানা মশকের (চামড়ার তৈরী পানি রাখিবার পাত্র) মত হইয়া গেলেন। সাহাবা (রাঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি এমন কেন করেন? আল্লাহ তায়ালা কি আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করিয়া দেন নাই? তিনি বলিলেন, হাঁ, তবে কি আমি শোকরগুজার বান্দা হইব না? (কান্য)

হযরত আনাস (রাঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাত্রের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমরা রাত্রিতে যখন তাঁহাকে নামাযে দেখিতে চাহিতাম, দেখিতাম, তিনি নামায পড়িতেছেন। আবার যখন তাঁহাকে ঘুমন্ত দেখিতে চাহিতাম, দেখিতাম, তিনি ঘুমাইতেছেন। তিনি কোন মাসে এত রোযা রাখিতেন যে, আমরা বলাবলি করিতাম যে, তিনি আর রোযা ছাড়িবেন না। আবার কোন মাসে রোযা ছাড়িয়া দিতেন। আমরা বলাবলি করিতাম আর বোধহয় তিনি রোযা রাখিবেন না।

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এক রাত্রিতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামাযে দাঁড়াইলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, আমি খারাপ কথা ভাবিতে লাগিলাম। আমরা বলিলাম, 'কি ভাবিতে ছিলেন?' বলিলেন, 'আমি ভাবিতেছিলাম, বসিয়া যাই অথবা ছাড়িয়া দেই।

হযরত আবু যার (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাত্রিতে নামাযে দাঁড়াইয়া নিম্নোক্ত আয়াত পড়িতে পড়িতে সকাল করিয়া দিলেন—

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

অর্থ ঃ আপনি যদি তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন, তবে ইহারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দেন তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (বিদায়াহ)

WWW.BANGLAKITAB.COM

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ব্যথা পাইলেন। সকালবেলা তাঁহাকে বলা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, বেদনার ছাপ আপনার শরীরে পরিলক্ষিত হইতেছে। তিনি বলিলেন, তোমরা যাহা দেখিতেছ এতদসত্বেও আমি গত রাত্রিতে (নামাযে) (কুরআন পাকের প্রথম দিকের) সাতটি বড় বড় সূরা পড়িয়াছি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)এর সহিত হোযাইফা (রাঃ)এর নামায

হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি এক রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামায পড়িয়াছি। তিনি সূরা বাকারাহ আরম্ভ করিলেন। ভাবিলাম, একশত আয়াতে রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি সামনে পড়িতে থাকিলেন। ভাবিলাম, সূরা শেষ করিয়া রুকু করিবেন। তিনি পড়িতে থাকিলেন। সূরা শেষ হইলে ভাবিলাম, এই বোধ হয় রুকু করিবেন। কিন্তু তিনি সূরা নেসা আরম্ভ করিলেন। উহা শেষ করিয়া সূরা আল-এমরান আরম্ভ করিলেন এবং আল-এমরান শেষ করিয়া রুকু করিলেন। তিনি অত্যন্ত ধীরে থামিয়া থামিয়া পড়িতেছিলেন। যখন কোন তাসবীহ সূচক আয়াত আসিত তাসবীহ পড়িতেন, যখন কোন দোয়ার আয়াত আসিত দোয়া করিতেন এবং কোন আশ্রয় চাহিবার আয়াত আসিলে আশ্রয় চাহিতেন। রুকুতে তিনি সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পড়িতে লাগিলেন এবং কেয়াম পরিমাণ দীর্ঘ রুকু করিলেন। অতঃপর সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ বলিয়া প্রায় রুকু পরিমাণ দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তারপর সেজদায় যাইয়া সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা পড়িতে থাকিলেন। সেজদাও প্রায় কেয়াম পরিমাণ ছিল। এই হাদীসে সূরা নেসা সূরা আল-এমরানের পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)এর মাসহাফে সূরার তরতীব এইরূপই উল্লেখিত আছে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসিয়া দেখিলাম, তিনি নামায পড়িতেছেন। আমি তাঁহার অজ্ঞাতে তাঁহার পিছনে নামাযে শরীক হইয়া গেলাম। তিনি সূরা বাকারাহ আরম্ভ করিলেন। ভাবিলাম, এখনই হয়ত রুকু করিবেন, কিন্তু তিনি পড়িতে থাকিলেন। বর্ণনাকারী সিনান (রহঃ) বলেন,

যতটুকু মনে পড়ে তিনি বলিয়াছেন, চার রাকাত নামায পড়িয়াছেন। তাঁহার রুকু কেয়াম সমপরিমাণ ছিল। হযরত হোযাইফা (রাঃ) বলেন, পরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উহার আলোচনা করিলে তিনি বলিলেন, 'তুমি আমাকে জানাইলে না কেন?' হোযাইফা (রাঃ) বলিলেন, 'সেই পাক যাতের কসম যিনি আপনাকে হক দিয়া নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি এখনও আমার পিঠে ব্যথা অনুভব করিতেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'যদি আমি জানিতাম তুমি আমার পিছনে আছ, তবে আমি সংক্ষেপ করিতাম।' (মুসলিম)

কেরাআত সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার সম্মুখে কিছু লোক সম্পর্কে আলোচনা করা হইল যে, তাহারা এক রাত্রিতে কুরআনে পাক একবার অথবা দুইবার খতম করেন। তিনি বলিলেন, তাহারা পড়িয়াছে আবার পড়েও নাই। আমি পূর্ণিমার রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত নামাযে দাঁড়াইতাম। তিনি সূরা বাকারাহ আল-এমরান ও সূরা নেসা পড়িতেন। যখন কোন ভীতি প্রদর্শনকারী আয়াত আসিত তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করিতেন ও পানাহ চাহিতেন। যখন সুসংবাদপূর্ণ আয়াত আসিত তিনি আল্লাহর নিকট উহার জন্য দোয়া করিতেন ও উহার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। (আহমাদ)

নামাযের যত্ন সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ)এর বর্ণনা

আসওয়াদ (রহঃ) বলেন, আমরা হযরত আয়েশা (রাঃ)এর নিকট নামাযের পাবন্দি ও উহার প্রতি যত্নবান হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। তিনি বলিলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হইলেন তখন একবার নামাযের সময় হইলে হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, 'আবু বকরকে বল, যেন লোকদের নামায পড়াইয়া দেয়।' তাঁহাকে বলা হইল যে, আবু বকর অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ব্যক্তি, আপনার জায়গায় দাঁড়াইয়া তিনি লোকদের

www.BANGLAKITAB.com